ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■3 December, 2020 ■আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর ২০২০ ইং■ ১৭ অগ্রহায়ন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আন্দোলনে অনড় কৃষকরা, আজ ফের কেন্দ্রের সাথে হবে বৈঠক

নয়াদিল্লী, ২ ডিসেম্বরর।। কেন্দ্রের সঙ্গে প্রথম বৈঠকে সমাধানসূত্র যে মিলবে না, তার ইঙ্গিত মিলেছিল সোমবার রাতেই। ফলে মঙ্গলবার সকাল হতেই ফের গর্জে উঠেছিলেন কৃষকরা। মঙ্গলবার কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠকেও কোনও রফাসূত্র মেলেনি। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার ফের বৈঠকে বসছে দু'পক্ষ। আর তার আগে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সুর সপ্তমে চড়িয়ে প্রতিবাদী কৃষকরা জানিয়ে দিলেন, বৃহস্পতিবারের বৈঠকই শেষ চান্স সরকারের কাছে।

এদিন আরও একবার নিজেদের মধ্যে বৈঠক সেরে ক্রান্তিকারী কিসান ইউনিয়নের সভাপতি দর্শন পাল বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে এই আন্দোলনকে শুধু পঞ্জাবের বলে দাগিয়ে দিতে। কৃষকদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা করছে মোদী সরকার।" সেইসঙ্গেই তিনি বলেন, "বৃহস্পতিবারের বৈঠকে কোনও সমাধান না হলে আমাদের প্রতিবাদ যেমন চলছে, চলবে। সরকারের উচিৎ এই কৃষিবিলের জন্যে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা।" তবে, বৃহস্পতিবারের বৈঠকে যাই হোক না কেন, কৃষক সংগঠনগুলি আগামী ৫ ডিসেম্বর দেশজুড়ে প্রতিবাদের ডাক দিয়েছে। সেখানে কেন্দ্রের কৃষি আইন নিয়ে সারা দেশের কৃষকরা যোগদান করবেন।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবারই দিল্লি-হরিয়ানা সীমানার সিংঘুতে পুলিশ আটকে দিয়েছিল শাহিনবাগের দাদি বিলকিসকে। সিএএ-র এই প্রতিবাদী মঙ্গলবারই জানিয়েছিলেন কৃষকদের আন্দোলনে যোগ দেবেন তিনি। সেই মতো গতকাল সকালে সিংঘু পৌঁছন তিনি। সেখানেই তাঁকে আটকে দেন জনা ২০ পুলিশকর্মী। বিলকিসের ছেলে জানিয়েছেন, পুলিশ প্রথমে তাঁকে সেখান থেকে শাহিনবাগ থানায় নিয়ে যায়। সেখানে কিছুক্ষণ রেখে তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে দেয় পুলিশই। এ প্রসঙ্গে আউটার নর্থ রেঞ্জের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা অবশ্য জানান, বিলকিসকে আটক করা হয়নি। সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে তাঁর নিরাপত্তার বিষয়টি ভেবেই যাবতীয় পদক্ষেপ করেছে পুলিশ।

প্রতিবাদী কৃষকদের সমর্থন জানিয়েছেন অভিনেতা কমল হাসানও। মক্কল নিধি মায়ামের প্রধানের বক্তব্য, প্রতিবাদী কৃষকদের সঙ্গে অবিলম্বে বৈঠকে বসুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, "কৃষকদের দিকে নজর দিন প্রধানমন্ত্রী। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসুন। দীর্ঘ দিন ধরে এই আলোচনা প্রক্রিয়াটা বকেয়া হয়ে রয়েছে। সেই অলোচনাটা অবিলম্বে শুরু হোক। এটাই এখন সবচেয়ে জরুরি। কৃষির যত্ন নিতেই হবে। এটা আর যাই হোক অনুরোধ নয়।" ভীম আর্মির চন্দ্রশেখর আজাদও যোগ দিয়েছেন এই বিক্ষোভে।

কৃষিবিল প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভরতদের দিকে সমর্থনের হাত বাড়িয়েছে ছাত্র সমাজও। মঙ্গলবারই সিংঘু এবং টিকরি সীমানায় জড়ো হন বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পড়ুয়া। ক্রান্তিকারী যুব সংগঠনের ব্যানারে ওই পড়ুয়ারা দাবি তোলেন কৃষিবিল প্রত্যাহারের। আম্বালা শহর লাগোয়া ঝান্ডিল গ্রামে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাব্রুমে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার সন্দেহে খুনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম মহকুমার চালিতা ছড়ি এডিসি ভিলেজে এক দিব্যাঙ্গ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত যুবকের নাম জ্ঞানেন্দ্র ত্রিপুরা।রাস্তার পাশে তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন।খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দিব্যাঙ্গ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে।

মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। দিব্যাঙ্গ যুবকের মৃতদেহ ঘিরে রহস্যের ইঙ্গিত মিলেছে। এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দিব্যাঙ্গ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য স্থানীয় জনগণ পুলিশের কাছে দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখন পর্যন্ত ঘটনার আসল রহস্য উদঘাটন করতে পারেনি। তবে পুলিশের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন শীঘ্রই এই ঘটনার রহস্য উদঘাটনে সক্ষম হবে পুলিশ।

এডিসি ভোটে বিলম্ব, হাইকোর্টের দ্বারস্থ ত্রিপুরা পিপলস ফ্রন্ট

আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। এডিসি নির্বাচনে বিলম্বের জন্য ত্রিপুরা সরকারের জবাব চেয়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে ত্রিপুরা পিপলসফ্রন্ট (টিপিএফ)। প্রসঙ্গত, করোনা-প্রকোপের জেরে ত্রিপুরা সরকার এডিসি-র ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে হস্তান্তর করেছিল। ইতিমধ্যে ওই সিদ্ধান্তের ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং রাজ্যপাল পুনরায় ছয় মাসের জন্য মেয়াদ বাড়িয়েছেন।

গত ১৮ মে এডিসি-র মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার পর প্রশাসনিক ক্ষমতা ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বৈসের হাতে হস্তান্তর হলে তিনি জি কামেশ্বর রাওকে প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে প্রশাসকেরও মেয়াদ বাড়িয়েছেন রাজ্যপাল।

এডিসি নির্বাচনে বিলম্বের জন্য টিপিএফ গত মঙ্গলবার ত্রিপুরা হাইকোর্টে রিট আবেদন দাখিল করেছে। এ-বিষয়ে সরকারি আইনজীবী দেবালয় ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, টিটিএএডিসি নির্বাচনে বিলম্বের জন্য রাজ্য সরকারের জবাব এবং কখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে জানতে চেয়ে জনজাতিভিত্তিক আঞ্চলিক দল টিপিএফ হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করেছে। তবে, এখনও ওই মামলার শুনানির জন্য দিনক্ষণ স্থির হয়নি।

৯ মাস পর আগরতলা-শিলচর ট্রেন চালু, স্বস্তি যাত্রীকুলের

আগরতলা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.)।। দীর্ঘ ৯ মাস পর আগরতলা থেকে শিলচর ট্রেন

পুনরায় চালু হয়েছে। শিলচর থেকে অবশ্য গতকাল যাত্রী ট্রেন আগরতলায় পৌঁছেছে। করোনা-প্রকোপে ওই ট্রেন পরিষেবা স্থগিত রাখা হয়েছিল। এখন বিভিন্ন রুটে রেল পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ায় আগরতলা-শিলচর রুটেও ২ ডিসেম্বর থেকে পুনরায় ট্রেন চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শুভানন চন্দ জানিয়েছেন, শিলচর-আগরতলা ট্রেন সকাল সাড়ে আটটায় রওয়ানা দেবে এবং বিকেল চারটায় আগরতলায় পৌঁছবে। তেমনি আগরতলা-শিলচর ট্রেন সকাল ১১টা ১০ মিনিটে রওয়ানা দেবে এবং সন্ধ্যা ৬টা ৪৩ মিনিটে শিলচর পৌঁছবে। ওই ট্রেন কাটাখাল জংশন, বদরপুর জংশন, ভাঙ্গা, নিউ করিমগঞ্জ, করিমগঞ্জ জংশন, নিলামবাজার, বারইগ্রাম, পাথারকান্দি, কলকলিঘাট, চুড়াইবাড়ি, ধর্মনগর, পানিসাগর, পেঁচারথল, কুমারঘাট, মনু, আমবাসা, মুঙ্গিয়াকামি, তেলিয়ামুড়া, জিরানিয়া এবং যোগেন্দ্রনগর স্টেশনে দাঁড়াবে। ট্রেনে একটি তৃতীয় শ্রেণির বাতানুকূল বগি, একটি স্লিপার ক্লাস, একটি চেয়ার কার এবং ১৩টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির বগি রয়েছে। এছাড়া দুইটি লাগেজ ভ্যানও রয়েছে ওই ট্রেনে।

এদিন প্রচুর যাত্রী ট্রেনে শিলচর গিয়েছেন। ট্রেন পরিষেবা পুনরায় চালু হওয়ায় সকলেই স্বস্তি পেয়েছেন। তবে, আসন সংরক্ষণ নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ লক্ষ্য করা গিয়েছে। নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি দামে টিকিট কেটে যাত্রীদের ট্রেনে উঠতে হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, স্পেশাল ট্রেনের ভাড়া অন্যান্য সাধারণ ট্রেনের তুলনায় বেশি হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ইউপিএসসি স্থানাধিকারিণীর

আগরতলা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.)।। ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ৮০ তম স্থানাধিকারী শতাব্দী মজুমদার আজ বুধবার ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। শতাব্দীর মঙ্গল ও সাফল্য কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এ-বিষয়ে টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ৮০ তম স্থানাধিকারী ত্রিপুরার গর্ব শতাব্দী মজুমদার আজ দেখা করতে এসেছেন। তাঁর এই সাফল্যের জন্য আমি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছি। তিনি বলেন, তেলিয়ামুড়ার সাধারণ পরিবার থেকে ওঠে এসেছেন শতাব্দী। অনেক প্রতিকূলতা জয় করেই তাঁকে এই জায়গায় পৌঁছতে হয়েছে। তাঁর এই সাফল্য অনুপ্রেরণা হয়ে ছড়িয়ে পড়বে রাজ্যের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। বিশালগড় বাইপাস রোডে মারুতি এবং জলের ট্যাংকারের সংঘর্ষে চারজন গুরুতরভবে আহত হয়েছেন। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে একটি মারুতি গাড়ি উদয়পুর এর উদ্দেশ্যে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল। মারুতি গাড়ির পেছনদিকে আসছিল জলের ট্যাঙ্কার গাড়িটি। দ্রুতবেগে এসে জলের ট্যাঙ্ক কার্ডটি মার দিকে থেকে পেছন দিক দিয়ে সজোরে ধাক্কা দেয়।তাতে যাত্রীবাহী মারুতি গাড়ি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। মারুতি গাড়িতে থাকা ৪ জন যাত্রী গুরুতর ভাবে আহত হন। দুর্ঘটনার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১০৩২৩ এর তিন সংগঠন মিলেমিশে একাকার, নামছে বৃহত্তর আন্দোলনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। আমরা ১০,৩২৩ শিক্ষক সংগঠন, জাস্টিস ফর ১০,৩২৩ টিচার্স এবং এডহক ১০,৩২৩ শিক্ষক সংগঠন যৌথভাবে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ১০,৩২৩ গঠন করেছে। তিনটি সংগঠনের মধ্যে ৭ জন করে ২১ জনের কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী ৭ ডিসেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য গণঅবস্থানে বসতে চলেছে।

কারণ চাকরীচ্যুত শিক্ষকদের মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আগামী দু'মাসের মধ্যে স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করাতে তিনটি সংগঠন এক মঞ্চে এসে অনির্দিষ্টকালের জন্য কোন গণঅবস্থানে বসবে আগামী ৭ ডিসেম্বর থেকে যাতে সরকার চাপে পড়ে প্রতিশ্রুতি পালন করে।

অর্থাৎ সসম্মানে চাকরিরচ্যুত শিক্ষকদের চাকরির ব্যবস্থা করে এবং মৃত চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের পরিবারে একজনকে সরকারি চাকরি ব্যবস্থা করে। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান ডালিয়া দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিমল সাহা, অজয় দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

মিলেছে স্বাস্থ্য দফতরের সম্মতি, ৭ ডিসেম্বর থেকে খুলছে স্কুল-কলেজ

আগরতলা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.)।। স্কুল-কলেজ খোলার জন্য স্বাস্থ্য দফতরের অনুমতি মিলেছে। তাই ত্রিপুরায় ৭ ডিসেম্বর থেকে সরকারি বিদ্যালয়ে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণি এবং সরকারি ও বেসরকারি ডিগ্রি কলেজ, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় পুরোদমে খুলছে।

বুধবার শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানিয়েছেন, গত ২৬ নভেম্বর শিক্ষা দফতর ও উচ্চ পর্যায়ের কমিটির যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই বৈঠকে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্কুল, কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় খোলার বিষয়ে চূড়ান্ত আলোচনা হয়েছিল। তাতে উচ্চ পর্যায়ের কমিটির সকল সদস্য ১ ডিসেম্বর থেকে সরকারি বিদ্যালয়ে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণি এবং সমস্ত ডিগ্রি কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় পুরোদমে চালু করার পক্ষে সম্মতি দিয়েছিলেন। তবে করোনা-প্রকোপের কথা মাথায় রেখে শিক্ষা দফতর স্বাস্থ্য দফতরের কাছ থেকে এ বিষয়ে সম্মতি চেয়েছিল। অনুমতি পেতে সময় কিছুটা বেশি লেগেছে। তাই, ১ ডিসেম্বরের বদলে ৭ ডিসেম্বর থেকে দশম ও দ্বাদশে স্কুল এবং সমস্ত কলেজ পুরোদমে চালু করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় করোনা পরিস্থিতি এখন অনেকটা স্বাভাবিক। ভবিষ্যতে করোনা-র প্রকোপ বাড়লে নতুন করে বিবেচনা করা হবে।

তিনি জানিয়েছেন, এডিসি এলাকায় নেইবারহুড ক্লাস যথারীতি চলবে। তাছাড়া বিদ্যালয় এবং কলেজগুলির ক্ষেত্রে প্রধানশিক্ষক ও অধ্যক্ষরা পরিচালনগত সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে বিদ্যালয়ে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে আসার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সম্মতিপত্র বাধ্যতামূলক বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কলেজের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সম্মতিপত্রের প্রয়োজন নেই। কিন্তু স্কুল-কলেজে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির নয়া প্রদেশ প্রভারী বিনোদ সোনকর রাজ্য সফরে আসছেন ৫ই

আগরতলা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.)।। ভারতীয় জনতা পার্টির নয়া প্রদেশ প্রভারী বিনোদ কুমার সোনকর আগামী ৫ ডিসেম্বর দুদিনের সফরে ত্রিপুরায় আসছেন। দায়িত্বভার গ্রহণের পর এই প্রথম তিনি রাজ্য সফরে আসছেন। প্রস্তাবিত সফরসূচি অনুযায়ী আগামী ৫ ডিসেম্বর সকালে তিনি আগরতলা বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন। সেখানে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানাবেন পার্টির প্রদেশ নেতৃত্ব। পরে সুসজ্জিত মোটর সাইকেল রেলির মধ্য দিয়ে তিনি আগরতলা শহরে প্রবেশ করবেন।

এ-বিষয়ে বিজেপির প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য জানান, বিনোদ কুমার সোনকর মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে পুজো দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রিপুরায় তাঁর কর্মসূচির সূচনা করবেন। উদয়পুরে রাধাকিশোরপুর মণ্ডলের কার্যকর্তাদের সঙ্গে নাতিদীর্ঘ বার্তালাপের পর দুপুরেই তিনি আগরতলা প্রত্যাবর্তন করবেন। পরে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং পার্টির সভাপতি অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা সহ বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে নয়া প্রদেশ প্রভারীকে সংবর্ধিত করা হবে। ওই কার্যক্রম শেষে তিনি প্রদেশ কার্যালয়ে পার্টির কার্যকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হবেন।

নবেন্দুবাবু জানিয়েছেন, ৬ ডিসেম্বর ড় বিআর আম্বেদকরের তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে দুস্থদের মধ্যে বিনোদ সোনকর কম্বল বিতরণ করবেন। এদিনই নানা পর্যায়ে সংগঠনের বিভিন্ন পদাধিকারীদের সঙ্গে পর্যায়ক্রমিক বৈঠক শেষে বিকালে তাঁর দিল্লির উদ্দেশ্যে আগরতলা থেকে প্রস্থানের সূচি রয়েছে। আগরতলা থেকে ফিরে যাওয়ার আগে তিনি সাংবাদিকদের সম্বোধন করবেন বলে জানান নবেন্দু।

কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে সংহতি মিছিল আটটি বাম সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। দিল্লীতে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে আগরতলায় সংহতি মিছিল সংঘটিত করেছে আটটি বাম সংগঠন। বামপন্থী আটটি সংগঠনের সম্মিলিত মিছিল রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।দিল্লির কৃষক আন্দোলন ক সমর্থন জানিয়ে আগরতলায় আয়োজিত সম্মতি মিছিলে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর।মিছিলে অংশ নিয়ে সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর অভিযোগ করেছেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার সমান্তরালভাবে কৃষক এবং শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে প্রতারণার আশ্রয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রোহিঙ্গাদের দেদার অনুপ্রবেশ, বিএসএফকে সতর্ক থাকতে বললেন প্রাক্তন রাজ্যপাল

আগরতলা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.)।। পার্বত্য চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে রোহিঙ্গাদের ভারতে অনুপ্রবেশ নিয়ে ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এক টুইট বার্তায় অসম থেকে প্রকাশিত দৈনিক যুগশঙ্খ' পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, রোহিঙ্গা কট্টরপন্থী মুসলমানরা মায়ানমারে বুদ্ধিস্ট সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাঁর কথায়, বাংলা দৈনিক-এর প্রতিবেদন অনুসারে রোহিঙ্গারা পার্বত্য চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা সীমান্তের মাধ্যমে ভারতে প্রবেশ করছে। তাঁরা সকলেই কট্টরপন্থী মুসলমান যাদের মায়ানমার তাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ তারা বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্যও হুমকি তৈরি করেছিল। এজন্য বিএসএফ-এর অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, উদ্বেগ ব্যক্ত করে বলেন তিনি।

রোহিঙ্গারা এখন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্যও গভীর চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার-এর তথ্য অনুসারে, ভারত-বাংলা আন্তর্জাতিক সীমান্তে ১৩০ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে গত ১১ মাসে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৮৬ জন ভারতীয় এবং ৪৪ বাংলাদেশি নাগরিক রয়েছেন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় মোট ৮৫৬ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ইন্দো-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে। ওই সীমান্ত চারটি সেক্টর সদর দফতরের অধীনে ১৮টি বিএসএফ ব্যাটলিয়ান দ্বারা সুরক্ষিত রয়েছে। ইতিপূর্বেও ত্রিপুরা পুলিশ রোহিঙ্গা আটক করেছে।

গত ২৪ নভেম্বর আগরতলা-নয়াদিল্লি স্পেশাল রাজধানী এক্সপ্রেসের টিকিট পরীক্ষার সময় বদরপুর থেকে ট্রেনে চড়ে আসা ১৪ জন যাত্রীকে কোনও ভারতীয় নাগরিক হওয়ার আইনি দলিল বা পরিচয়পত্র না থাকার দরুন ট্রেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট শনাক্ত করেছিলেন। টিকিটের বিশদ তথ্য থেকে জানা যায়, তারা ভুয়ো নাম লিখিয়ে ট্রেনে সফর করছিল।

এছাড়া গত ২৮ নভেম্বর রেলওয়ে প্রটেকশন ফোর্স (আরপিএফ) নিউ জলপাইগুড়িতে ১৪ জন রোহিঙ্গাকে আটক করেছিল। জিজ্ঞাসাবাদে তারা সকলেই জানিয়েছে বাংলাদেশের কক্সবাজারের শরণার্থী শিবির থেকে পালিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। রোহিঙ্গা হিসেবে শনাক্ত হওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে জিআরপি মামলা নিয়ে আদালতে সোপর্দ করেছে। আদালত তাদের জেল হেফাজতে পাঠিয়ে দেয়। অন্যদিকে ২৯ নভেম্বর দক্ষিণ অসমের হাইলাকান্দি জেলার আলগাপুরে আট রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে পাঁচজন নাবালক রয়েছে।

এ সমস্ত বিক্ষিপ্ত ঘটনায় তথাগত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টাকার জন্য মৃতদেহ আটকে রাখল আইএলএস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরের অন্যতম বেসরকারি আইএলএস হাসপাতালের বিরুদ্ধে আবারো রোগীকে হাসপাতালে আটকে রাখার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে রোগীর পরিবারের লোকজন এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অন্যান্য রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে গোমতী জেলার উদয়পুরের রাজারবাগ এলাকার সুরেশ চন্দ্র সরকার নামে এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। রোগীর পরিবারের কাছ থেকে আইএলএস হাসপাতাল মোট ৪৪ লক্ষ টাকা দাবি করেছে।পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন যখন টাকার প্রয়োজন হয় তখন ঐ আইএলএস হাসপাতাল থেকে রোগীর পরিবারের লোকজনদের ফোন করা হতো। যথারীতি রোগীর পরিবার এর লোকজনরা টাকা মিটিয়ে দিয়েছেন।রোগীর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করা হলে তাদের কাছ থেকে কখনোই ভালো কোন উত্তর মিলছে না বলে তারা জানান। এমনকি রোগীর মৃত্যুর খবর পরিবারের লোকজনদের সঠিক সময়ে জানানো হয়নি।

মৃত্যুর পরে মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে রোগীর পরিবারের কাছ থেকে আরও টাকা-পয়সা দাবি করেছে আইএলএস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাতে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। পরিবারের লোকজনদের অভিযোগ রোগীর মৃত্যুর ঘটনা সঠিক সময়ে না জানিয়ে পরবর্তী সময়ে অধিক টাকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৭ ■ সংখ্যা ৫৬ ■ ৩ ডিসেম্বর ২০২০ইং ■ ১৭ অগ্রহায়ণ ■ বৃহস্পতিবার ■ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

মহিলারা বঞ্চনার শিকার

মহিলা ক্ষমতায়নের যুগেও মহিলারা তাহাদের ন্যায্য অধিকার ভোগ করিতে পারিতেছেন না।সংবিধান স্বীকৃত অধিকার আদায়ের জন্য মহিলাদেরকে লড়াই-সংগ্রাম করিতে হইতেছে। সত্যিকার অর্থে বর্তমান শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা কোন দিক দিয়াই পেছনে পরিয়াা নাই। কিন্তু সমাজ ব্যবস্থা আজও যেন নারীদের অবহেলার দৃষ্টিতে দেখিতেছে। নারীদের যোগ্য মর্যাদা দেওয়াা বর্তমান শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থাতেও লক্ষ্য করা যাইতেছে না। বর্তমান পরিসংখ্যানে যুগে যুগে বিশ্ব জুড়িয়া নারী অবদমনের সাক্ষ্যপ্রমাণ বহিতেছে। স্ব-অভিভাবকত্ব, সম্পত্তি, ভোটাধিকার থেকে উচ্চশিক্ষার অধিকারের অসম লড়াইয়ে বিশ্ব জুড়িয়া মেয়েদের শামিল হইতে হইয়াছে। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের মেয়েদের জন্মের অধিকারের যে লড়াই, তা সার্বিক ভাবে পৃথিবী জুর্ড়িয়া পরিলক্ষিত হয় না।

এশিয়া মানবাধিকার কমিশনের ২০১৬-র কন্যাভ্রূণহত্যা বিষয়ক প্রতিবেদনে, ভারতের অবস্থান চিনের পরেই। গবেষণা বলছে, ভারতে কন্যাভ্রূণহত্যার মূল কারণগুলি সামাজিক, কেবল অর্থনৈতিক নয়। মুশকিল হইল, যে বিপন্নতা মূলত অর্থনৈতিক কারণে, অর্থনীতির উন্নতি সাধনের মাধ্যমে তার নিরাময়ের আশা থাকে। কিন্তু যে সমস্যার মূলে আজন্মলালিত সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন, ঐতিহ্যের মর্যাদা নিয়ে তা এমন ভাবে সমাজবিশ্বাসে পরিণত হয়, তা থেকে মুক্তি দুরূহ। এ দেশে কন্যাভ্রূণহত্যা বিষয়ক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণাগুলি পুত্রসন্তানকে সম্পদ ও কন্যাসন্তানকে দায় হিসেবে গণ্য করিবার মানসিকতা দেখাইয়া

দেয়। যাহার কারণ লুকাইয়া আছে এ দেশে চলিয়া আসা নানা সমাজব্যবস্থায়। এমন একটি ব্যবস্থা হইল বিয়ের পর 'বাধ্যতামূলক ভাবে' মেয়েদের স্বামীর পরিবারে বা প্রচলিত কথায় শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার রীতি। 'বাধ্যতামূলক' শব্দটি উল্লেখের কারণ, আজ কর্মসূত্রে, উচ্চশিক্ষার্থে বা নানা কারণে বিপুল সংখ্যক দম্পতি ভিন্‌রাজ্যে বা দেশে বাস করিলেও বিয়ের পর মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে ওঠার রীতি বা বছরে এক বার বাড়ি ফিরিলেও বিবাহিত মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে থাকাই প্রচলিত। এমনকি একলা অশীতিপর, বিধবা বা বিপত্নীক মা-বাবার একমাত্র সন্তান হইলেও মেয়েদের শ্বশুরবাড়ির সংসারেই থাকিতে হয়। নিতান্ত আধুনিক শ্বশুরবাড়িতে উপরের বা নীচের তলার ফ্ল্যাটে বা পাশের পাড়ায় ঘর বাঁধতে হয়, সপ্তাহান্তে হাজিরা দিতে হয়। বিয়ের পর মেয়েদের এই বাধ্যতামূলক স্থানান্তরকরণের সমাজব্যবস্থা এক দিকে যেমন সংসারে মেয়েদের সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হওয়ার পথে বাধা, অন্য দিকে তা মেয়েদের যথাযোগ্য আর্থ-সামাজিক মর্যাদা রক্ষারও অন্তরায়। কন্যাসন্তানের বিয়ের পর তার শ্বশুরবাড়িতে স্থানান্তরকরণ ঘটিলে, পদবি ও গোত্র পরিবর্তন হইলে, সে অন্য পরিবারেরই অংশে পরিণত হয়। তার সন্তানও সেই পরিবারেরই সদস্য, ধারক ও বাহক হয়। একই ভাবে সামাজিক রীতিনীতি, পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান সবই সে পালন করিতে থাকে শ্বশুরবাড়ির প্রতিনিধি হিসেবে। ফলত, পিতৃপরিবারের বংশরক্ষায় মেয়েদের ভূমিকা থাকে না। তাই বংশরক্ষার তাগিদে পুত্রসন্তান-আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়। এই স্থানান্তরকরণ বৃদ্ধাবস্থায় মেয়েদের নিজেদের মা-বাবার দেখাশোনার বা দায়িত্ব নেওয়ারও পরিপন্থী। শ্বশুরবাড়িতে থাকার ও সেই পরিবারেরই সদস্য হওয়ার ফলে, তাহাদের দেখাশোনা করাই মেয়েদের প্রাথমিক দায়িত্ব হইয়াওঠে, অবস্থানজনিত নৈকট্য তাহা সহজতর করে। ঠিক বিপরীত মেরুতে বিবাহিত পুরুষ বৃদ্ধাবস্থায় তাহার পরিবারের সহায় হইয়া উঠিতে সক্ষম হয়। তাই বয়সকালের নিরাপত্তাজনিত কারণ ও সন্তানকে সারা জীবন কাছে পাওয়ার বাসনা, পুত্রসন্তান-আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া তোলে।

তৃতীয় বিষয়টি যৌতুক প্রথা। বিয়ের পর মেয়ে যাতে শ্বশুরবাড়িতে সুখে থাকে ও শ্বশুরবাড়ির বোঝা না হয়, সে জন্য শুরু হওয়া এই যৌতুক ব্যবস্থা কন্যাভ্রূণহত্যার অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়ায়।বিয়ের পর মেয়েরা শ্বশুরবাড়িরই সদস্য পরিগণিত হওয়ার ফলে, এক দিকে যেমন কর্মরতা মেয়েটির উপার্জন তার শ্বশুরবাড়িরই অংশ হইয়া দাঁড়ায়, তেমনই গৃহবধূ হইলে তাহার অবৈতনিক গার্হস্থশ্রমও শ্বশুরবাড়িরই কাজে আসে। ব্যাপারটা এমন, কন্যাসন্তান লালন-পালনের দায়িত্বটুকু তার পিতামাতার, কিন্তু তার বিনিময়ে যতটুকু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, সামাজিক সুরক্ষা ও সার্বিক সুখ, সবটাই তাহার শ্বশুর বাড়ির।

মানবসভ্যতার সার্বিক উত্তরণে উন্নত দেশগুলি এই পাকচক্র থেকে বেরিয়ে আসিতে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু দেশ সমাজব্যবস্থার ঐতিহ্যের তকমা এঁটে বয়ে চলে। এ দেশে শ্বশুরবাড়িকেই বিবাহিতা নারীর প্রকৃত বাসস্থান হিসেবে গণ্য করার বিষয়টিও তেমন। সময় ও অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভেবেই দেখিনি, বিবাহের পর নবদম্পতি হয়তো বা এই গতানুগতিকের বাইরে বেরিয়ে, যে পক্ষের পরিবারে প্রয়োজন বেশি সেই স্থানটিকে বাছিয়া নিতে পারে। অথবা আজকের দিনের উন্নত দেশগুলির মতো গড়িয়া তুলিতে পারে নিজের ঘর, নিজস্ব সংসার। তবে নিজস্ব সংসার গড়িতে গেলে চাই অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, যার নির্দিষ্ট কোনও সময়সীমা হয় না এবং ব্যক্তিবিশেষে যা ভিন্ন। সে ক্ষেত্রে স্বনির্ভর না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিকে সময় দিতে হইবে। ত্রিশ বছর বয়স হলেই আত্মীয় বা প্রতিবেশীর মেয়েটির কেন এখনও বিয়ে হল না, সেই পরচর্চা থেকে বিরত হতে হবে। তড়িঘড়ি করে শুধু সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মের প্রতি আনুগত্যে নয়, বিয়ের ভিত্তি হইতে হইবে সখ্যের, প্রেমের। এতে তরুণ-তরুণীর স্বনির্ভর হওয়ার তাগিদ তৈরি হইবে, বেকার ছেলেদের শুধু সম্পত্তির লোভে পিতৃগৃহে বাস করে, বৃদ্ধ পিতামাতার উপর অত্যাচারের ঘনঘটা কমিবে।এই পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তিগত ও সরকারি প্রচেষ্টা, দুই-ই প্রয়োজন। এক দিকে যেমন ব্যক্তি-মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি, অন্য দিকে সরকারি উদ্যোগকে শুধু নারীর সম অধিকার আইন বা 'বেটি বচাও, বেটি পড়াও' নীতিতে আটকে রাখিলে চলিবে না। নারীর অবক্ষয়ের সামাজিক কারণগুলিকে মূল স্তর থেকে বুঝিতে হইবে। কাজটি দেশের কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকেই শুরু করিতে হইবে। গাছের গোড়া কাটিয়া জল ঢালিলে প্রকৃত সমস্যার সমাধান কোনদিনও হইবে না। সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তরিক হইতে হইবে। আন্তরিকতায় প্রকৃতপক্ষেযে সে কোন সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায়।

১৪ ডিসেম্বর রামবিলাসের আসনে ভোট, মনোনয়ন জমা সুশীলের

পাটনা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রয়াত রামবিলাস পাসোয়ানের শূন্য আসনে ভোট হবে আগামী ১৪ ডিসেম্বর। ওই রাজ্যসভা আসনের উপ-নির্বাচনে এনডিএ-র পক্ষ থেকে প্রার্থী করা হয়েছে বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সুশীল মোদীকে। বুধবার রামবিলাসের আসনে উপ-নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দিয়েছেন সুশীল মোদী। মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় সুশীল মোদীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী এবং জেডি (ইউ) প্রধান নীতীশ কুমার। নীতীশ কুমার জানিয়েছেন, ”সুশীল মোদীজির উপর আমাদের পূর্ণ সমর্থ রয়েছে।”

আগামী ১৪ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ভোট দিতে পারবেন ভোটাররা। ওইদিন বিকেল পাঁচটা থেকে ভোট গণনা শুরু হবে। ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত মনোনয়ন জমা দিতে পারবেন আগ্রহীরা। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ৭ ডিসেম্বর। তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাসের প্রয়াণে আসনটি ৮ অক্টোবর থেকে খালি রয়েছে। বিহারের রাজ্যসভার ওই আসনের মেয়াদ শেষ হবে ২০২৪ সালের ২ এপ্রিল।

বিজেপি'র সর্বভারতীয় কমিটিতে মুকুল রায় স্থান পেলেও রাজ্যস্তরে তিনি গুরুত্ব পাবেন কি?

বরুণ দাস

সবটাই হয়ত বা লোকদেখানো পদক্ষেপ। কিম্বা বলা যায় চূড়ান্ত রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয়। কিন্তু বিজেপি'র মতো একটি ক্যাডারভিত্তিক সংঘবদ্ধ দলে এমন অপরিপক্ক সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত? যাঁরা দু'দফায় দেশের শাসন ক্ষমতার হাল ধরে বসে আছেন, তাঁদের কোনোভাবেই হেয় করা যায় কি? রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অগাধ জলে ফেলে বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এমন কিছু তড়িঘড়ি সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নিলেন যাতে তাঁদের রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে না।

আপাতদৃষ্টিতে এমনটা মনে হলেও এর পিছনে লুকিয়ে আছে সম্ভবত এখ গভীর রাজনৈতিক খেলা। যা আমাদের মতো আমজনতার সাদা চোখে ধরা পড়ে না। আমরা বিজেপি'র 'ভুল' ধরেই নিজেদের মধ্যে মাতামাতি করব আর অন্যদিকে বিজেপি তার রাজনৈতিক খেলা চালিয়ে যাবে নিঃশব্দে। যেমন ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে তাঁরা এই বাংলা থেকে ১৮টি আসন ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। যা নাকি 'মা মাটি ও মানুষে'এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকা খোদ তৃণমূলনেত্রীও তিলমাত্র বুঝতে পারেননি। রাজ্যের নির্বাচনী স্রোত কোনদিকে বইছে।

যখন তিনি সবটা বুঝলেন, তখন দিল্লির পথে পা বাড়িয়েছেন বিজেপি'র ওই নবনির্বাচিত ১৮ সাংসদ। চৌবাচ্চা থেকে ছেঁকে মাছ তোলার মতো আর কী! ভোটকুশলী রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেসও হার মানতে বাধ্য হয়েছিল বিজেপি'র কাছে। তৃণমূল নেত্রীর প্রথমে অবজ্ঞা এবং পরে বেপরোয়া মাসিকতাই (৪২-এ ৪২) বিজেপিকে সেবার জয়ের পথ সহজ ও সুগম করে দিয়েছিল। ২০২১ -এর বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যবাসীর জন্য কোন চমক অপেক্ষা করে আছে তা অবশ্য কেউ জানেন না। তৃণমূলের ভোটকুশলী পিকে জানেন কিনা। অনেকেই ভাবছেন বিজেপি বাংলা দলের অভিজ্ঞ রাজনৈতিক রাহুল সিনহার মতো পুরনো নেতাকে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে কেন সরিয়ে দেওয়া হল তা রীতিমতো রহস্যময়। যদিও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের মতো গালভার পদ হলেও রাহুল সিনহার কাজের কাজ কিছু ছিল না। তবুও দলে সর্বভারতীয় পদ বলে কথা। যা দলের প্রয় প্রবীণ নেতা রাহুল সিনহাকে রাজ্যস্তরে কিছুটা 'ওজনদার' করে তুলেছিল। অন্তত তাঁর পুরনো দলীয় সহকর্মীদের ভাবমূর্তি ধরে রাখা যায় না।

অভিজ্ঞ রাহুল সিনগার জায়গায় রাজনীতিতে একেবারেই অনপড় অনুপম হাজরা। রাজনীতিতে যাঁর কোনোরকম সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা কিংবা দক্ষতা কোনোটাই নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে একবার লোকসভার নির্বাচনে জয়ী হওয়া ছাড়া তাঁর আর কোনো রাজনৈতিক যোগ্যতাই নেই। বিশ্বভারতীর মতো ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই প্রাক্তন অধ্যাপক কেন যে দলীয় রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন তা কিন্তু আমাদের অনেকের কাছেই রীতিমতো রহস্যময় ব্যাপার। তাঁকে নিয়ে রাজনৈতিক দলের উৎসাহের কারণ ও অজানা।

তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত ভোটকুশলী (অনেকে যদিও তাঁকে চাণক্যের সঙ্গে তুলনা করেন। এটা চাণক্যকে অপমান করা হয়) মুকুল রায়ের বিজেপিতে যোগ দেওয়াটা কেমন যেন রহস্যময়। যদিও এছাড়া তাঁর সামনে অন্য কোনো উপায়ও ছিল না সম্ভবত। কারণ সারদা-নারদা নিয়ে যেভাবে টানাটানি হচ্ছিল। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই ও আর্থিক দুর্নীতিদমন শাখা ইউ'র কাছে তাঁর হেনস্থা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল প্রবল। তাতে তাঁর রাজনৈতিক জীবন বা ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়াত তা অনেকেরই অজানা ছিল।

তাই বিজেপিতে প্রাপ্য গুরুত্ব পাবেন না জেনেও তাঁকে ওই দলেরই নিরাপদ 'আশ্রয়' নিতে হয়েছিল। দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা ছিল না তাঁর দ্বসামনে। রাজ্য কিম্বা জাতীয় স্তরের কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁকে কোনোভাবেই বাঁচাতে পারবে না। সেদিকে থেকে তাঁর সেদিনের বিজেপিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত বোধহয় সঠিক ছিল। সিবিআই-ইউ-র হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোটাই ছিল তখন তাঁর প্রধান কাজ। সেই কাজই তিনি করেছিলেন। তা না হলে জেল-হাজতবাসের সম্ভাবনা ছিল প্রবল। রাজনৈতিক লম্বা জীবনটাকে আর এভাবে নষ্ট করতে চায়?

বিজেপি'র বাস্তবচিত্রে দেখা গেছে, অন্যদল থেকে আগত ব্যক্তিরা বিজেপিতে বি-টিমের সদস্য হিসেবে ব্যবহৃত হন। রিজার্ভ বেঞ্চে বসে দিন কাটান। মুকুল রায়ও ওই বি-টিমের সদস্য হিসাবেই রিজার্ভ বেঞ্চে ছিলেন এবং এখনও আছেন। যেমন আছেন কলকাতার প্রাক্তন তৃণমূল মেয়ের শোভন চট্টোপাধ্যায়, তাঁর প্রিয়বান্ধবী অধ্যাপিকা বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় , বিধাননগর পৌরনিগমের মুকুল -ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্ত, সিপিএম থেকে আসা লক্ষ্মণ শেঠ (পরে বেরিয়ে অন্য সংগঠন করে) সহ অন্য আরো যাঁরা বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন।

> সর্বভারতীয় সহ সভাপতির পদ পেয়েও প্রাজ্ঞ রাজনীতিক মুকুল রায় কিন্তু তেমন আপ্লুত নন। সৌজন্যবশত যতটুকু উচ্ছ্বাস দেখানো দরকার, তার বাইরে তিনি একটি কথাও উচ্চারণ করছেন না। তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, তিনি নিজেও জানেন না যে, রাজ্যে তাঁর দায়িত্ব কী বা কতটা? পুরুলিয়ায় এক প্রকাশ্য দলীয় সভাতেও তিনি একই কথা উচ্চারণ করেছেন। যিনি নিজেই তাঁর রাজনৈতিক দায়িত্ব নিয়ে রীতিমতো ধোঁয়াশার মধ্যে, তিনি নিজের রাজ্যে সাংগঠনিক কিম্বা নির্বাচনী কাজ করবেন কীভাবে?

এখন প্রশ্ন হল, দলে যদি গুরুত্বই না দেওয়া হবে তো দলে নেওয়া কেন? কেন দলীয় কাজে লাগানো হচ্ছে না তাঁদের? তার কারণ সম্ভবদ দলছুটদের রিজার্ভ বেঞ্চে বসিয়ে রেখে সংশ্লিষ্ট দলটিকে বিড়ম্বনার মধ্যে রাখা এক নতুন চাল। সিপিএমের মতো বিজেপিও ক্যাডারভিত্তিক দল। সেখানে দলছুটদের যাঁকে-তাঁকে দলীয় পদে বসানো সাংগঠনিক রীতি নয়। তাই মুকুল রায়, শোভন চট্টোপাধ্যায়, সব্যসাচী দত্ত, লক্ষ্মণ শেঠদের মতো ওজনদার নেতাদের রিজার্ভ বেঞ্চে স্থান হয়। সম্প্রতি মুকুল রায়কে দলের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি করা হয়েছে ভেবে অন্যরা বেশ পুলকিত হলেও মুকুল রায় কিন্তু নিজে সেভাবে উৎসাহিত নন। কেন নন? অভিজ্ঞ রাজনীতিক হিসেবে তিনি ভালো করেই জানেন, দলে সর্বভারতীয় সহ সভাপতি পদের রাজনৈতিক গুরুত্ব কতখানি? গালভরা পদ, কিন্তু সাংগঠনিক ক্ষমতা যাকে বলে প্রায় শূন্য। যেমন প্রাক্তন সাংসদ অনুপম হাজরার আগে সর্বভারতীয় সাধাণণ সম্পাদক হিসেবে রাহুল সিনহা ছিলেন। তবুও পদ তো। কিন্তু মুকুল রায়ের মতো মানুষেরা শুধু পদে খুশি হতে পারেন না। কাজ চান।

আরো গোদা বাংলায় বললে বলতে হয়, তিনি বাংলায় রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে চান। তাঁর প্রাক্তন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ জানিয়ে টেক্কা দিতে চান। সে গুড়ে অবশ্য বালি। কেননা বিজেপিতে সর্বভারতীয় সহ সভাপতির পদে থেকে নিজের রাজ্যে তিনি কাজ করতে পারবেন না। অন্য রাজ্যের হয়ে কাজ করতে পারবেন। দলের এই সাংগঠনিক বিধিনিষেধকে তিনি অতিক্রম করবেন কীভাবে? তাই রাজ্যে কোনো রাজনৈতিক কাজ নয়, গালভরা দলীয় পদ নিয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

তাই দলে সর্বভারতীয় সহ সভাপতির পদ পেয়েও প্রাজ্ঞ রাজনীতিক মুকুল রায় কিন্তু তেমন আপ্লুত নন। সৌজন্যবশত যতটুকু উচ্ছ্বাস দেখানো দরকার, তার বাইরে তিনি একটি কথাও উচ্চারণ করছেন না। তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, তিনি নিজেও জানেন না যে, রাজ্যের তাঁর দায়িত্ব কী বা কতটা? পুরুলিয়ায় এক প্রকাশ্য দলীয় সভাতেও তিনি একই কথা উচ্চারণ করেছেন। যিনি নিজেই তাঁর রাজনৈতিক দায়িত্ব নিয়ে রীতিমতো ধোঁয়াশার মধ্যে, তিনি নিজের রাজ্যে সাংগঠনিক কিম্বা নির্বাচনী কাজ করবেন কীভাবে?

দলের রাজ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত দিলীপ ঘোষও আন্তরিকভাবে চান না যে, সারদা -নারদা কাণ্ড খ্যাত প্রাক্তন তৃণমূলী কুমুল রায়ও নিজের রাজ্যে রাজনৈতিক কাজকর্ম করুন। তাই তিনি দলের মুকুল রায়ের এই আলংকারিক 'পদ পাওয়া'র পিছনে তাঁর অবদানই বা কটা তা হয়ত পরে জানা যাবে। তবে দিলীপ ঘোষ-বিরোধীদের অনেকেই তো ইতিমধ্যে বলা শুরু করেছেন, দিল্লিতে কলকাঠি যা নাড়ার তা নেড়েছেন দিলীপ ঘোষই। সাপও মরল , লাঠিও ভাঙল না—এই সাবেকী নীতিই প্রয়োগ করেছেন দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব।

কেন শ্রীযুক্ত দিলীপ ঘোষ অ্যান্ড কোম্পানির এই 'কলকাঠি যা নাড়ার' প্রাণপণ প্রচেষ্টা? আসলে বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও তঁরা অনুগত টিম মনেপ্রাণে চান না তৃণমূলী সেকেন্ড ইন কম্যান্ড মুকুল রায় এই রাজ্যে তাঁর প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠুন। কারণ মুকুল রায় একবার বিজেপি'র রাজ্যদলে সাংগঠনিক দায়িত্ব পেলে শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মরণকামড় (পড়ুন উচিত শিক্ষা) দেবেনই। তিনি প্রমাণ করে ছাড়বেন তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী সর্বাথেই ভুল করেছিলেন। কিন্তু বিজেপিতে থেকে তেমন কোনো সুযোগ তিনি পাবেন বলে মনে হয় না। রাজ্য দলে তাঁকে দিলীপ ঘোষেরা তেমন কোনো সুযোগেই দেবেন না। তাতে দলের ক্ষতি হলেও আপত্তি নেই। ভোটকুশলী মুকুল রায় একবার ময়দানে নামলে দিলীপ ঘোষের রাজনৈতিক গুরুত্ব কমে যাবে, এই সম্ভাব্য আশঙ্কাই তাঁকে ঘিরে রেখেছে। তাই কোনো মতেই মুকুল রায়কে তিনি রাজ্যে ভোটের ময়দানে নামতে দেবেন না। তিনি একাই একশো—এই চূড়ান্ত ভ্রান্ত মানসিকতাই ভীষণভাবে কাজ করছে দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের মধ্যে।

আসলে এক ধরনের 'রাজনৈতিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন শ্রীযুক্ত দিলীপ ঘোষ মহাশয়। রাজ্যে তাঁর সভাপতির আসন কোনোভাবেই টলে যাক, এটা কোনোমতেই হতে দেবেন না তিনি। তাতে দলের জয়ের পথ (২০২১০এর বিধানসভা নির্বাচন) রুদ্ধ হলেও তিনি তা অক্লেশে মেনে নেবেন। কারো কারো কাছে অনেক বড় হয়ে দেখা দেয়। আসলে অনেকের কাছেই পদের মোহ বড় হয়ে ওঠে কখনো কখনো। বলা বাহুল্য, ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার জন্য তাই দলীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতেও ফিচপা নন অনেকে।

অনেকেই হয়তবা কমবেশি জানেন শ্রীযুক্ত দিলীপ ঘোষ আরএসএসের প্রচারক (আন্দামানের দায়িত্বে ছিলেন) থেকে রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি'র রাজ্য কমিটির সভাপতি হয়েছে। বিজেপি'র রাজ্য দলের মধ্যেই তাঁর তেমন কোনো পরিচিতিই ছিল না। কেউ জানতেনই না তাঁর নান। সভাপতি হয়ে হঠাৎই প্রচারের আলোয় চলে আসায় তা ধরে রাখতে তিনি এখন বদ্ধপরিকর। বিশেষ করে দলীয় সংগঠক হিসেবে কতটা না, তার চেয়ে বেশি মিডিয়ার সামনে নানা সময়ে উদ্ভট ও গরমাগরম সব কথাবার্তা বলে তিনি প্রচারের আলোয় এসেছেন।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বাংলা থেকে ১৮টি আসন পাওয়ার পর তাঁর রাজনৈতিক গুরুত্বও অনেকটা বেড়ে গেছে দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের কাছে। কেউ আর খুঁটিয়ে দেখেননি কেন এবং কীভাবে দলের এই অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি। কতটা বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, কতটা তৃণমূল ছেড়ে আসা মুকুল রায়ের অবদান আর কতটাই বা বর্তমান শাসকদলের অহংকার কিংবা আত্মতুষ্টির ফসল (বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশ)। মুকুল রায়কে বাদ দিয়ে বাংলায় বিজেপি'র জয়ের আশ কতটা বাস্তবোচিত তা ভেবে দেখার বিষয়। (সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

গুপ্ত সখ্য

পবিত্র সরকার

জগদীশ গুপ্ত—এই একজন বিরল লেখক, যাঁর লঘুগুরু উপন্যাসের সমালোচনা লিখেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, পরিচয় পত্রিকায়। তিনি লেখকের রচনা নৈপুণ্য স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু তাঁর বাস্তবের ধারণাকে অনুমোদন করেননি। রবীন্দ্রনাথের মতে ওটা ছিল তাড়ীখানার সস্তা সাহিত্য। এই মানুষটিও বোলপুরে দীর্ঘদিন কাটানো সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেননি, ওই উপন্যাসটি যদিও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর কাছে। জানি না তাঁর সাদামাটা নিম্নমধ্যবিত্ত জীবন জীবিকার ফলে জাত হীনমন্যতা বা তার প্রতিক্রিয়া জাত অহমিকা এর জন্য দায়ী কি না।

অভিভক্ত বাংলার ফরিদপুরের মেঘচারামি গ্রামের সন্তান, কিন্তু কুষ্টিয়ার আদালতের অইনজীবী কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত (পরে 'চন্দ্র' আর 'সেন' এর দুটি অংশ তাঁর নাম থেকে তিনি বর্জন করেন।) ছাত্রজীবন অনুজ্জ্বল, ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত তাঁর শিক্ষা। তারপর সিউড়ি আদালত, ওড়িশার সম্বলপুরে এগ্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিস, পাটনা হাই কোর্ট আর বোলপুর চৌকি আদালতে স্তায়ী আর অস্থায়ী টাইপিস্টের সামান্য কাজে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে—যে জীবিকা তখনকার সমাজেও খুব সম্রান্ত বলে গণ্য হত না। তাই তিনি প্রচুর লিখলেও কোনও লেখক সমাবেশ তাঁর উপস্থিতি বা অংশগ্রহণের কথা কদাচিৎ পাই। কল্লোল এ তাঁর লেখা সমাদরে মুদ্রিত হয়েছে, কিন্তু কল্লোল অফিসে গিয়ে তিনি তাঁদের আড্ডায় কোনও দিনই যোগ দেননি। চিরকাল তিনি একটু নিঃশঙ্গ আর একাচোরা গোছের মানুষ ছিলেন। যদিও তখনকার ভারতী ইত্তরা কল্লোল, কালি কলম ভারতবর্ষ ইত্যাদি নামী পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর স্ত্রী চারুবালা গুপ্তর কথা থেকে জানা যায়, একমাত্র গানবাজনার সঙ্গ তাঁর ভাল লাগত, তিনি নিজে হারমোনিয়াম, এসরাজ, বাঁশি আর বেহালা বাজাতে পারতেন। তিনি কবিতাও লিখতেন, কবিতার বই সম্ভবত একটিই বেরিয়েছিল—অক্ষরা যদিও বিষাক্ত বন্দর আর কশ্যপ ও সুরভি নামেও দুটি কাব্যগ্রন্থের উল্লেখ আমরা পাচ্ছি।

প্রত্যেক সাহিত্যের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, তার ধারাবাহিকতায় নানা ভাঙচুর আর উত্থাপনত ঘটে। তার মধ্যেই ধারাটা থিতোয় এবং সাহিত্য একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য ধরে এগোয়, নিজেকে বিস্তার করতে করতে। উনিশ শতকে যখন সাহিত্যে গদ্য ব্যবহৃত হতে শুরু হল, এবং পশ্চিম দেশের গল্প উপন্যাসের ছাঁচ নিয়ে বাংলা গল্প উপন্যাস লেখা শুরু হল তখন আমরা ভাবতেই পারি যে, বঙ্কিমচন্দ্র বেশ গুছিয়ে দিলেন আমাদের কথাসাহিত্যের জায়গাটা, তারপর এলেন রবীন্দ্রনাথ, তারপর শরৎচন্দ্র---এই ভাবে বাংলা সাহিত্য, অন্তত কথাসাহিত্য বেশ নদীর মতো ক্রমশ চওড়া হয়েছে। পাশাপাশি খ্যাত অখ্যাত যাঁরা সাহিত্য রচনা করেছেন, তাঁর াসকলেই বিখ্যাতদের অনুসরণ করেছেন—বঙ্কিচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রকে অন্ত খুব বেশি আলাদা হওয়ার চেষ্টা করেননি। এভাবেই বাংলা সাহিত্য এগিয়ে চলেছে।

অবশ্যই তা হয়নি। সাহিত্যের এই ধারায় নানা উলটোপালটা ঢেউ তৈরি হয়েছে কখনও কখনও। বঙ্কিচন্দ্রে সময়েই সময়েই (ধরা যাক, ১৮৭৪-১৮৯৪) শুরু হয়েছিল একটি তীব্র বঙ্কিম বিরোধী ধাবা, যার মুখ্য প্রবক্ত ছিলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১) আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন অন্তত আরও তিনজন গুরুত্বপূর্ণ আখ্যান রচয়িতা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১), যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু(১৮৫৪-১৯০৫) আর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯)।তারকনাথ তাঁর স্বর্ণলতা (১৮৭৪)-তে বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সের রাস্তাকে প্রায় সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, অন্যরাও ইতিহাসের রোমান্সের সরণিতে হাঁটেননি, যদিও সবাই যে তৎকালীন বাস্তবে আটকে ছিলেন তা নয়। উনিশ শতকে কথাসাহিত্যের এই দ্বান্দ্বিক ভাব-সংঘাত রবীন্দ্রনাথকেও আলোড়িত করেছিল, 'নষ্টনীড়'-সহ একাধিক গল্পে তার প্রমাণ আছে। তবু ওই চারজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখককে, অনেক সময় প্রতিষ্ঠান বিরোধী (বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সেই প্রতিষ্ঠান) হওয়ার জন্যই একটু পার্শ্বিকতায় সরিয়ে রাখা হয়। যেন তাঁরা আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে কিছুটা বেখাপ্পা অস্তিত্ব।

রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রের পরিপূর্ণ এবং প্রায় সর্বগ্রাসী উজ্জ্বলতার সময়ে কল্লোল-এর কোলাহল সত্ত্বেও, জগদীশ গুপ্ত এই রকম একটি বেখাপ্পা অস্তিত্ব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে। আমাদের সাহিত্যের স্বাদুপথ্যবিলাসী পাঠককুল তাঁকে কখনওই পুরোপুরি হজম করতে পারেনি, বরং তিনি বেশ কিছুটা পার্শ্বিকতায় নির্বাসিত হয়ে আছেন। আগে উনিশ শতকের যেসব লেখকের কথা বলেছি, তাঁরা নানাভাবে কিছুটা জনপ্রিয়তাও পেয়েছিলেন, কিন্তু জগদীশ গুপ্ত সেই জনপ্রিয়তাও পাননি। ফলে তাঁকে বাংলা সাহিত্যেরে এক পরাজিত নায়কের মতো মনে হয়— যাঁর নিজের সময় তাঁর কদর বোঝেনি, অনেক পরে তাঁর মহত্ত্ব আবিষ্কার করেছে, কিন্তু তা সীমাবদ্ধ আছে মুষ্ঠিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সাধারণ পাঠকের সমাদরের আওতায় গিয়ে পৌঁছয়নি। এরকম বঞ্চনা খুব কম বাঙালি লেখকের জুটেছে। দারিদ্রের সংসারে একটি ভারত সরকারের সাহিত্যবৃত্তি জুটেছিল ১৫০ টাকার, তাও পরে কমে ৭৫ টাক হয়—এমন খবর পেয়ে বিস্ময় জাগে।

কিন্তু তাঁর কবিতার জন্য তিনি আমাদের মনোযোগ টানেন না, মনোযোগ টানেন তাঁর গল্প আর উপন্যাসের জন্য। বস্তুতপক্ষে কথাসাহিত্যকার হিসাবে তিনি মনস্ক পাঠকের যে সম্ভ্রম পরবর্তীকালে আদায় করেছেন, সেখানে তাঁর কবিতার বিশেষ কোনও বূমিকা নেই। আটটির মতো গল্পগ্রান্থে প্রায় ১২৫টি গল্প লিখেন তিনি, অগ্রন্থিত গল্পও থাকতে পারে। গল্পগ্রন্থগুলি হল, 'বিনোদিনী', 'রূপের বাহিরে', 'শ্রীমতি', 'উদয়রেখা', 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী', 'মেষাবৃত্ত অশনি', 'পাইক শ্রী মিহির প্রামাণিক'। পরে তাঁর স্বনির্বাচিত গল্প প্রকাশিত হয়। উপন্যাস তিরিশ থেকে পঞ্চাশের বছরগুলির মধ্যে ছ'টি অসাধু সিদ্ধার্থ, 'লঘুগুরু', 'দুলালের দোলা', 'রোমন্থন, নিয়েধের পটভূমিকায়, কলঙ্কিত তীর্থ। কিন্তু উৎপাদিত রচনার সংখ্যার বেশি কম জগদীশ গুপ্তর ক্ষেত্রে কোনও বিবেচনাই নয়। সাহিত্যে যাঁরা গতানুতিকের বাইরে অন্য কিছু খোঁজেন, তাঁদের কাচে জগদীশ গুপ্তর আকর্ষণের মূল ভিত্তি হল তাঁর বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভাষাবয়ানের অভিনবত্ব। বিষয়বস্তুর চেয়েও দৃষ্টিভঙ্গির অভিনত্বটিই গুরুত্বপূর্ণ কারণ দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর বিষয়বস্তুকে নির্বাচন, নির্মাণ আর নিয়ন্ত্রণ করে।

সকলেই এই বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটা সাদা কথা বলেছেন, বলেছেন যে তা মূলত নেতিবাচক, এবং সজনীকান্ত দাসের ভাষায় জগদীশ গুপ্তর মনের মধ্যে যে একটা জটিল গ্রন্থি ছিল সেই জটিলতা তাঁর আখ্যানবয়নে নিয়মিত প্রকাশ পেয়েছে। নইলে এরকম একটি আখ্যান কি ভাষা যায় যে, আটারো কলার একটি গল্পে চাষি গেরস্থ বেণুকর মণ্ডল তার চার বছরের স্ত্রী, এখন উনিশ বছরের নিবিড় যৌবনা জানকীকে যখন জানায় যে, তার মধ্যে মেয়েদের ছলাকলার অভাবে সে হতাশ, তখন জানকী জমিতে গিয়ে মাটির নীচে একটি জ্যান্ত মাগুর মাছ পুঁতে আসে, সেদিন বেণুকরের লাঙল সেই মাগুর মাছটি ওঠে, সে বাড়িতে এনে সেটি জানকীকে রাঁধতে দেয়, জানকী তাঁর রাঁধেও, কিন্তু স্বামীকে খেতে দেওয়ার সময় সে বলে মাগুর মাছটাছ বেণুকরের কল্পনা।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রয়াত রীতা কর মজুমদারের উদ্দেশ্যে সম্মর সভার আয়োজন করা হয় বুধবার আগরতলায়। ছবি- নিজস্ব।

দিল্লিতে কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে শিলচরে সংহতি মিছিল বাম সংগঠনের

শিলচর (অসম), ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : দিল্লিতে চলমান কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে বুধবার শিলচরে সংহতি মিছিল করেছে বামপন্থী কয়েকটি সংগঠন। বাম ছাত্র-যুব সংগঠন যথাক্রমে এআইডিএসও, ডিওয়াইএফআই, এআইডিওয়াইও, এআইএসবি এবং এনআইএসএ যৌথভাবে দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে আজ শিলচরে সংহতি মিছিল সংগঠিত করেছে।
বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠনের কর্মীরা বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ অম্বিকাপট্টি পয়েন্ট থেকে কৃষক বিরোধী কৃষি আইন বাতিল করা, কৃষক আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশি নির্যাতন বন্ধ করা ইত্যাদি স্লোগান দিতে দিতে প্রেমতলা, শিলংপট্টি, পার্করোড হয়ে জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন। সেখানেও দীর্ঘ সময় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বক্তব্য পেশ করেন ডিওয়াইএফআই-এর অভিজিৎ গুপ্ত, এআইডিএসও-র গৌরচন্দ্র দাস, এনআইএসএ-র প্রজ্ঞা অন্বেষা, এআইএসবিএ-র আকাশ দাস এবং বাম ছাত্র-যুব সংগঠনের যৌথমঞ্চের পক্ষে হিল্লোল ভট্টাচার্য।
বক্তব্যে ক্ষোভ ব্যক্ত করে তাঁরা বলেন, কর্পোরেটদের হাতে কৃষি খণ্ডকে তুলে দিতে কৃষি আইনে সংশোধন করা হয়েছে। তাই কৃষকরা কৃষি আইনের বিরুদ্ধে দিল্লির তীব্র ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে সেখানে প্রতিবাদ জানাতে জমায়েত হয়েছেন। অথচ দেশের কর্পোরেট ও মুনাফাখোরদের স্বার্থ রক্ষাকারী বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের ন্যায্য দাবিকে গুরুত্ব না দিয়ে দমনমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে।
কিন্তু দেশের কৃষক সমাজ প্রশাসনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে দিল্লির রাজপথে অবস্থান করছেন। অভূতপূর্ব এই আন্দোলন আজ গোটা দেশের মানুষের বিবেককে নাড়া দিচ্ছে।
দেশের বিভিন্ন স্থানে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে ও কৃষক বিরোধী তিনটি কৃষি বিল বাতিলের দাবিতে ছাত্র-যুব সংগঠনের কর্মীরাও মাঠে নেমেছেন। শিলচরেও তাই কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে ও কৃষক বিরোধী তিনটি আইন বাতিলের দাবিতে ছাত্র-যুবরা পথে নেমেছেন এবং বিল প্রত্যাহার না হলে পরবর্তীতে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে ঘোষণা করেন।
বক্তারা ছাড়াও মিছিলে পা মিলিয়েছেন এআইডিওয়াইও-র জেলা সম্পাদক বিজিত কুমার সিংহ, সারা ভারত কৃষক সভার কাছাড় জেলা সম্পাদক সুভাষ দাস, ডিওয়াইএফআই-এর সারস্বত মালাকার, এআইডিএসও-র পল্লব ভট্টাচার্য, কবি ও লেখক তমোজিৎ সাহা, আইনজীবী ও মানবাধিকার আন্দোলনের সংগঠক তানিয়া লস্কর, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সারওয়ার জাহান লস্কর এবং এএসএ ইসলামুল হক লস্কর, আপনলাল দাস, হিল্লোল ভট্টাচার্য প্রমুখ।

ইউটিউব এর মাধ্যমে বাড়িতে বসেই আইএনএস বিক্রমাদিত্য দেখতে পারবে ভারতবাসী

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি. স.): ভারতের এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার আইএনএস বিক্রমাদিত্য মধ্যেই করোনা সঙ্কটকালে নৌসেনা দিবস উদযাপন করা হবে। নৌবাহিনীর ইউটিউব এর মাধ্যমে গোটা দেশবাসী নিজের স্মার্টফোন বা কম্পিউটারের মধ্যে দিয়ে আইএনএস বিক্রমাদিত্য ভার্চুয়াল টুর করতে পারবে। ২০২১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের ৫০ বছর পূর্ণ হবে। ফলে এই বছরের ডিসেম্বর থেকেই ভারতের বায়ুসেনা, স্থলসেনা, নৌবাহিনী " স্বর্ণ বিজয় বর্ষ " উদযাপন করবে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের যুদ্ধ জয়কে স্মরণীয় করে রাখতে প্রতিবছর ৪ ডিসেম্বর ভারতীয় নৌবাহিনী নৌসেনা দিবস উদযাপন করে থাকে। এই উপলক্ষে প্রতিবছর ভারতীয় নৌবাহিনী নিজেদের শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজগুলি মধ্যে একটি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয় কয়েক দিনের জন্য। নৌবাহিনী সম্পর্কে ভারতের সাধারণ মানুষ যাতে অবগত হতে পারে সেই লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয় প্রতিবছর। কিন্তু এবার করোনা সংকটের জন্য এমনটা হচ্ছে না। ফলে ইউটিউব এর মাধ্যমেই আইএনএস বিক্রমাদিত্য ভার্চুয়াল ট্যুর করতে পারবে দেশের সাধারণ মানুষ। নৌবাহিনী ইউটিউব চ্যানেল থেকে সম্প্রচারিত করা হবে।

তেজপুরে ট্র্যাক্টর চাপায় হত কিশোর

তেজপুর (অসম), ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : তেজপুরের গরৈমারি পানবাড়িতে আজ বুধবার টর্যাক্টরের চাপায় ১২ বছরের এক পিতৃহীন কিশোরের অকালমৃত্যু হয়েছে। নিহতকে আকাশ শর্মা বলে শনাক্ত করা হয়েছে।
শোণিতপুর জেলার শালনিবাড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, আজ বেলা প্রায় দেড়টা নাগাদ পানবাড়ির একটি খেত থেকে ধান বোঝাই করে বঁটাবাড়ির জনৈক দোলেন বসুমতারির ট্র্যাক্টর রওয়ানা হয়েছিল। কিন্তু ট্র্যাক্টরটি রাস্তায় ওঠতে গিয়ে পেছনে যেতে শুরু করে। তখন ট্র্যাক্টরের পেছনে ছিল আকাশ। ফলে ট্র্যাক্টরের চাকা তাকে চেপে ধরে।
খবর পেয়ে অকুস্থলে পুলিশ গিয়ে কর্যানের সাহায্যে আকাশকে চাকার নীচ থেকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে নিহতের মরদেহ তেজপুরের কনকলতা সিভিল হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। আকাশ প্রয়াত সঞ্জয় শর্মা এবং গীতা শর্মার ছেলে।

করিমগঞ্জের কটামণিতে বাইক-ম্যাজিক মুখোমুখি, আহত স্কুলছাত্র

বাজারিছড়া (অসম), ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার কটামণিতে লোয়াইরপোয়া-কানমুন জাতীয় সড়কের ওপর গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এক স্কুল পড়ুয়া। বাইক ও ম্যাজিক ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আজ বেলা দুটা নাগাদ কটনপুর এলাকায় জাতীয় সড়কের ওপর ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। আহতকে স্কুলছাত্র জনৈক মাসুম আহমদ লস্কর বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। স্থানীয় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কটামণি কলেজিয়েট স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র বলে জানা গেছে।
দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মাসুম আহমেদ তার মোটর বাইকে চেপে নিজের বাড়িতে যাচ্ছিল। সে সময় বিপরীত দিক থেকে একটি দ্রুতগামী ম্যাজিক ট্রাক চলন্ত বাইকে ধাক্কা দিলে ঘটনাটি ঘটে। ধাক্কায় সঙ্গে সঙ্গে বাইক আরোহী মাসুম সড়কের ওপর ছিটকে পড়ে আহত হয়। স্থানীয়রা তাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বাজারিছড়া উপ-প্রাথমিক স্বাস্থ্যক কেন্দ্রে নিয়ে ভরতি করেন।

দিল্লিতে কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে করিমগঞ্জ জেলায় বামেদের প্রতিবাদী বিক্ষোভ মিছিল

করিমগঞ্জ (অসম), ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক বিরোধী অবস্থানের বিরুদ্ধে করিমগঞ্জ জেলা সদর সহ বদরপুর ও বারইগ্রামে প্রতিবাদী বিক্ষোভ মিছিল করেছে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউ এবং সারা ভারত কৃষক সভা।
কৃষক স্বার্থ বিরোধী কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলনে নেমেছেন কৃষকেরা। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক লক্ষ কৃষক দিল্লিতে পৌঁছেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার চরম অগণতান্ত্রিক ভাবে এই আন্দোলন দমন করতে চাইছে। রাস্তা বন্ধ করে, পুলিশি ব্যারিকেড দিয়ে, জলকামান, টিয়ার গ্যাস ধেঁয়ে আসছে আন্দোলনরত কৃষকদের দিকে। কর্পোরেট স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনও স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অন্যদিকে কৃষকদের সাফ কথা, আগে কৃষি আইন বাতিল করতে হবে। দেশের অন্নদাতা কৃষক বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে বুধবার সন্ধ্যায় সিআইটিইউ এবং সারা ভারত কৃষক সভার যৌথ উদ্যোগে এক বিশাল প্রতিবাদী বিক্ষোভ মিছিলে করিমগঞ্জ শহর সরগরম হয়ে ওঠে।
বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউ ও সারা ভারত কৃষক সভার আহ্বানে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে। হাতে মশাল ও বিভিন্ন প্রতিবাদ সংবলিত প্ল্যাকার্ড নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত কৃষি বিলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতিবাদী স্লোগানে শহরের আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলেন বাম শ্রমিক সংগঠনের কর্মকর্তারা। এদিনের কৃষক বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন সিআইটিইউ-র পরিতোষ দাশগুপ্ত, অমল দে, আব্দুল জলিল, সারা ভারত কৃষক সভার কালিকুমার দে প্রমুখ। মিছিল থেকে দিল্লিতে আন্দোলনরত কৃষকদের প্রতি সংহতি জানিয়ে অবিলম্বে তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করার দাবি জানান কৃষক নেতারা।

নিজেদের দেশের সব নাগরিককে বিনামূল্যে করোনার ভ্যাকসিন দেওয়ার সিদ্ধান্ত জাপান সরকারের

টোকিও, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : এবার নিজেদের দেশের সব নাগরিককে বিনামূল্যে করোনার ভ্যাকসিন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল জাপান সরকার। বুধবার এই বিষয়ে দেশটির সংসদে এক বিলও পাশ করানো হয়েছে।
গত কয়েকদিন ধরে সংক্রমণ বাড়ছে জাপানে। তাই ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জাপান সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে জানিয়েছে, 'দেশ সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে এবং কিছুদিনের মধ্যেই হাসপাতালে করোনা আক্রান্তের ভিড় উপচে পড়তে পারে।' এখনও পর্যন্ত দেশটিতে মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬৯৪ জন। আর প্রাণ হারিয়েছেন ২,১৩৯ জন। যার মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৯৩৪ জন। ভাইরাসের হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করতে ইতিমধ্যেই করোনার ভ্যাকসিন কিনতে একাধিক সংস্থার সঙ্গে চুক্তিও সেরে ফেলেছে জাপান সরকার। তার মধ্যে ফাইজার-বায়োএনটেক থেকে ৬ কোটি, মডার্না বায়োটেক থেকে আড়াই কোটি এবং অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা থেকে ১২ কোটি ডোজ কেনার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে মারণ ভাইরাসের ভ্যাকসিন পৌঁছতে ২৫ কোটি ২০ লক্ষ ডোজের প্রয়োজন হবে। ইতিমধ্যেই সাড়ে ২০ কোটি ডোজ নিশ্চিত করে ফেলেছে সরকার। এদিন সংসদে যে বিল পাশ করানো হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, দেশের ১২ কোটি ৬০ লাখ মানুষকে বিনামূল্যে করোনার ভ্যাকসিন প্রদান করা হবে। প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিনের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে সরকার।

সাধারণতন্ত্র দিবসে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানাল ভারত

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি. স.): আগামী বছরের ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসের জন্য প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হল বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে। গত সপ্তাহে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিজে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন কে ফোন করে সাধারণতন্ত্র দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। দুজনের মধ্যে টেলিফোনিক আলাপচারিতায় করোনা মহামারী এবং জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী যদি জানুয়ারিতে ভারতে আসেন তবে করোনা কালের মধ্যে এই প্রথম কোন বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান ভারতের মাটিতে পা রাখবেন।

উত্তরপ্রদেশে গড়ে তোলা হবে বিশ্বমানের ফিল্ম সিটি যোগী আদিত্যনাথ

মুম্বই, ২ ডিসেম্বর (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশে গড়ে তোলা হবে বিশ্বমানের ফিল্ম সিটি। বুধবার এই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বর্তমানে মহারাষ্ট্রের মুম্বই সফররত উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বুধবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশের গৌতম বুদ্ধনগর জেলার যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের কাছে বিশ্বমানের ফিল্ম সিটি (চলচ্চিত্র নির্মাণ নগরী) গড়ে তোলা হবে।
রাজ্যের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হওয়ায় দেশের নামকরা শিল্পপতিরা এখন উত্তরপ্রদেশে বিনিয়োগ করার জন্য উৎসাহী। করোনা সংকটকালের মধ্যেও ১ কোটি ২৫ লক্ষ মানুষকে রোজগার দিতে পেরেছে রাজ্য সরকার। অন্যান্য সমস্ত রাজ্যের তুলনায় এই পরিসংখ্যান বেশি। বিনিয়োগকারীরা সবসময় পছন্দ করে শান্তিপূর্ণ, সামাজিক ন্যায়, স্থির পরিস্থিতিতে বিনিয়োগ করতে। সেই কারণেই বর্তমানে বিনিয়োগকারীদের প্রথম পছন্দ উত্তরপ্রদেশ। আজ আদানি, এল এন্ড টি, হিন্দুজা গোষ্ঠী উত্তরপ্রদেশে বিনিয়োগ করার জন্য কথা বলে চলেছে। শিল্পপতিরা অনেক পরামর্শও দিয়েছেন বিবেচনা করে দেখা হবে। বিগত তিন বছরে উত্তরপ্রদেশে অনেক পরিবর্তন এসেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের অর্থনীতিকে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন। সেই পথে নিরন্তন কাজ করে চলেছে রাজ্য সরকার। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার প্রকল্প তৈরি করেছে। ২৪ কোটি জনগণ বসবাস করে উত্তরপ্রদেশে। তারমধ্যে ৮ কোটি থাকে শহরে।

সংসদের বিশেষ অধিবেশন বসিয়ে বাতিল করা হোক কৃষি আইন, দাবি কৃষক সংগঠনগুলির

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি. স.):কেন্দ্রের নতুন তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে অনড় কৃষক সংগঠন। ক্রান্তিকারী কিষান ইউনিয়নের নামে একটি কৃষক সংগঠনের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে যে অবিলম্বে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডেকে বাতিল করা হোক নতুন তিনটি কৃষি আইন। হরিয়ানা-দিল্লির সিন্ধু সীমান্তে সাংবাদিক সম্মেলন করে ক্রান্তিকারী কিষান ইউনিয়নের নেতা দর্শন পাল জানিয়েছেন, অধিবেশন ডেকে নতুন তিনটি কৃষি আইন বাতিল করা উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের। ৫ ডিসেম্বর মোদি সরকার এবং কর্পোরেট পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে দেশজুড়ে কুশপুতুল পোড়ানো ডাক দেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ করা যেতে পারে মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী সঙ্গে যে ৩২টি কৃষি সংগঠনগুলির নেতারা বৈঠকে বসে ছিল তার মধ্যে দর্শন পাল অন্যতম ছিলেন। দর্শন পালের এই দাবিকে সমর্থন জানিয়েছে অপর কৃষক সংগঠন লোক সংঘর্ষ মোর্চার নেতা প্রতিভা শিন্দে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর জানিয়েছেন বৃহস্পতিবার ফের কৃষক ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসা হবে।

শিলঙে হেলমেট বাধ্যতামূলক আরোহীরও, আইন ভঙ্গে একদিনে জরিমানা আদায় ৫৪ হাজার টাকা

শিলং, ২ ডিসেম্বর (হি. স.) : দ্বিচক্র যান-আরোহীরও হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক। ফলে, আরোহীর মাথায় হেলমেট না থাকার দায়ে শিলঙে যান চালকদের জরিমানা করা শুরু হয়েছে। এই অপরাধে ট্রাফিক পুলিশ ১,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করছে। এতে একদিনে ৫৪ হাজার টাকা জরিমানা বাবদ আদায় হয়েছে বলে জানিয়েছেন ট্রাফিক পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ আম্বেদকর।
তিনি বলেন, প্রথম দিন নিয়ম ভঙ্গের দায়ে অনেকের কাছ থেকে কোনও জরিমানা আদায় করা হয়নি। কারণ, জনসচেতনতার লক্ষ্যেই এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অনেক আরোহী হেলমেট ক্রয়ে সম্মতি প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কাছ থেকে কোনও জরিমানা আদায় করা হয়নি। তাঁর কথায়, দ্বিচক্র যানের আরোহীরা তৃতীয় সর্বোচ্চ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। ফলে, হেলমেট বাধ্যতামূলক করা হলে বহু আরোহীর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হবে।
তিনি বলেন, মোটর ভেহিকল আইন-১৯৮৯ মোতাবেক হেলমেট না পরার জন্য ১,০০০ টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। সাথে আরোহী হেলমেট না পরার জন্য যান চালককে চালান দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। তিনি জানান, এ-বিষয়ে গত ১২ নভেম্বর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। সে মোতাবেক ১ ডিসেম্বর থেকে এই নিয়ম লাগু করা হয়েছে।

হাসপাতালে ভর্তি সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ২ ডিসেম্বর (হি. স.): শিবসেনা মুখপাত্র তথা মহারাষ্ট্রের দাপুটে রাজনীতিবিদ সঞ্জয় রাউত মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি। চিকিৎসক ডাঃ ম্যাথিউ রাউত এবং ডাঃ অজিত মেননের তত্ত্বাবধানে তার হৃদযন্ত্র এ এনজিওপ্লাস্টি হবে বলে জানা গিয়েছে। নভেম্বর মাসেই তার হৃদযন্ত্র এনজিওপ্লাস্টি হয়েছিল একবার। বিগত কয়েক দিন ধরে তিনি অসুস্থ বোধ করছিলেন। সেই কারণেই বুধবার বিকেলে লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি। সব কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর চিকিৎসকরা তার হৃদযন্ত্রে ফের এনজিওপ্লাস্টি করবে।

৮ ডিসেম্বর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিযোগিতা উত্তর করিমগঞ্জে

করিমগঞ্জ (অসম), ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রতি বছরের মতো এবারও চলতি মাসের ৮ তারিখ আর্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে উত্তর করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত হবে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিযোগিতা। এবার এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে শহর সংলগ্ন ফকিরাবাজারে অবস্থিত আবুল কালাম আজাদ হাইস্কুলে।
এ ব্যাপারে আর্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্রের চেয়ারম্যান আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী এবং কো-অর্ডিনেটর সাহিদ আহমেদ চৌধুরী এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে প্রতিযোগিতার কার্যসূচি প্রকাশ করেছেন। এতে ৮ ডিসেম্বর মঙ্গলবার অনুষ্ঠেয় উত্তর করিমগঞ্জ ব্লক ভিত্তিক এই বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিযোগিতায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকদের সহযোগিতা কামনা করেছেন তাঁরা। অন্যান্য বছরের মতো এবারও প্রথমে ব্লক ভিত্তিক, তার পর জেলা ভিত্তিক এবং এর পর রাজ্য ভিত্তিক এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় স্তরেও এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের।
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সেরা ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হবে বলেও প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে জানান আর্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর সাহিদ আহমেদ চৌধুরীরা। এই প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানকে সার্বিক ভাবে সফল করে তুলতে সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেছেন আর্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্রের চেয়ারম্যান আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী। প্রতিযোগিতামূলক সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি কোভিড প্রটোকল মেনেই অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান চৌধুরী। আর্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করা হবে বলেও জানান তাঁরা উল্লেখ্য, এবারের প্রতিযোগিতায় তাৎক্ষণিক বক্তৃতামূলক বিষয়ে থাকবে ভূমিকম্প, হরমন, এইডস, বিদ্যুৎ, সৌরশক্তি, গ্রিন হাউস এফেক্ট, সালোক সংশ্লেষণ, বিশ্ব উষ্ণায়ন, প্রটোপ্লাজম, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, মেইক-ইন ইন্ডিয়া, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, কোভিড-১৯, গুগল, বৈজ্ঞানিক এপিজে আব্দুল কালাম, ভাইরাস, আর্যভট্ট সহ বিভিন্ন বিষয়। এছাড়া পোস্টার ড্রয়িং ও মডেল মেকিং থাকবে প্রতিযোগিতায়। অনুষ্ঠানে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে জেলার উচ্চস্তরীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন বলে জানান আর্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্রের চেয়ারম্যান আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী এবং কো-অর্ডিনেটর সাহিদ আহমদ চৌধুরী।

দুর্ভিক্ষের দিকে এগিয়ে চলেছে দেশ দাবি নবজ্যোত সিং সিধুর

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি. স.) : দিল্লির সীমান্তবর্তী এলাকায় কৃষক আন্দোলনের মধ্যেই দেশে খাদ্য সঙ্কট দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন কংগ্রেস নেতা নবজ্যোত সিং সিধু। বুধবার নিজের টুইট বার্তায় সিধু লিখেছেন, দরিদ্র শ্রেণীতে থাকা ৭০ শতাংশ মানুষের থেকে দেশের এক শতাংশ বিত্তবানদের বেশি সম্পদ রয়েছে। গরিবরা ভুগছে। ধনীরা নিজেদের সম্পদ জড়ো করছে। কৃষকদের শ্রমিকে পরিণত করে পুঁজিপতিরা লাভবান হবে। বিগত ছয় মাসে প্রতি ঘন্টায় ৯০ কোটি টাকা আয় করেছে আম্বানি। আদানির সম্পদ ৬১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক খাদ্য সূচকে ভারতের অবস্থান নিয়ে টুইট করেন সিধু।
এদিন নিজের ওপর একটি টুইট বার্তায় তিনি লিখেছেন, আন্তর্জাতিক খাদ্য সূচকে ১০৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৯৪ তম। খাদ্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ হয় না। খাদ্য রয়েছে কিন্তু সেগুলিকে হিমঘর, গুদামে ভরে রেখেছে পুঁজিপতিরা। গরিবদের কেনার ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে খাবার। উল্লেখ করা যেতে পারে মঙ্গলবার ৩২ টি কৃষক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। বৈঠক শেষে বেরিয়ে এসে আলোচনা ভালো হয়েছে বলে দাবি করেন কৃষিমন্ত্রী। কিন্তু কৃষক সংগঠনের নেতারা স্পষ্ট করে দিয়েছে আন্দোলন জারি থাকবে আগামী দিনেও চলবে।

করোনা টিকা ব্যবহারের অনুমতি দিল ব্রিটেন সরকার, আগামি সপ্তাহ থেকে ভ্যাকসিন পাবে স্বাস্থ্যকর্মীরা

লন্ডন, ২ ডিসেম্বর (হি. স.) : ফাইজার ও বায়োএনটেক-এর যৌথ উদ্যোগে উদ্ভাবিত করোনাভাইরাসের সম্ভাব্য ভ্যাকসিনকে ব্যবহারের অনুমতি দিল ব্রিটেন সরকার। আগামী সপ্তাহ থেকে দেশে করোনা সংক্রমণের 'সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে' থাকা স্বাস্থ্যকর্মী ও কোভিড যোদ্ধাদের ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। বুধবার এমএইচআরএ'র পক্ষ ভ্যাকসিনটি ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ইউরোপে এই প্রথম কোনও দেশ করোনা ভ্যাকসিন ব্যবহারের অনুমতি দিল।
গত মাসের মাঝামাঝি সময়ে মার্কিন ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা ফাইজারের পক্ষ থেকে প্রথম জানানো হয়, সংস্থার তৈরি ভ্যাকসিন কোভিড-১৯ থেকে ৯০ শতাংশ সুরক্ষা দিতে সক্ষম। সেইসঙ্গে তা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্তও। গত ১৮ নভেম্বর জানানো হয়, উদ্ভাবিত ভ্যাকসিনের কার্যকরিতা ৯৫ শতাংশ। সোমবারই ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে ব্রিটেনের ওষুধ ও স্বাস্থ্যসেবা পণ্যের নিয়ন্ত্রক সংস্থা এমএইচআরএ-র কাছে আবেদনও জানানো হয়। বুধবার এমএইচআরএ'র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ফাইজার-বায়োএনটেকের ভ্যাকসিনটি নিরাপদ। তাই ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
এইচএমআরএ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফাইজার ও বায়োএনটেক থেকে ভ্যাকসিনের ৪ কোটি ডোজ কেনার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চলতি বছরই এক কোটি ডোজ পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। যেহেতু প্রত্যেককে দুটি করে ডোজ দিতে হবে, তাই এক কোটি ডোজ দিয়ে ৫০ লক্ষ মানুষকে টিকাকরণের আওতায় আনা যাবে। আগামী সপ্তাহ থেকেই শুরু হবে টিকাকরণের কাজ।

কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা বৈদেশিক বানিজ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার

চ্যাংরাবান্ধা, ২ ডিসেম্বর (হি. স.) : কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা বৈদেশিক বানিজ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করলেন দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মহম্মদ ইমরান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রথম সচিব জাকির হোসেন। জানা গিয়েছে, ভারত-বাংলাদেশ স্থলবন্দর এলাকার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেই বুধবার হাইকমিশনার এই সীমান্তে পৌঁছান।
এদিন বেলা ১২টা নাগাদ চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে হাইকমিশনারকে স্বাগত জানান কাস্টমস সুপারিনটেনডেন্ট কপিল বাইন। সীমান্তে হাজির হয়ে কথা বলেন ওপারের বাংলাদেশের বুড়িমারি সীমান্তে দাঁড়িয়ে থাকা বাংলাদেশের প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে। সেখানে বাংলাদেশের রংপুরের অতিরিক্ত জেলাশাসক রফিকুল ইসলাম, পুলিশ সুপার আবিদা সুলতানা প্রমুখ ছিলেন। বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরেই তিনি চ্যাংরাবান্ধা বিএসএফ ক্যাম্পে যান। সেখানে বিএসএফের জলপাইগুড়ি সেক্টরের ডিআইজি সঞ্জয় পন্থ, বিএসএফের ১৪৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের সিও বনাম্বার সাহু প্রমুখের সঙ্গে কথা বলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে হাইকমিশনার ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশের বুড়িমারি স্থলবন্দরে প্রবেশ করেন।
এদিন হাইকমিশনারকে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের তরফেও এই ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে পুনরায় পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাতায়াত চালু, বিশেষ করে মেডিকেল ও ব্যবসায়ীক ভিসা চালু করা, বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ইত্যাদি বেশ কিছু দাবির কথা জানানো হয়। উল্লেখ্য, করোনা পরিস্থিতির কারণে চ্যাংরাবান্ধা চেকপোস্ট দিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাতায়াত বন্ধ হয়ে রয়েছে। হাইকমিশনারের স্থলবন্দর এলাকা পরিদর্শনে বিভিন্ন বিষয়ে আশাবাদী বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত দুই দেশেরই বিভিন্ন মানুষজন।

ফের তিনদিনের সিআইডি হেফাজতে ঠিকাদার সন্তোষ হোজাই হত্যা মামলায় গ্রেফতার অসম পুলিশের দুই কনস্টেবল

হাফলং (অসম), ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : ঠিকাদার সন্তোষ হোজাই অপহরণ ও হত্যা মামলায় অভিযুক্ত অসম পুলিশের দুই কনস্টেবল বিপুল লস্কর এবং শঙ্কর বনিয়াকে পুনরায় তিন দিনের জন্য সিআইডি হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। এ সম্পর্কে সিআইডি-র ডিএসপি জানান, সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ এবং পরে হত্যাজনিত মামলা গ্রেফতার অভিযুক্ত রাজ্য পুলিশের দুই কনস্টেবলের চারদিনের রিমান্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ায় আজ বুধবার ফের হাফলং মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রের আদালতে তোলা হয়েছিল। তখন তদন্তকারী সিআইডি দুই অভিযুক্ত কনস্টেবলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আরও তিন দিনের রিমান্ডের আবেদন করে। তদন্তের স্বার্থে মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিম শর্মা দুই অভিযুক্তকে পুনরায় তিন দিনের জন্য সিআইডির হেফাজতে পাঠিয়েছেন। তবে ধৃতদের কাছ থেকে গত চারদিনে কী কী তথ্য পাওয়া গেছে তদন্তের স্বার্থে সে সম্পর্কে কিছু জানাতে অপারগতার কথা জানান সিআইডি-র ডিএসপি।
উল্লেখ্য, হারাঙ্গাজাওয়ের বাসিন্দা ঠিকাদার সন্তোষ হোজাই হত্যা মামলায় অভিযুক্ত অসম পুলিশের দুই কনস্টেবল বিপুল লস্কর ও শঙ্কর বনিয়াকে গত শুক্রবার রাতে গ্রেফতার করেছিল সিআইডির তদন্তকারী দল। ঘটনার সঙ্গে সিআইডি তদন্তে পুলিশ ও জঙ্গি সংগঠনের যোগসাজসের ব্যাপারটি সামনে এসেছে। কারণ সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় ওই দুই কনস্টেবলের সঙ্গে ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের নেতা এলভিন হোজাই সঙ্গ দিয়েছিল বলে তথ্য পেয়েছে তদন্তকারী দল। এই এলভিন হোজাই পুলিশের হয়ে কাজ করত। সন্তোষ হোজাইকে অপহরণের সঙ্গে এলভিন হোজাইয়ের নাম জড়িয়ে যাওয়ার পর সে ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠন ছেড়ে পালিয়ে গেছে বলে বিশেষ এক সূত্রের খবর জানা গেছে।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কোভিড অতিমারির জন্য প্রথম দফার লকডাউন চলাকালীন গত ২৪ এপ্রিল ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইকে তাঁর হারাঙ্গাজাওয়ের বাড়ি থেকে অপহরণ করে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শুটিংয়ে ব্রেন স্ট্রোক আইসিইউতে 'আশিকি'র রাহুল

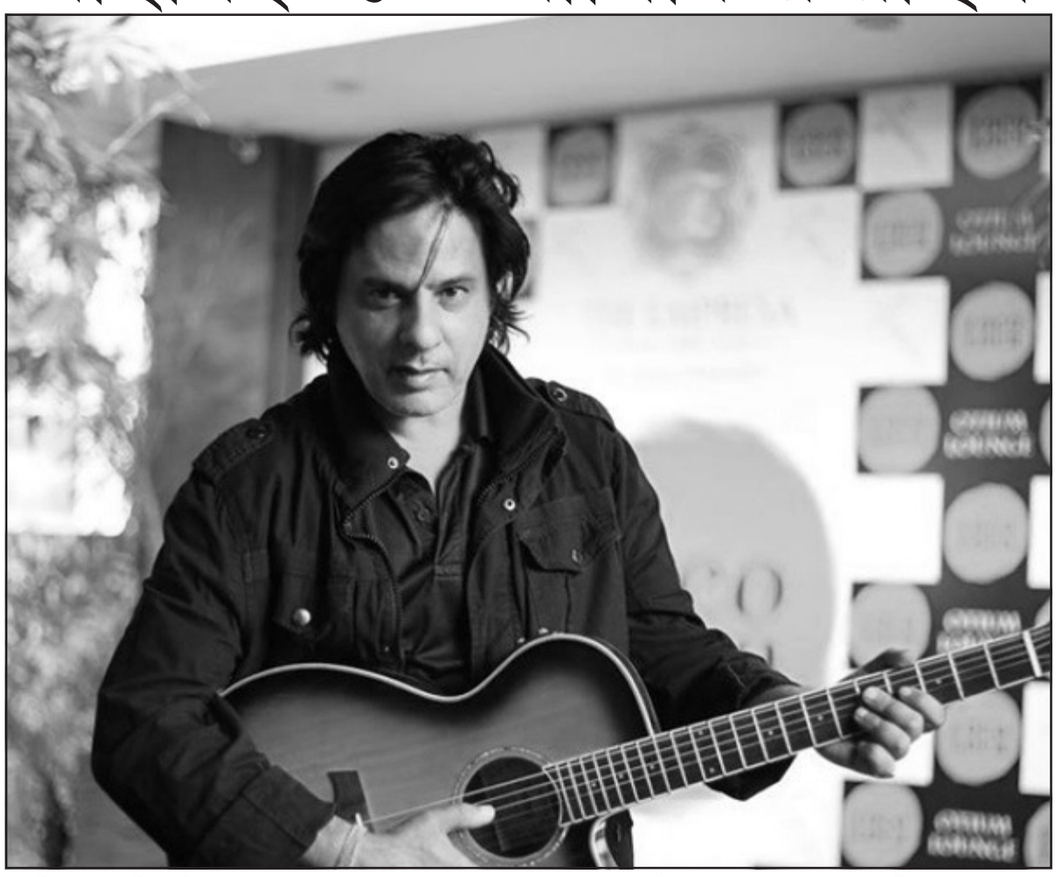

কারগিলে নতুন ছবির শুটিং চলাকালে ব্রেন স্ট্রোক করেন রাহুল রায়। এরপর তাঁকে প্রথমে শ্রীনগর এবং সেখান থেকে মুম্বাই নিয়ে যাওয়া হয়। দ্রুত রাহুল রায়কে মুম্বাইয়ের নানাবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রাহুল রায়কে নিশ্চয় মনে আছে অনেকের। নব্বইয়ের দশকে বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন রাহুল রায়, যাঁর ক্যারিয়ারের একমাত্র হিট ছবি 'আশিকি'। প্রথম ছবির পরই রাতারাতি সুপারস্টার হয়ে ওঠেন। বাংলাদেশেও তাঁর দারুণ জনপ্রিয়তা। তাঁর 'হেয়ার স্টাইল' অনুসরণ করতেন এ দেশের অনেক তরুণ। দীর্ঘদিন পর তাঁর খবর মিলল। তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে আইসিইউতে ভর্তি তিনি। বিভিন্ন ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের অনলাইন সংস্করণ সূত্রে জানা গেলে, কারগিলে একটি ছবির শুটিং চলাকালে হঠাৎ ব্রেন স্ট্রোকের কবলে পড়েন রাহুল। দ্রুত তাঁকে মুম্বাইয়ের নানাবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গেছে, দীর্ঘদিন পর আবার ছবিতে কাজ করছিলেন রাহুল রায়। পরিচালক নীতিন কুমার গুপ্তার আসন্ন ছবি 'এলএসি: লিভ দ্য ব্যাটেল ইন কারগিল' ছবির শুটিং চলছিল কারগিলে। গালোয়ান ঘাঁটির সত্য ঘটনা অবলম্বনে বানানো হচ্ছে ছবিটি। ছবিতে তিনি মেজরের চরিত্রে অভিনয় করছিলেন। শুটিং চলাকালে অসুস্থ বোধ করেন রাহুল রায়। ব্রেন স্ট্রোক হয় তাঁর।

তিনি আরও অনেক ছবিতে অভিনয় করেছেন। তবে সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি ১৯৯০ সালে মুক্তি পাওয়া প্রথম ছবিটিই। 'আশিকি'-তে রাহুলের বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন অনু আগরওয়াল। ছবিটি সেই সময় সুপারহিট করেছিল। ছবিটির গানগুলো এখনো মানুষের মুখে মুখে ফেরে। এরপর 'গেম', 'নাসিব', 'ফির কাভি', 'জুনুন', 'জনম', 'স্বপ্নে সাজন কে' প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি।

জানা যায়, 'ডর' ছবিতে রাহুলকে প্রথমে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় সে চরিত্র করতে রাজি হননি তিনি। শাহরুখের জায়গায় তাঁকে নেওয়ার কথা হয়েছিল প্রথমে। কিছুদিন আগেই একটি ভারতীয় সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাহুল বলেছিলেন, 'আমি মিডিয়া থেকে সরে এসেছি আমার ইচ্ছায়। আমি জানি না এটা আমার জীবনে আশীর্বাদ না অভিশাপ। আমি কোনো দিনই অভিনেতা বা তারকা হতে চাইনি।'২০০৫ সালে 'বিগ বস'-এ প্রতিযোগী হয়েছিলেন রাহুল রায়। রবি কিষান ও ক্যারল গ্রেসিসকে হারিয়ে তিনিই চ্যাম্পিয়ন হন। ২০১৭ সালে বিজেপিতে যোগ দেন এই অভিনেতা। এরপর তাঁর তিনি বেশ কিছু ছবির প্রস্তাব পান। সেগুলো অবশ্য করা হয়নি। সেগুলো নিয়ে খুব একটা উচ্ছ্বসিত ছিলেন না বলেও এক সাক্ষাৎকারে জানান রাহুল।

শীঘ্রই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন আনুশকা

বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন ''বাহুবলি''র নায়িকা আনুশকা শেঠি। গত বছর মুক্তি পাওয়া ''জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া''র পরিচালক প্রকাশ কোভেলামুদির সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধছেন বাহুবলি খ্যাত নায়িকা আনুশকা।বেশ কিছুদিন ধরে আনুশকা শেঠি এবং প্রকাশ কোভেলামুদির অন্তরঙ্গ হওয়ার গুঞ্জন ছড়াতে থাকে। এই গুঞ্জনের মধ্যেই শোনা যায়, ২০২০ সালেই প্রকাশের সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন আনুশকা শেঠি। এর আগে ''বাহুবলি''র নায়ক প্রভাস ও এক ভারতীয় ক্রিকেটারের সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল। তখন আনুশকা এ''দুটি বিষয়ই অস্বীকার করেছিলেন। তবে এবারও আনুশকা এবং প্রকাশ এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি।বর্ষীয়ান পরিচালক কে রাঘবেন্দ্র রাওয়ের ছেলে প্রকাশ নিজের ক্যারিয়ার শুরু করেন ২০০৪ সালে তেলুগু সিনেমা ''বোম্মালতা'' দিয়ে। দক্ষিণের সিনেমা দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করলেও কঙ্গনা রানাউতের সিনেমা ''জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া'' দিয়ে বলিউডে পা রাখেন প্রকাশ। কিন্তু বলিউডের জনপ্রিয় স্ক্রিপ্ট রাইটার কণিকা ধিলনের সঙ্গে প্রথমে গাঁটছড়া বাঁধেন প্রকাশ কোভেলামুদি। কিন্তু এ বিয়ে বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কণিকা ধিলনের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর এবার আনুশকা শেঠির সঙ্গে প্রকাশের অন্তরঙ্গতার গুঞ্জন ছড়ায়।এদিকে ক্রিকেটারের বিয়ের গুঞ্জন ছড়ানোর জানিয়েছিলেন, তার পরিবার যার সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করবেন। এ ছাড়াও প্রভাসের সঙ্গেও তার বিয়ের খবর সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন এ সিনেমা ''সায়ে রা নরসিমা রেড্ডি''তে শেঠি। নিসাবধান নামে আরও একটি করেছেন দক্ষিণের এই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে পরিচালক প্রকাশ জড়িয়েছেন অনুষ্কা শেট্টি। বেশ যাচ্ছে অনুষ্কা-প্রকাশকে। আর এই পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন নিয়ে বি-টাউনে জল্পনার শেষ নেই। বাহুবলী অভিনেতা প্রভাসকে বিয়ে কখনও আবার ভারতীয় দলের এক হয় অনুষ্কার নাম। কয়েকদিন আগেই খোলসা করেন, কোনও ভারতীয় নেই তিনি। সেই রেশ কাটতে না আরও এক নয়া সংযোজনের খবর।ওরা ফেলল: নন্দিনীপরিচালক কে. প্রকাশ। ''জজমেন্টাল হ্যায়

আনুশকার সঙ্গে ভারতীয় এক পর অভিনেত্রী স্পষ্ট বিয়ে দেবেন, তার সঙ্গেই তিনি বাহুবলি খ্যাত অভিনেতা ছড়িয়েছিল। সেই খবরও অভিনেত্রী। সম্প্রতি চিরঞ্জীবীর স্ক্রিন শেয়ার করেন আনুশকা সিনেমার জন্য প্রস্তুতি শুরু অভিনেত্রী।সম্প্রতি বলিউডে কোভেলামুণ্ডির সঙ্গে সম্পর্কে কয়েকদিন ধরে একসঙ্গে দেখা বছরের শেষেই নাকি সাত তাঁরা।অনুষ্কা শেট্টির বিয়ে কখনও শোনা গিয়েছে, করতে চলেছেন তিনি, ক্রিকেটারের সঙ্গে জড়ানো এক সাক্ষাতকারে অনুষ্কা ক্রিকেটারের সঙ্গে সম্পর্কে কাটতেই অনুষ্কার প্রেম জীবনে আমার স্বামীকে মেরে রাঘবেন্দ্র রাওয়ের ছেলে কেয়া''-ছবির পরিচালক প্রকাশ কোভেলামুণ্ডি বি টাউনের বেশ জনপ্রিয় মুখ। ২০১৫ সালে দক্ষিণী ছবি ''সাইজ জিরো'' ছবিতে প্রথম একসঙ্গে কাজ করেছেন অনুষ্কা-প্রকাশ। আর তখন থেকেই ভাল সম্পর্ক দু''জনের। যদিও দু''জনের কেউ তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি। এর আগে বলিউডের জনপ্রিয় স্ক্রিপ্ট লেখক কণিকা ঢিলোঁর সঙ্গে বিয়ে হয় প্রকাশের। তবে সে সম্পর্ক বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তাঁদের ডিভোর্সের পরেই অনুষ্কার সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান প্রকাশ।আপাতত ''নিশব্দম'' ছবি নিয়ে ব্যস্ত ''বাহুবলী''-র দেবসেনা। ছবিতে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করতে দেখা যাবে আর মাধবনকে। এপ্রিল মাসেই মুক্তি পেতে চলেছে সেই ছবি। তবে সমস্ত ব্যস্ততার মাঝেই ডেট প্রকাশকে ডেট করছেন অভিনেত্রী, গুঞ্জন এমনই।

দক্ষিণ সুপারস্টার বিজয় শেঠুপাঠী এই বছর আমির খানের অভিনীত লল সিং চন্দ্দার সাথে বলিউডে পা রাখছেন

তিনি সবার কাছে পরিচিত। কৌতুক-নাটকটি পরিচালনা করছেন অদ্বৈত চন্দন এবং এটি হলিউডের কাল্ট ক্লাসিক ফরেস্ট গাম্পের অফিশিয়াল রিমেক যা টম হ্যাঙ্কস মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিল। আমির ও বিজয় ছাড়াও চন্দনের পরিচালনায় এই ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন কারিনা কাপুর খান।সবাই যখন পর্দায় খান ও সেতুপাঠিকে দেখতে অত্যন্ত উত্তেজিত, আমরা শুনতে পেলাম যে মুভিতে তার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য আধুনিক শারীরিক রূপান্তরিত হবে। হ্যাঁ, ১২৩ টিলুগু ডটকম-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, জুন থেকে লল সিং চাদ্ধার শুটিং শুরু করার আগে বিজয় ২৫ কিলো চালাবেন। আসলে, আমির ইতিমধ্যে ২১ কিলো হারিয়ে ফেলেছেন এবং তার বহুল প্রতীক্ষিত মুক্তির জন্য আরও ঝুঁকবেন। বলিউড টিভি মুভিজ বক্স অফিস অফিস তামিল তেলুগু কান্নাডা মলালিয়াম হলিউড ওয়ালপেপার সেলিব্রিটি বলিউড মুভি ভিডিও সেলিব্রেটি ফটো ফটো বক্স অফিস তেলুগু মালায়ালাম কানাড়া হলিউড বিগ বস শীর্ষ তালিকার ওয়ালপেপার নোটিফিকেশন হোম: বলিউড নিউজ লিয়াল সিং চাদে নেতৃত্বে কিলোস আর্মি অফিসারের ভূমিকায়? নম্রতা ঠাক্কর আপডেট করেছেন: বৃহস্পতিবার, ৫ মার্চ, ২০২০, ১৪:৪৪ গুআইএসটিগ্ল দক্ষিণ সুপারস্টার বিজয় শেঠুপথী এই বছর আমির খান অভিনীত লল সিং চন্দ্দার সাথে বলিউডে পা রাখছেন যে সবার কাছে পরিচিত। কৌতুক-নাটকটি পরিচালনা করছেন অদ্বৈত চন্দন এবং এটি হলিউডের কাল্ট ক্লাসিক ফরেস্ট গাম্পের অফিশিয়াল রিমেক যা টম হ্যাঙ্কস মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিল। আমির ও বিজয় ছাড়াও চন্দনের পরিচালনায় এই ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন কারিনা কাপুর খান।সবাই যখন পর্দায় খান এবং শেঠুপথিকে দেখতে পারা খুব উত্তেজিত, আমরা শুনেছি যে পরবর্তীকালে সিনেমায় তার ভূমিকার জন্য বিশাল শারীরিক পরিবর্তন ঘটবে। হ্যাঁ, ১২৩ টিলুগু ডটকম-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, জুন থেকে লল সিং চাদ্ধার শুটিং শুরু করার আগে বিজয় ২৫ কিলো চালাবেন। আসলে, আমির ইতিমধ্যে ২১ কিলো হারিয়ে ফেলেছেন এবং তার বহুল প্রতীক্ষিত মুক্তির জন্য আরও ঝুঁকবেন। ছবিটির কিছু অংশে, ভক্তরা আমির এবং বিজয়কে সেনা অফিসার হিসাবে দেখতে পাবেন এবং তাই উভয় অভিনেতা তাদের শারীরিক

পরিবর্তন নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করছেন।ছবিতে শিরোনামের চরিত্রে অভিনয় করা খান, ভায়াকম ১৮-এর সহযোগিতায় লাল সিং চাদ্ধা প্রযোজনা করছেন এবং৪২ বছর বয়সী এই অভিনেতা বর্তমানে তার আসন্ন তামিল অ্যাকশন-থ্রিলার মাস্টারের শুটিংয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। লোকেশ কানগরাজ পরিচালিত সিনেমাটিতে সেথুপথী খলনায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যেখানে থ্যালাপতি বিজয় নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। মাস্টার ৯২০ এপ্রিল, ২০২০ এ সিনেমা হলগুলিতে আসার কথা রয়েছেটস্তুর্ন্ঠ''ন্ম এগুলিই না! বিজয় এই মুহূর্তে তাঁর প্লেটে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র রয়েছে যার অর্থ

করোনা ভাইরাস কী এবং কীভাবে ছড়ায় ? গুজব না ছড়িয়ে জানুন সত্যতা

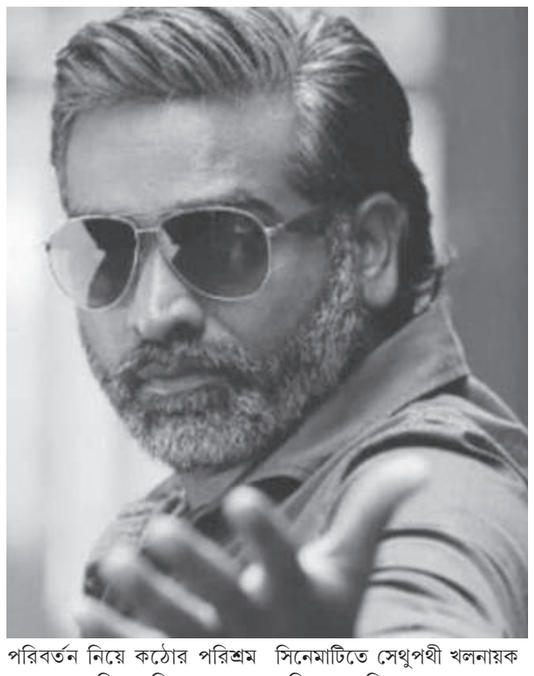

গোটা বিশ্বে থাবা বসিয়েছে করোনা ভাইরাস। দেরিতে হলেও এই মারক ভাইরাস এবার আক্রমণ শানাচ্ছে ভারতে। ইতিমধ্যেই গোটা দেশে অন্তত ২৮ জন রোগী করোনা কামড়ে আক্রান্ত। আরও বহু রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তবে, করোনার প্রভাব যতটা ভয়াবহ, তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় এর সম্পর্কে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। এই রোগ সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য ছড়িয়ে পড়ছে, যার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিলই নেই। এতে অকারণে বাড়ছে আতঙ্ক।

দেখে নেওয়া যাক, তেমনই কিছু গুজব এবং তার সত্যতা।১. মুরগির মাংস বা চিকেন থেকে করোনা হয়। এটি সম্পূর্ণ ভুয়ো তথ্য। চিকেনের মাধ্যমে নোভেল করোনা ভাইরাস ছড়ায় না। মুরগি থেকে বার্ড ফ্লু-র মতো রোগ ছড়ালেও করোনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। তাই নিশ্চিন্তে চিকেন খান।২. করোনার কোনও চিকিৎসা নেই। এটা বাস্তব যে নোভেল করোনা ভাইরাসের কোনও প্রতিষেধক বা টিকা এখনও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। তার মানে এই নয় যে, করোনা হলেই প্রাণ যাবে। ডেঙ্গি বা টাইফয়েডের মতো জ্বর হলে যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা হয়, সেই পদ্ধতিতে করোনা রোগীকেও সুস্থ করা যায়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন জানিয়েছেন, প্রচুর তরল পদার্থ পান, ফলমূল খাওয়া এবং জ্বর হলে প্যারাসিট্যামল খেয়ে করোনার হাত থেকে বাঁচা যায়। এক্ষেত্রে মানসিক সামর্থ্য প্রয়োজন।৩. করোনা বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়। পুরোপুরি সত্যি নয়। নোভেল করোনা ভাইরাস বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায় না। সংক্রমিত ব্যক্তির নিশ্বাস বা তাঁর সংস্পর্শ থেকে ছড়াতে পারে। সেক্ষেত্রে সংক্রমিত ব্যক্তির আশেপাশে না গেলেই হল। ৪. মাস্ক পরলে করোনা থেকে দূরে থাকা যায়। এটি একেবারেই সত্যি নয়। আপনি মাস্ক পরলেও সংক্রমিত হতে পারেন। তবে, যাঁরা ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়ে গিয়েছেন তাঁদের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক। যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁরা মাস্ক পরলে, তাঁদের থেকে অন্যদের সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায়। ৫. করোনা হলেই মৃত্যু অনিবার্য? উত্তর, একেবারেই নয়। গোটা বিশ্বে এখনও পর্যন্ত এক লক্ষের কাছাকাছি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে মৃত্যুর সংখ্যা মোটে ৩ হাজারের আশেপাশে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলছে, করোনায় মৃত্যুর হার ২ শতাংশেরও কম। তাই অযথা, আতঙ্ক ছড়ানোর কোনও অর্থ হয় না।ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন দেশবাসীকে করোনা সম্পর্কে গুজব না ছড়াতে অনুরোধ করেছেন। সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটালের তরফেও পাঠকদের কাছে অনুরোধ, দয়া করে গুজব ছড়াবেন না।সতর্ক থাকুন, সুস্থ থাকুন।বিদেশ পেরিয়ে ভারতেও থাবা বসিয়েছে করোনা ভাইরাস। এখনও পর্যন্ত মোট ২৮ জন আক্রান্তকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। এবার মারণ রোগেও লাগল রাজনীতির রং। দিল্লি হিংসার দিক থেকে নজর ঘোরাতেই কেন্দ্রীয় সরকার করোনা নিয়ে অযথা প্রচার শুরু করেছে বলেই বিস্ফোরক অভিযোগ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুধবার বুনিয়াদপুরে দলীয় সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই দাবি করেন তিনি। চিনে করোনা মহামারির আকার ধারণ করেছে। প্রাণহানির নিরিখে সার্সের চেয়েও ভয়াবহ এই রোগ। চিনে অন্তত সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি মানুষের প্রাণ কেড়েছে করোনা ভাইরাস। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলি আগেই সন্দেহ করেছিল চিনের পর ভারতেও থাবা বসাতে পারে করোনা। সেই আশঙ্কাকে সত্যি করে ইতিমধ্যেই ভারতে ২৮ জনের শরীরে মিলেছে করোনা ভাইরাস। ভারতের বিপুল জনসংখ্যা ও ঘনবসতির জেরে যেকোনও মুহূর্তে করোনা ভয়াবহ আকার ধারণের আশঙ্কাও এড়ানো যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে দেশজুড়ে আতঙ্কের পারদ ক্রমশই ঊর্ধমুখী। বিপদ বুঝে তড়িঘড়ি জরুরি বৈঠকও করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। খোঁজ নেন সামগ্রিক পরিস্থিতির। টুইট করে তিনি সকলকে আশ্বস্ত করেন।গুজবের জেরে যাতে দেশজুড়ে অকারণ বিভ্রান্তি না ছড়িয়ে পড়ে, সেদিকে গোড়া থেকেই রাশ ধরেছে কেন্দ্রীয় সরকার।কিন্তু এই সতর্কতাকেই ভাল চোখে দেখছেন না বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লি হিংসাকে ধামাচাপা দিতেই কেন্দ্রীয় সরকার করোনা সংক্রান্ত প্রচার চালাচ্ছে বলেই অভিযোগ তাঁর। তিনি বলেন, "দিল্লি হিংসা নিয়ে নজর ঘোরাতে করোনার গুজব ছড়াচ্ছে। দিল্লিতে করোনায় কেউ আক্রান্ত হননি। অযথা করোনা নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না।"তবে বুনিয়াদপুরের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী যাই বলুন না কেন ইতিমধ্যেই রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলিকেও প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। তৈরি রাখতে বলা হয়েছে আইসোলেশন ওয়ার্ড। বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ড আগেই তৈরি করা হয়েছিল। তবে শুধু একটিমাত্র হাসপাতালের উপর ভরসা রাখতে চাইছে না রাজ্য। তাই কলকাতার পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি জেলার সমস্ত হাসপাতালগুলিতেও করোনা মোকাবিলার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।করোনা আতঙ্কে ত্রস্ত দেশবাসী। সংক্রমণ রুখতে নির্দেশিকা জারি করছে কেন্দ্র সরকার। এবার পড়ুয়াদের সতর্ক করতে নির্দেশিকা জারি করল স্বাস্থ্য মন্ত্রক। দিন কয়েক আগেই এই নির্দেশিকা রাজ্যগুলিকে পাঠানো হয়েছিল। বুধবার সেই নির্দেশিকা রাজ্যের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাল শিক্ষা দফতর। ওই নির্দেশিকায় করোনার সংক্রমণ রোধের উপায়ের কথা বলা হয়েছে।জারি হওয়া নির্দেশিকায় কয়েক দফা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে যেমন রয়েছে,বারবার হাত ধোয়া।দুজন ব্যক্তির কথা বলার সময় কমপক্ষে এক মিটার দূরত্ব বজায় রাখা।করমর্দন-চুম্বন এড়িয়ে চলা।জ্বর-সর্দি-কাশি হলে গণপরিবহণে না চড়া।জ্বর-সর্দি হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া।হাঁচি-কাশির সময় মুখ, নাক ঢেকে রাখা।এদিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীও সাংবাদিক বৈঠকে একই পরামর্শ দিয়েছেন। সরকারি এবং বেসরকারি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের উদ্দেশে এ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে নির্দেশিকায়। যাতে গুজব এড়িয়ে পড়ুয়ারা আসল খবর জানতে পারে। একইসঙ্গে তাঁরা তাঁদের পরিবার-পরিজনদেরও সতর্ক করতে পারে।

ঈদে নতুন অ্যাকশন ছবিতে চেনা ফের পুরনো ছকে জিত

জিত মানেই পুরোদস্তুর অ্যাকশন ভরপুর কমার্সিলাল ছবি, এটাই যেন ট্রেন্ড গত কয়েক বছরে সুপারস্টার জিতের। ইদে আবার সেই চেনা ছকেই আসছেন জিত তাঁর নতুন ছবি নিয়ে। পরিচালক অংশুমান প্রত্যূষ পরিচালিত ''বাজি''তে জিতকে দেখা যাবে পুরোদস্তুর অ্যাকশন অবতারে।জিত এখানে আদিত্য, স্মার্ট এবং ইন্টেলিজেন্ট এক চরিত্র। পরিচালকের দাবি, গত দু''-তিন বছরে অভিনেতাকে এই

রূপে দেখেননি তাঁর ভক্তরা। পরিবারকে একটি ক্রাইসিস থেকে বাঁচাতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় আদিত্য। সেখানেই তার টক্কর হয় আর এক ধুরন্ধর ভিলেনের সঙ্গে। সেই চরিত্রে দেখা যাবে সব্যসাচী চক্রবর্তীকে।''বাজি'' একটি তেলুগু ছবির অফিশিয়াল রিমেক। জিতের শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ''অসুর'' ছিল মৌলিক গল্পের আধারে তৈরি। ফের রিমেকে কেন? মুচকি হেসে জিত বললেন, """রিমেক নিয়ে আমার কোনও দিনই কোনও সমস্যা ছিল না। রিমেক ছবির অন্যতম উদাহরণ তো ''কবীর সিং''। ''বাগী থ্রি'', ''জার্সি'', অজয় দেবগণের নতুন ছবি. সবই তো রিমেক। সাউথে হোক বা বলিউড সব জায়গায় রিমেক হচ্ছে এবং চলছেও"""।পুরোদস্তুর বিনোদনমূলক ছবি বরাবরই জিতের চেনা এলাকা এবং এ বারও ছবি মুক্তির সময় হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন ইদ। ''বাজি''র

রাজকুমার হিরানির ছবিতে শাহরুখ , সম্পূর্ণ ছকভাঙা চরিত্রে

গত কয়েকবছরে একটাও হিট নেই শাহরুখের। ''শাহরুখ'' নামটা দেখেই ডিস্ট্রিবিউটর রা ছবি কিনেছেন , প্রচন্ড হাইপ সত্তেও ছবিগুলি আশানুরূপ সফল হয়নি।তাই জিরো''-র পরে শাহরুখের ছবি নিয়ে বি টাউনে আলোচনার কোনও শেষ নেই।

শোনা গিয়েছে, রাজকুমার হিরানির সঙ্গে ছবি করছেন শাহরুখ এবং নায়িকা করিনা কপূর।কিন্তু সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মুম্বইয়ের এক সংবাদসংস্থাকে জানালেন করিনা, তিনি শাহরুখকে শ্রদ্ধাও করেন। তাঁর সঙ্গে কাজ ও করতে চান। কিন্তু রাজকুমার হিরানির ছবিতে শাহরখের বিপরীতে তিনি থাকছেন না।তাহলে শাহরুখ কি চেনা ছকের বাইরে ফিরছেন ?রাজকুমার হিরানি এর আগে আমির খানের সাথে জুটি বেঁধে থ্রি ইডিয়টস আর সঞ্জয় দত্তের সঙ্গে জুটি বেঁধে মুন্নাভাই সিরিজ উপহার দিয়েছেন।তবে ইরফানের সঙ্গে কাজ করার বিষয়ে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন করিনা।

নিউরোএন্ডোক্রিন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন অভিনয় থেকে ব্রেক নিয়ে এই ছবিতেই কামব্যাক করছেন ইরফান খান। আর ইরফানের আগামী ছবি ''আংরেজি মিডিয়াম''-এ দেখা যাবে করিনা কপূরকে। এ ছবিতে করিনার চরিত্রটি পুলিশের। ২০১৭-এ মুক্তি পাওয়া ছবি ''হিন্দি মিডিয়াম''-এর সিক্যুয়েল ''আংরেজি মিডিয়াম''। ছবিতে দিল্লিতে একজন ব্যবসায়ীর চরিত্রে দেখা যাবে ইরফানকে। ইরফানের মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করবেন রাধিকা মদন।

বিক্ষোভরত কৃষকদের সমস্যার সমাধান করা উচিত সরকারের বিএসপি

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি. স.) : দিল্লি সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে কৃষকদের বিক্ষোভ অব্যাহত। মঙ্গলবার দিন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কৃষক সংগঠনের নেতাদের বৈঠক হলেও তার থেকে নির্ণায়ক সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসেনি। এমন পরিস্থিতিতে বিক্ষোভরত কৃষকদের সমস্যার সমাধান করার জন্য প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানালো বহুজন সমাজ পার্টি।

মঙ্গলবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বহুজন সমাজ পার্টির মুখপাত্র সুধীন্দ্র ভাদোরিয়া জানিয়েছেন, তীব্র শীতের মধ্যে কৃষকরা খোলা আকাশের নিচে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে এর থেকে লজ্জাজনক আর কিছু হতে পারে না। কৃষকরা জনগণকে খাবার জোগান দেয়। জনগণকে মাথার উপরে ছাদ এবং বস্ত্র সরবরাহকারী কৃষকরা এখন রাস্তার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। সরকার নিজের অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে পুনরায় বিবেচনা করুক। অবিলম্বে কৃষকদের সমস্যার সমাধান দূর করা উচিত। কৃষি ক্ষেত্রে ভারত পিছিয়ে পড়লে দেশ অন্ধকার যুগে চলে যাবে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের কথাটি কেন্দ্র কেন লিখে দিচ্ছে না? প্রতিশ্রুতি গুলো কে আইনে পরিণত করা না হলে তা সবই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। সরকারি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত নয়। এরকম চলতে থাকলে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পাওয়ার অধিকার কৃষকদের রয়েছে। তারা এখন দিক্বিদিক হারিয়ে মান্ডিগুলিতে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে চলেছে। মান্ডিগুলিকে পুঁজিপতিরা দখল করছে। কৃষকদের মনের মধ্যে যে প্রশ্ন উঠেছে তা দূর করা প্রয়োজন। ভারতের কৃষক আন্দোলন নিয়ে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, কৃষকদের দায়িত্ব ভারতের। ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারি। এতে বহিরাগত হস্তক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন।

কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ায় স্ত্রীর উপর অত্যাচার, নরেন্দ্রপুরে স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা

নরেন্দ্রপুর, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রথম বারের পর দ্বিতীয়বারও কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ায় ইট দিয়ে মেরে স্ত্রীর মাথা ফাটিয়ে দিল স্বামী। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত বিবেকানন্দ নগরে। এ বিষয়ে স্বামী কার্তিক মণ্ডলের বিরুদ্ধে নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

প্রায় চোদ্দ বচ্ছর আগে কার্তিকের সঙ্গে বিয়ে হয় প্রিয়াঙ্কার। বিয়ের বছর দুই বাদে তাদের একটি কন্যা সন্তান হয়। তারপর থেকে প্রিয়াঙ্কার উপর শুরু হয় মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অত্যাচার সহ্য করেন প্রিয়াঙ্কা। দীর্ঘ ১২ বছর পর পুত্র সন্তানের আশায় ফের সন্তানের জন্ম দেন প্রিয়াঙ্কা। কিন্তু, এবারও কন্যা সন্তান হয় তাঁর। এতে অত্যাচারের পরিমাণ আরও বাড়ে। গত কয়েকদিন ধরে নানাভাবে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার শুরু হয় প্রিয়াঙ্কার উপর। মঙ্গলবার তাঁকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয় কার্তিক। কোনও মতে স্বামীর হাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে বাপের বাড়িতে আসে সে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর এ বিষয়ে নরেন্দ্রপুর থানার অভিযোগ দায়ের করেন প্রিয়াঙ্কা। স্বামীর শাস্তির পাশাপাশি নিজের সন্তানদের ফেরত চাইছেন এই নির্যাতিতা গৃহবধূ।

নিয়ন্ত্রণরেখা ফের অশান্ত, কাঠুয়ায় সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের

জম্মু, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): হামলার মনোভাব থেকে পিছু হটছেই না পাকিস্তান। বিনা প্ররোচনায় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার ভোর পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলার হীরানগর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থিত ভারতীয় সেনাছাউনি ও সীমান্তবর্তী এলাকা লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে হামলা চালাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাত ৯.৫০ মিনিট থেকে বুধবার ভোর চারটে পর্যন্ত কাঠুয়া জেলার হীরানগর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর, কারোল কৃষ্ণা, পানসার এবং গুরনাম বর্ডার আউটপোস্ট লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে হামলা চালায় পাক সেনা। প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ এদিনের পাক হামলায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

নিয়ন্ত্রণরেখা ফের অশান্ত, কাঠুয়ায় সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের

জম্মু, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): হামলার মনোভাব থেকে পিছু হটছেই না পাকিস্তান। বিনা প্ররোচনায় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার ভোর পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলার হীরানগর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থিত ভারতীয় সেনাছাউনি ও সীমান্তবর্তী এলাকা লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে হামলা চালাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাত ৯.৫০ মিনিট থেকে বুধবার ভোর চারটে পর্যন্ত কাঠুয়া জেলার হীরানগর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর, কারোল কৃষ্ণা, পানসার এবং গুরনাম বর্ডার আউটপোস্ট লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে হামলা চালায় পাক সেনা। প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ এদিনের পাক হামলায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

সক্রিয় রোগী ৯,২৬৬ জন, তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১,৪৬২

হায়দরাবাদ, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনার মৃত্যুমিছিল ধীরে ধীরে কমছে তেলেঙ্গানায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্ত মাত্র একজনের মৃত্যু হয়েছে। তবে, সংক্রমণে রাশ টানা যাচ্ছে না। দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৫৬৫ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৭০,৮৮৩ এবং এযাবৎ মৃত্যু হয়েছে ১,৪৬২ জনের। স্বস্তি দিয়ে তেলেঙ্গানায় বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার সংখ্যা ২,৬০,১৫৫ জন।

বুধবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৫৬৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে একজনের। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২,৬০,১৫৫ জন করোনা-রোগী। মঙ্গলবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৯,২৬৬ জন। তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৬.০৩ শতাংশ।

সময় সীমা বাড়ল মেট্রো চলাচলের

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি. স.): নিউ নরমালে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে মেট্রো পরিষেবা। সময়সীমা বাড়লো মেট্রো চলাচলের। এবার থেকে সকাল সাড়ে আটটার বদলে সকাল সাতটার সময় ছুটবে দিনের প্রথম মেট্রো। সেই সঙ্গে বুধবার মেট্রোর তরফে জানিয়ে দেওয়া হল দিনের প্রথম এক ঘন্টা এবং রাত আটটার পর মেট্রোয় যাতায়াত করতে হলে ই পাস সংগ্রহ করতে হবেনা যাত্রীদের। অন্যদিকে সারাদিনে বৃদ্ধ, ১৫ বছরের কম বয়সী মহিলাদের ই পাসের প্রয়োজন হবে না। এই নিয়ম কার্যকরী হবে আগামী সোমবার থেকে।

বুধবার কলকাতা মেট্রো মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক ইন্দ্রানী বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এখন থেকে সাড়ে আটটার বদলে সকাল সাতটা থেকে চলবে মেট্রো। অন্যদিকে দিনের শেষ মেট্রো নোয়াপাড়া থেকে ছাড়বে ৯টা ২৫ মিনিটে। সেটি দমদম থেকে রওনা দেবে সাড়ে নটায়। একইসঙ্গে বাড়ানো হয়েছে মেট্রোর সংখ্যাও। এবার থেকে ১৯০টি মেট্রোর বদলে দৈনিক চলাচল করবে ২০৪টি মেট্রো।

এদিকে মেট্রোর ই পাসের ক্ষেত্রেও বদল আনা হয়েছে। মেট্রো শুরু হতেই ভিড় এড়ানোর জন্য ই পাস চালু করেছিল কর্তৃপক্ষ। তবে তখন থেকে কিভাবে ই পাস বুক করতে হবে তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল যাত্রীদের মধ্যে। অনেকেই ই পাস বুক করার ঝামেলা পোহাতে না চেয়ে মেট্রোকে এড়িয়ে চলতেন। এরপর মেট্রো কর্তৃপক্ষ প্রথম দফায় বৃদ্ধদের ইপাস বুক করা বাধ্যতামূলক নয় বলে জানিয়েছিল। আরো পরের ধাপে সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত মহিলাদের এবং ১৫ বছরের কম বয়সী দের ইপাস বাধ্যতামূলক নয় বলে জানানো হয়েছিল।

মেট্রো তরফে জানানো হল, সকাল সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত এবং রাত আটটার পরে শেষ মেট্রোয় যাতায়াতের জন্য আর ই পাস বুক করতে হবে না কোন যাত্রীকেই। পাশাপাশি এবার থেকে সারাদিন সব সময় বৃদ্ধ, ১৫ বছরের কম বয়সী এবং মহিলাদের জন্য কোনও ই পাসের প্রয়োজন হবে না।

রবিবার নিজের অবস্থান জানাতে পারেন শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি. স.): আগামী ৬ ডিসেম্বর রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করার কথা ছিল শুভেন্দু অধিকারীর। কিন্তু তার আগেই কার সঙ্গে দলের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে বলে সৌগত রায় প্রকাশ্যে জানাতেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শুভেন্দু বাবু। বৈঠকের ১২ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সৌগত রায়কে হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা দিয়ে জানিয়েছেন, 'একসঙ্গে কাজ করার সম্ভব নয়, মাফ করবেন'।

তবে পূর্ব নির্ধারিত সময় মত ৬ ডিসেম্বর রবিবারেই সাংবাদিক বৈঠক করে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করবেন শুভেন্দু অধিকারী। এমনটাই খবর তার ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে। ওইদিনই নিজের রাজনৈতিক অবস্থান এবং তার পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে জানাতে পারেন তিনি বলে জানা যাচ্ছে সূত্র মারফত।

মঙ্গলবার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সৌগত রায়ের উপস্থিতিতে প্রশান্ত কিশোর এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীর্ঘক্ষন বৈঠক হয় শুভেন্দু অধিকারীর। সেই বৈঠক করে সৌগত বাবু জানিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলেই রয়েছেন। তার সঙ্গে দলের যাবতীয় সমস্যা মিটে গিয়েছে। কিন্তু এর পরেই সৌগত রায়কে হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা পাঠিয়ে শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, "আমার বক্তব্যের সমাধান না করেই আমার উপর সব চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ৬ ডিসেম্বর আমার সাংবাদিক সম্মেলন করার কথা ছিল। সাংবাদিক সম্মেলন করে জানানোর কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই আপনারা প্রেসকে সব জানিয়ে দিলেন। ফলে একসঙ্গে কাজ করা মুশকিল। আমাকে মাফ করবেন'।

এর পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিয়ে অবশ্য সৌগত বাবু বলেছেন, তিনি যা বলেছিলেন সত্যি কথাই বলেছিলেন। যদি পরবর্তীকালে কেউ তার মত পরিবর্তন করে তাতে তাঁর কিছু করার নেই।

মাদক কান্ডে জামিন পেলেন রিয়া চক্রবর্তীর ভাই

মুম্বই, ২ ডিসেম্বর (হি. স.): মাদক কাণ্ডে জামিন পেলেন বলিউড অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তীর ভাই সৌভিক চক্রবর্তী। বুধবার মুম্বইয়ের বিশেষ নারকটিক আদালত অভিনেত্রীর ভাইয়ের জামিন মঞ্জুর করে। সম্প্রতি এই বিশেষ আদালতের কাছে নিজের জন্য জামিনের আর্জি রেখেছিলেন সৌভিক। নিজের জন্য জামিনের আবেদনে আদালতকে উদ্দেশ্য করে সৌভিক লিখেছিলেন, এই মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতি কোন বাণিজ্যিক পরিমাণের অভিযোগ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে নেই। তার কাছ থেকে বিপুল পরিমানের মাদক উদ্ধার হয়নি। সামান্য পরিমাণ মাদক নিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। ফলে এনডিপিএস ১৯৮৫ সালের ৩৭ নম্বর ধারা আবেদনকারীর ওপর বলবৎ করা যাবে না। এই মামলায় যতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের বয়ান থেকে স্পষ্ট যে আবেদনকারী মাদকচক্রকে আর্থিক ভাবে সাহায্য করেনি এবং কোন প্রকারের মাদক পাচারে নিজেকে জড়ায়নি।

উল্লেখ করা যেতে পারে সুশান্ত সিং রাজপুত এর মৃত্যুর পর তদন্তকারী আধিকারিকরা এই মৃত্যুর সঙ্গে মাদকের সংস্পর্শ খুঁজে পায়। ফলে তদন্তে নামে ন্যাশনাল নারকটিকস কন্ট্রোল বুরো। তদন্তে নেমে তারা রিয়া চক্রবর্তী এবং তার ভাই সৌভিককে গ্রেফতার করে। রিয়া চক্রবর্তী আগেই ছাড়া পেয়ে ছিল। এবার সৌভিকও জামিনে পেল।

কাছাড়ে সাংবাদিকের ওপর প্রাণঘাতী হামলা ও নিগ্রহের নিন্দা মুসলিম ছাত্র ফেড-এর

পাথারকান্দি (অসম), ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলা সদর শিলচর এবং কাটিগড়ায় সাংবাদিককে প্রাণনাশের হুমকি এবং প্রাণঘাতী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশন (এমএসএফ)-এর বরাক জোনাল কমিটি।

গত শনিবার কাছাড়ের কাটিগড়ায় সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন দুই ব্যক্তি। ওই দুর্ঘটনার খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে কপিতয় দুষ্কৃতকারীর হাতে প্রাণঘাতী হামলার শিকার হয়েছিলেন স্থানীয় সাংবাদিক ইমাদ উদ্দিন মজুমদার। বর্তমানে তিনি শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আজ বুধবার আসিমগঞ্জে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফেডারেশনের পদাধিকারীরা ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে ঘটনার সঙ্গে জড়িত দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশন-এর বরাক জোনের ইনচার্জ বদরুল হক বলেন, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের ওপর অর্তকিত হামলা মেনে নেওয়া যায় না। ঘটনার প্রায় পাঁচদিন অতিক্রান্ত হয়েছে। এখনও প্রকৃত দোষীদের গ্রেফতার করতে ব্যির্থ কাটিগড়া থানার পুলিশ। এতে স্বাভাবিক ভাবে সচেতন মহলে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তাঁরা ওই ঘটনার উপযুক্ত বিচার চেয়ে ভবিষ্যতে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা প্রদানে প্রশাসনকে যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আজকের সাংবাদিক সম্মেলন অন্যানন্যছদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ছাত্র ফেজারেশনের নিজামউদ্দিন কাইজার হুসেন, কাবিল আহমেদ প্রমুখ।

পাঁচদিনের সফরে গুয়াহাটিতে সংঘপ্রধান মোহন ভাগবত

গুয়াহাটি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : পাঁচদিনের সফর সূচি নিয়ে গুয়াহাটি এসেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরসংঘচালক মোহন ভাগবত। আজ বুধবার সংঘ-প্রধান ভাগবতের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের সৌজন্য সাক্ষাৎ করার কথা।

সংঘের এক সূত্র জানিয়েছে, গতকাল বিকেল প্রায় সাড়ে চারটে নাগাদ গুয়াহাটি বিমান বন্দরে অবতরণ করেন সরসংঘচালক মোহন ভাগবত। বিমানবন্দর থেকে তাঁকে সোজা নিয়ে যাওয়া হয়েছে মালিগাঁওয়ের আদিংগিরি পাহাড়ে অবস্থিত সেবাভারতী জনজাতি ছাত্রাবাসে। সূত্রটি জানিয়েছে, বাৎসরিক যোজনার অঙ্গ হিসেবে সংঘপ্রধান মোহন ভাগবতের এটা স্বাভাবিক সফর। বিশেষ কোনও কার্যক্রম রাখা হয়নি তাঁর জন্য। এই কয়দিন সংঘের উত্তর অসম, দক্ষিণ অসম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আরও কয়েকটি প্রান্তের বিভিন্ন স্তরের প্রচারক, বিবিধ ক্ষেত্র যেমন সেবাভারতী, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, বিদ্যাভারতী, সংস্কার ভারতী, ইতিহাস সংকলন সমিতি ইত্যাদির দায়িত্বপ্রাপ্তদের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে দফায় দফায় বৈঠক করে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের কার্যক্রম ও সংঘের কাজকর্মের খতিয়ান নিয়ে দিশা-নির্দেশ দেবেন। সূত্রটি জানিয়েছে, সংঘ-প্রধান এবার কোনও প্রকাশ্য সমাবেশ বা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন না। তিনি আগামী ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত গুয়াহাটিতে অবস্থান করবেন। তার পর যাবেন অরুণাচল প্রদেশ এবং নাগাল্যান্ডে। সেখানে সংঘের কাজকর্মের খতিয়ান নিয়ে ফের ১২ ডিসেম্বর গুয়াহাটি ফিরে এসে চলে যাবেন নাগপুর।

প্রসঙ্গত, জেডপ্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তাপ্রাপ্ত মোহন ভাগবতের আগমনকে কেন্দ্র করে নিশ্ছিদ্র বলয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে আদিংগিরি পাহাড়ে তাঁর অবস্থানস্থলের চতুর্পার্শ। কামরূপ মহানগর জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের কড়া নজরে গোটা এলাকা।

আসদ্দর আলি ইচাবিল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন অধ্যক্ষ

বাজারিছড়া (অসম), ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি প্রাথমিক শিক্ষা খণ্ডের অধীন ইচাবিল সমল মণ্ডল কেন্দ্রের ইচাবিল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন অধ্যক্ষ পদে আনুষ্ঠানিক ভাবে দায়িত্ব ভার সমঝে নিয়েছেন আসদ্দর আলি। তিনি এই বিদ্যালয়েরই ইংরেজি বিষয় শিক্ষক। বিদায়ী অধ্যক্ষ বাবুলচন্দ্র পালের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন আসদ্দর।

গত ৩০ নভেম্বর বিদায়ী অধ্যক্ষ বাবুলচন্দ্র পাল দীর্ঘ শিক্ষকতার চাকরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। প্রসঙ্গত, নবানিযুক্ত আসদ্দর আলি এর আগে কিছুদিন এই বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব ভার পালন করেছিলেন। আজ বুধবার নতুন অধ্যক্ষের কার্যভার গ্রহণ অনুষ্ঠানে অন্যাভন্যঅদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এসএমডিসি সভাপতি রমেশচন্দ্র কানু, সমাজসেবী হাজি খসরুল ইসলাম, বিষয় শিক্ষক সুজিত ঘোষ, চয়ন ধর, সহকারী শিক্ষক আব্দুল মুক্তাধির, অমিতাভ গোয়ালা, বড়বাবু শিবুরাম কানু প্রমুখ।

চণ্ডীগড়ের যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ আটকাল পুলিশ

চণ্ডীগড়, ২ ডিসেম্বর (হি. স.) : কেন্দ্রের নতুন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভরত কৃষকদের হয়ে চণ্ডীগড়ে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টারের বাসভবনে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে পুলিশের বাধা পেল যুব কংগ্রেস এবং এনএসইউআই এর কর্মী-সমর্থকরা। চণ্ডীগড় পুলিশের তৎপরতায় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের অনেক আগেই আটকে যেতে হয় যুব কংগ্রেস কর্মীদের। যুব কংগ্রেস ও এনএসইউআই কর্মী সমর্থকদের লক্ষ্য করে জলকামান চালায় পুলিশ। হালকা লাঠিচার্জ করা হয়। পুলিশের অভিযোগ বিক্ষোভরত যুব কংগ্রেস কর্মীরা পাথর ছোড়ে। তাতে দুই সাংবাদিকসহ ১২ জন জখম হয়েছে। আহতদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় ২৪ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বরেন্দ্র সিং টিল্লোর নেতৃত্বে যুব কংগ্রেস এবং এনএসইউআই কর্মীরা চণ্ডীগড়ের সেক্টর ১৫ অবস্থিত কংগ্রেস কার্যালয় থেকে সেক্টর ২ অবস্থিত মুখ্যমন্ত্রীর ভবনের দিকে রওনা দেয়। সেই সময় মাঝপথেই পুলিশ বাধা দেয়। শুরু হয় দুই তরফের খণ্ডযুদ্ধ। ব্যারিকেড এর মাধ্যমে বিক্ষোভকারীদের আটকানো হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য জলকামান চালানো হয়। করা হয় লাঠিচার্জ।

উত্তরপ্রদেশে মহিলাদের ওপর অত্যাচার বৃদ্ধি পাওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বডরা

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি. স.) : বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে মহিলাদের ওপর বেড়ে চলা অপরাধ নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বডরা। মহিলাদের ওপর নির্যাতন রুখতে পুরোপুরি ব্যর্থ রাজ্য প্রশাসন বলে বুধবার দাবি করেন প্রিয়াঙ্কা।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে প্রিয়াঙ্কা বুধবার নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, দ্বিচারিতা এবং মিথ্যা সর্বত্র প্রচার করা যখন কোনো সরকারের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তখন মিশনগুলো ব্যর্থ হতে থাকে। বিজেপি সরকারের মিশন শক্তি প্রকল্প ব্যর্থ হয়েছে। রাজ্যে মহিলাদের ওপর অপরাধ রুখতে ব্যর্থ হয়েছে এই প্রকল্প।

উল্লেখখ করা যেতে পারে ২৩ অক্টোবর একটি রিপোর্টে জানা যায় উত্তর প্রদেশের ভাদোহি জেলায় এক বছর ২১ মহিলাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়।ঘটনা ঘটার একমাস পর পুলিশ মামলা নথিভুক্ত করে পাঁচ জনকে আটক করে। পুলিশের কেন এতটা সময় লাগলো তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রিয়াঙ্কা। প্রসঙ্গত রাজ্যজুড়ে মহিলাদের ওপর নির্যাতন কমাতে ১৭ অক্টোবর মিশন শক্তি প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

কৃষক বিক্ষোভ নিয়ে অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক কৃষিমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): দিল্লির সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে কৃষক আন্দোলন অব্যাহত। মঙ্গলবার দিল্লির বিজ্ঞানভবনে কৃষক নেতাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রীর বৈঠক হওয়ার পরেও নির্ণয় কোন সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসেনি। গোটা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বাসভবনে গিয়ে বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর, রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

মঙ্গলবার ৩২টি কৃষক সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করে বেরিয়ে এসে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর দাবি করেন, "বৈঠক ভালো হয়েছে। ৩ ডিসেম্বর ফের বৈঠকে বসা হবে।" গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর, রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। এর আগে অমিত শাহ বিক্ষোভরত কৃষকদের কোন "স্ট্রাকচার্ড" এলাকায় গিয়ে আন্দোলন করার কথা বলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই দাবি খারিজ করে দেয় কৃষকরা।

দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পিছনে ধাক্কা গাড়ির, ছত্তিশগড়ে পরিবারের ৪ জনের মৃত্যু

কোন্ডাগাঁও (ছত্তিশগড়), ২ ডিসেম্বর (হি.স.): ছত্তিসগড়ের কোন্ডাগাঁও জেলায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে টর্রাকের পিছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল একটি যাত্রীবোঝাই গাড়ি। ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের ৪ জন সদস্যের। ওই পরিবারের একজন আত্মীয় গুরুতর আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জোবা গ্রামের কাছে ৩০ নম্বর জাতীয় সড়কে। দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম-পেন্টা কানওরে (৬২), তাঁর স্ত্রী প্রভা এবং তাঁদের দুই ছেলে অবিনাশ (২৪) ও রাহুল (১৪)। অবিনাশ গাড়ি চালাচ্ছিলেন।

পুলিশ সূত্রের খবর, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটিকে দেখতে না পেরে সজোরে ধাক্কা মারে গাড়িটি। ফলে গাড়িটি ট্রাকের একেবারে পিছনে ঢুকে যায়। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৪ জনের, ৩০ বছর বয়সী একজন আত্মীয়কে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

করিমগঞ্জের সলগইয়ে বালু উত্তোলনের মেশিনে বিস্ফোরণ, গুরুতর আহত এক

পাথারকান্দি (অসম), ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত সলগইয়ে বালু উত্তোলনের মেশিন বিস্ফোরণে এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। তাঁকে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।

দোহালিয়া রেঞ্জের অধীন সলগই বিট ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন লঙ্গাই নদী থেকে অন্যদিনের মতো মোটর লাগিয়ে বালু উত্তোলন করছিলেন বছর ৩৫-এর জনৈক রাজেন কেঁওর। জানা গেছে, মেশিনটি চালু করার আগে এতে আগুনের ছ্যাঁকা দিতে হয়। আজ বুধবার বেলা একটা নাগাদ মেশিন চালু করতে গিয়ে যথারীতি আগুনের ছ্যাঁকা দিচ্ছিলেন রাজেন। এক সময় অসাবধানতাবশত আগুন মূল ইঞ্জিনের সংস্পর্শে চলে গেলে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে রাজেনের মুখমণ্ডল ও দুই হাত ঝলসে গেছে। রাজেন সলগই বাগানের জনৈক যুগল কেঁওরের ছেলে বলে জানা গেছে।

ঘটনা সম্পর্কে সলগই ফরেস্ট বিট অফিসার সাদিক আহমেদ চৌধুরী জানান, বিস্ফোরিত মেশিনে র ব্যাপারে তিনি অবগত নন। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ঘটনা সম্পর্কে খতিয়ে দেখবেন, জানান চৌধুরী। তিনি জানান, জখম রাজেন কেঁওরকে সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে পাথারকান্দি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে তাঁকে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

সোনিয়ার সম্মতি, ভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত বি ভি শ্রীনিবাস

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : সম্মতি দিয়েছেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। তাই ভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত হলেন বি ভি শ্রীনিবাস। বুধবারই বি ভি শ্রীনিবাসকে ভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত করা হয়েছে। কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপালের ইস্যু করার সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বি ভি শ্রীনিবাসকে ভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত করেছেন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় যুব কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল বি ভি শ্রীনিবাসকে। আগস্ট মাস থেকেই দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি। বুধবার থেকে পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হল শ্রীনিবাসকে।

প্রয়াত বাজারিছড়ার ধর্মপ্রাণ মহিলা প্রমীলা ধর

বাজারিছড়া (অসম), ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : পরলোক গমন করেছেন করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজারিছড়া থানাধীন কালাছড়া গ্রামের প্রবীণ ধর্মপ্রাণা মহিলা প্রমীলা ধর। বেশ কিছুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন তিনি। অবশেষে মঙ্গলবার রাতে কালাছড়ায় তাঁর নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রবীণ মহিলাটি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। রেখে গেছেন চার পুত্র, দুই কন্যা, নাতি নাতিনি সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ।

কালাছড়ার শশ্মানঘাটেই প্রয়াত প্রমীলা রানির শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। একজন ধর্মপ্রাণা মহিলা হিসেবে তিনি সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। গ্রামের বিভিন্ন সামাজিক কাজেও তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। প্রমীলা ধরের মৃত্যুতে গোটা কালাছড়া এবং তাঁর পরিচিত মহলে শোক বিরাজ করছে।

দিল্লিতে নতুন করে ৮২ জনের মৃত্যু, করোনা-সংক্রমিত বেড়ে ৫,৭৮,৩২৪

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। দিল্লিতে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৯৪৪ জন। এছাড়াও নতুন করে আক্রান্ত ৮২ জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে মারণ এই ভাইরাস। বিগত ২৪ ঘন্টায় অবশ্য সুস্থ হয়েছেন ৫,৩২৯ জন। সবমিলিয়ে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৫,৭৮,৩২৪। মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯,৩৪২ জন।

বুধবার দিল্লি সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫,৩২৯ জন সুস্থ হওয়ার পর দিল্লিতে মতো সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩০,৩০২ জন। ৮২ বেড়ে দিল্লিতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯,৩৪২ জন। রাজধানীতে এযাবৎ সুস্থ হয়েছেন ৫,৩৮, ৬৮০ জন।

৭৫ বেড়ে পাকিস্তানে করোনায় মৃত ৮,১৬৬, দৈনিক আক্রান্ত ২,৮২৯ জন

ইসলামাবাদ, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): পাকিস্তানে আরও একটা খারাপ দিন। একধাক্কায় ফের অনেকটাই মৃত্যু বাড়ল পাকিস্তানে, বাড়ল কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও। মৃত্যু যেমন বাড়ছে, তেমনই বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৮২৯ জন। মঙ্গলবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৭৫ জনের। গত ৯ জুলাইয়ের পর যা সর্বাধিক। পাকিস্তানে এযাবৎ করোনা কেড়ে নিয়েছে ৮,১৬৬ জনের প্রাণ। বুধবার পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড অপারেশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৮২৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭৫ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,০৩,৩১৩। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪৯,৭৮০। এযাবৎ ইমরান খানের দেশে সুস্থ হয়েছেন ৩,৪৫,২৬৫ জন, শেষ ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২,০৭৯ জন।

রাজ্য সরকারের ক্লার্কশিপ পরীক্ষার জন্য রবিবার চলবে বাড়তি মেট্রো

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি. স.): রবিবার পশ্চিমবঙ্গ ক্লার্কশিপ পরীক্ষার জন্য মেট্রো সংখ্যা বাড়ানো হলো। ওইদিন ৬৮ টি মেট্রোর বদলে চলবে ৭৪টি মেট্রো। বুধবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এমনটাই জানানো হয়েছে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে।

ওই বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, রবিবার প্রথম মেট্রো কবি সুভাষ থেকে সকাল ১০টার বদলে ছাড়বে নটার সময়। অন্যদিকে নোয়াপাড়া থেকে ১০টা ১৩ মিনিটের বদলে ৯টা ১৩মিনিটে চলবে প্রথম মেট্রো। এদিকে দিনের শেষ মেট্রো কবি সুভাষ এবং দমদম থেকে ছাড়বে রাত ৯টায়। একইভাবে নোয়াপাড়া থেকে শেষ মেট্রো ছাড়বে ৮টা ৫৩ মিনিটে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ একইসঙ্গে জানিয়েছে, রবিবার পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কোনরকম ই পাস বুক করার প্রয়োজন হবে না। সেক্ষেত্রে গেটে প্রবেশের সময় তাদের পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড প্রমাণস্বরূপ হিসেবে দেখাতে হবে।

ফের আন্দোলনে নামছেন নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার মেধাতালিকার প্রার্থীরা

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন আয়োজিত প্রথম এসএলএসটি নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার মেধাতালিকার চাকরিপ্রার্থীরা ফের আন্দোলনে নামছেন। তাঁদের অভিযোগ, সরকার বারবার কথা দিয়ে তা ভাঙছেন।

বুধবার এই অপেক্ষমান প্রার্থীরা আচার্য সদন গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের দেখা পাননি। গত ২৭ নভেম্বর তিনি এই চাকরিপ্রার্থীদের ২ ডিসেম্বর অর্থাৎ আজ দেখা করার কথা বলেন।

বুধবার চাকরিপ্রার্থীদের তরফে চন্দন প্রধান 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বার বার বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের কথা বললেও এই নবম-দ্বাদশ শ্রেণির অপেক্ষমান চাকরি প্রার্থীরা এখনও তাঁদের নিয়োগ পাননি। তাই আমরা খুব শীঘ্রই বৃহত্তম অন্দোলনের পথে নামতে চলেছি।

২০১৬ সালের পর এই অপেক্ষমানরা চার বছর নিয়াগের অপেক্ষায় বসে আছেন। এই পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়াগের অনিয়ম, মেধা তালিকায় ত্রুটি এবং গেজেট অনুসারে ১ : ১.৪ আনুপাতিক হারে নিয়াগে না হওয়ায় বিগত ২০১৯ এর ফেব্রুয়ারী - মার্চ মাসে এই অপেক্ষমান চাকরিপ্রার্থীরা কলকাতার রাজপথে প্রেস ক্লাবের সামনে অনশনে বসেন। অনশনের ২৯ তম দিনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে মেধা তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের কোনওভাবে বঞ্চিত না করে সকলকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি সম্মান জানিয়ে ও ভরসা রেখে এই চাকরিপ্রার্থীরা সেই অনশন প্রত্যাহার করেন। উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য উভয় পক্ষের কয়েকজনের প্রতিনিধি দল গঠনের নির্দেশ দেন। উক্ত প্রতিনিধিদল ঠিক কী রিপোর্টে দিলেন, তা আজও চাকরিপ্রার্থীরা জানতে পারলেন না। তার ফলশ্রুতিতে তাঁরা হতাশ ও স্তম্ভিত হয়ে পড়েছেন।

বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে প্রচুর শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা নিয়াগে পাননি। এমতাবস্থায় গত ২৭ শে নভেম্বর এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর 'জনতার দরবারে' তাঁরা আবেদনপত্র নিয়ে যান। কিন্তু ওখানে থাকা প্রতিনিধি বিষয়টি দেখার পর সেই আবেদন নিতে অস্বীকার করে। এর পর ওই দিনই চাকরিপ্রার্থীরা স্কুল সার্ভিস কমিশনের অফিস আচার্য সদনে স্মারকলিপি দিতে যান। চেয়ারম্যান আজ দেখা করার কথা দিয়েও দেখা করলেন না বলে অভিযোগ

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে পাল্টা সায়ন্তন বসুকে কটাক্ষ অরূপ রায়ের

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি. স.): শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে আসতে চাইলে তাকে স্বাগত জানিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু। তবে সায়ন্তন বসুকে পাল্টা কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল নেতা অরূপ রায়। কটাক্ষ করে তিনি জানিয়েছেন, 'আশায় বাঁচে চাষা'।

শুভেন্দু অধিকারীর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে বিগত কয়েকদিন ধরে বিস্তর জলঘোলা হচ্ছে। দলের সঙ্গে তার সম্পর্কের সমীকরণ যে জটিল থেকে জটিলতর দিকে যাচ্ছে তা বলার অবকাশ রাখে না। এদিকে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দলের সম্পর্কের অবনতি কে হাতিয়ার করে পাল্টা ময়দানে নেমেছে বিরোধীদল গুলি। তাঁর মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরেই তাকে বিজেপিতে স্বাগত জানিয়েছেন মুকুল রায়, দিলীপ ঘোষ সহ বিজেপি নেতৃত্বরা। এদিকে বিজেপির সর্বভারতীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা জল্পনা উস্কে দিয়ে জানিয়েছেন, 'অধিকারী পরিবারই তৃণমূলের চিরকালই বঞ্চিত। তাই শুভেন্দুর মতো ভালো ছেলে দলে এলে দল লাভবান হবে'।

বিজেপির এই সমস্ত জল্পনা-কল্পনা কে ভেস্তে দিয়ে তৃণমূল নেতারা জানিয়েছেন, 'আশায় বাঁচে চাষা । চাষা তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে কখন বৃষ্টি হবে ।' একইসঙ্গে বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসুকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'শুভেন্দু আমাদের দলের সম্পদ । শুভেন্দু দলে থাকবে এটাই স্বাভাবিক ।তিনি লড়াই করে নেতা হয়েছেন ।সুতরাং যা করেছেন ঠিক করেছেন । তাঁকে আমি অভিনন্দন জানাই।

করোনা মোকাবিলা নিয়ে রাজ্যপালের অভিযোগকে পূর্ণ সমর্থন দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি. স.) : করোনা মোকাবিলায় রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের অভিযোগকে পূর্ণ সমর্থন করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

বুধবার 'নাইসেড'-এ এক অনুষ্ঠানের ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন জগদীপ ধনকর। তিনি বলেন, কেন্দ্রের আয়ুষ্মান প্রকল্প চালু করেনি বাংলার সরকার। আরও একবার রাজ্যের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন তিনি। এছাড়াও করোনা মোকাবিলায় ফের সুর চড়ান।

পরে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যপাল পিপিই কিট, স্যানিটাইজার, মাস্ক, গ্লাভস ইত্যাদি নিয়ে করোনা অতিমারির সময় ঘটে যাওয়া দুর্নীতি নিয়ে যে কথা বলেছেন, আমরাও সেই একই কথা বলছি। এগুলো সরবরাহ করা হয়েছে তৃণমূলের পৃষ্ঠপোষকদের কোষাগার আরও পরিপূর্ণ করতে। তা করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের থেকে অবিশ্বাস্য চড়া দাম নেওয়া হয়েছে এই সকল আবশ্যক পণ্য দ্রব্যের।

দিলীপবাবু এ দিন শুভেন্দু অধিকারী প্রসঙ্গে বলেন, কেবলমাত্র এই কথাই বলা যেতে পারে যে সৌগত রায়ের কথায় বিশ্বাস করা দুষ্কর। কিন্তু আমাদের দলে কে যোগদান করবেন বা করবেন না, তা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বলা সম্ভব নয়। ভারতীয় জনতা পার্টির দরজা চিরকাল তাঁদের জন্য খোলা যাঁরা বাংলার প্রকৃত পরিবর্তনের কান্ডারী রূপে এগিয়ে আসতে সংকল্পবদ্ধ। তৃণমূলের নেতৃত্বের মধ্যে কী কথোপকথন চলবে বা তাঁরা কে, কী সিদ্ধান্ত নেবেন, তা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। বিজেপি নিজের ছন্দে কাজ করে। যাঁরা অন্য দল থেকে এসে আমাদের সাথে হাত মিলিয়েছেন, তাঁদের একসাথে নিয়ে আমরা আসল পরিবর্তন আনব বাংলায়।

আমফানের দুর্নীতির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রমাণ করবে তৃণমূল শুধু মাত্র লুটেরাদের পার্টি : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি. স.) : আমরা নিশ্চিত যে আমফানের দুর্নীতির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রমাণ করবে তৃণমূল শুধুমাত্র লুটেরাদের পার্টি তাতে সিলমোহর দেবে ঊ বিজেপি রাজ্য সভাপতি ও মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন।

আমফান ক্ষতিপূরণ বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ টাকা (২,৭০৭.৭৭ কোটি) তছরুপের হিসাব চেয়ে কলকাতা হাই কোর্ট আগামী তিন মাসের মধ্যে ক্যাগকে (ক্যাগ) রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ঊ দিলীপবাবু বলেন, বিজেপি এই রায়কে স্বাগত জানায় এবং দাবি করে যেন আসল দোষীরা সাজা পায়।

এটা খুবই দুর্ভাগ্যের যে তৃণমূলের ছোট, বড়ো ও মেজো নেতারা টাকা খেতে খেতে এমন জায়গায় নিজেদের নিয়ে গেছে যে আমফানের মতো দুর্ঘটনার পরেও গরিব মানুষের প্রাপ্য টাকা মেরে নিজদের সিন্দুক ভর্তি করেছে ঊ এদের না আছে কোনও লাজ-লজ্জা, না আছে সামাজিক দায়বদ্ধতা ঊ আমরা হাই কোর্টের প্রতি কৃতজ্ঞ 'ক্যাগ'-কে তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার জন্যঊ

আজ এটা প্রমাণিত সত্য যে তৃণমূলের নেতারা গরিব, প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষকে শোষণ করেই নিজেদের জীবন নির্বাহ করেঊ তাই এবার সাধারণ মানুষকেই বিচার করতে হবে যে তারা এই অগণতান্ত্রিক, অমানবিক এবং ভোট ডাকাতির সরকারকে ক্ষমতায় পুনর্বহাল করবে না বিজেপিকে ক্ষমতায় এনে পশ্চিমবঙ্গের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে সোনার বাংলা গঠনের প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করবে?

নিয়োগের দাবিতে সল্ট লেকে চাকরিপ্রার্থী শিক্ষকদের লাগাতার অনশন অবস্থান

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি. স.) : নিয়োগের দাবিতে মঙ্গলবার দুপুর থেকে সল্ট লেকে শিক্ষা আবেদনকারী শিক্ষকদের লাগাতার অনশন চলছে। রাতভর অবস্থানের পর বুধবার অসুস্থ হয়ে পড়েন ওঁদের কয়েকজন।

আন্দোলনকারীদের তরফে সঞ্জিত সাধুখাঁ 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বুধবার সন্ধ্যায় বলেন, "আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থী মঞ্চর এই সংগ্রাম ও অনশনে ২,২৫০ জন চাকরি প্রার্থী (মেধাতালিকাভূক্ত ও সাক্ষাৎকার দেওয়া মেধাতালিকাভূক্ত-বহির্ভূত) গ্রেফতার হবার পরও আমরা প্রায় ৬০০ চাকরিপ্রার্থী অনশন করছি। অনশনরত প্রায় ২০০ মহিলা চাকরিপ্রার্থী খুব সমস্যায় পড়েন। কারণ তাঁদের কোনও রকম বায়ো টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়নি। আমরা চেষ্টা করলেও পুলিশ তা বসাতে দেয় নি। বলেছে পুরসভার অনুমতি লাগবে। আমাদের কয়েকজন মহিলা চাকরিপ্রার্থী বিধাননগরের মেয়রের সাথে দেখা করতে গেলে উনি দেখা করেননি। বুধবার দুপুরে বিজেপি নেতা দেবজিৎ সরকার এসে দীর্ঘদিন নিয়োগ না হওয়ায় ক্ষোভ জানিয়ে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এই আন্দোলন দীর্ঘ অনশনে যাবে, যদি বিশেষ বেঞ্চ বসিয়ে নির্দেশ না দেওয়া হয় এবং যদি অন স্পট কাউন্সেলিং না হয়। ততক্ষণ আমরা এই মঞ্চ ও অনশন ছাড়ব না। আমাদের দীর্ঘ সাত বছরের যন্ত্রনা সহ্য করতে পারছি না।

২৪,৭১৭ জন মেধাতালিকাভূক্ত এবং সাক্ষাৎকার দেওয়া সব প্রার্থীকে তালিকায় স্থান দিতে হবে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আসন বাড়িয়ে নিয়োগ করতে হবে। দীর্ঘ সাত বছরে শুধু ১৪,৩৩৯ শূন্য পদ হতে পারে না। ৫,০০১ নতুন শূন্য পদ শিক্ষা দফতর থেকে অনুমোদন পেয়েছে। ৫,০০৮টি নতুন তৈরি হওয়া স্কুলের শূন্য পদ অনুমোদন পেয়েছে শিক্ষা দফতর থেকে। আমাদের দাবি অন স্পট কাউন্সেলিং নোটিশ না দেখে আমার অনশন ছেড়ে যাবোনা।

আমাদের কয়েক জন চাকরিপ্রার্থী মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেই আদালতের উপরে দোষ চাপিয়ে দিলেন। যে আইনি রায় না দিলে সরকার কিছু করতে পারবে না। আমাদের প্রত্যুত্তর, আমরাও অনশন ছেড়ে উঠবো না।"

মঙ্গলবার আন্দোলকারী মাদ্রাসা শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি হল রাজ্য

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি. স.) : আগামী ৮ ডিসেম্বর আন্দোলকারী মাদ্রাসা শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি হল রাজ্য সরকার। ওয়েস্ট বেঙ্গল রেকগনাইজড আন এডেড মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে মঙ্গলবার বিধান মার্কেটের সামনে থেকে মিছিল সহকারে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে শান্তিপূর্ণ অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি ছিল। ওখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর নবান্ন অভিযান করবে বলে সংগঠনের তরফ থেকে ঠিক ছিল। গান্ধী মূর্তির পাদদেশে শান্তিপূর্ণ অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি করার জন্য সেনাবাহিনীর অনুমতি ছিল। সেটির প্রতিলিপির সঙ্গে পুলিশি সমস্ত রকম সহযোগিতা চেয়ে সংগঠনের তরফ থেকে আবেদন করা হয়েছিল লালবাজারকে। কিন্তু মাদ্রাসার শিক্ষকরা বিধান মার্কেটের সামনে থেকে মিছিল শুরু করে সেই সময় কলকাতা পুলিশ আন্দোলনকারী শিক্ষক শিক্ষিকাদের টেনে হিঁচড়ে রক্তাক্ত করে ভ্যানে তুলে লালবাজারে নিয়ে যায়।

সংগঠনের সহ সম্পাদক আসাদুজ্জামান এই প্রতিবেদককে বলেন, পুলিশ আমাদের সঙ্গে অসম্ভব অভদ্র ব্যবহার করে, হুমকি দেয়। কিন্তু সরকারি পদস্থ আমলার দেখা করার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ পুলিশকর্তাদের কাছ থেকে পাওয়ার পর রাত সাড়ে এগারোটায় ছাড়া পাই। এর পর ১৩০ জন সারা রাত স্টেশনের প্লাটফর্মে কাটিয়েছি।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সেখ জাভেদ মিঞাদাদ বলেন, গতকাল আমাকে পুলিশ নির্মম ভাবে প্রহার করে। আমার হাত কেটে রক্ত বের হয়। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক পলাশ রোম সাহেবের জামা চিঁড়ে দেওয়া হয়। শতাধিক শিক্ষক শিক্ষিকাকে লালবাজারে আমরন অনশন কর্মসূচি শুরু করেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন, কোনও রকম জামিন না নেওয়ার। এরপর পুলিশ প্রশাসন নড়ে বসে। সংগঠনের রাজ্য যখন আমরা লালবাজারে রাত্রি যাপন করব বলে অনড় থাকি তখন আমাদের বড়ো বাবুর অফিসে ডেকে পাঠানো হয়। সেখানে গিয়ে আমরা জানতে পারি পুলিশ কমিশনার মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে এবং মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমাদের তিন জন প্রতিনিধির সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন মাদ্রাসা দফতরের প্রতিমন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লার সঙ্গে। কিন্তু আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। এরপর উনি আবারও কথা বলে মাদ্রাসা দফতরের সচিব গোলাম আলী আনসারীর সঙ্গে আগামী মঙ্গলবার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। আমরা পুলিশ প্রশাসনকে এটা জানিয়ে আমাদের আন্দোলন প্রত্যাহার করি যে যদি আমাদের আলোচনা ফলপ্রসূ না হয় তাহলে আমরা আগামী দিনে আবারও বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।

সংবিধান এবং আদালতকেও মানতে চান না মুখ্যমন্ত্রী, অভিযোগ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি. স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংবিধান এবং আদালতকেও মানতে চান না। বিজেপি রাজ্য সভাপতি ও মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন। দিলীপবাবু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে রাজ্য সরকার কেন্দ্র থেকে কোনও রকম অনুদান নেয়নি। সারদা বা নারোদ মামলায় কোনও রকম তৃণমূলী যোগ ছিল না। কিন্তু মহামান্য আদালত তাঁর বিচারের অন্য কথা তুলে ধরেছেন বারংবার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একথাও বলেছেন যে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে রাজ্য সরকারের পিছনে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা একজন সাংবিধানিক পদে থাকা মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শোভা পায় না। এই সকল কথা বলে তিনি সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ করছেন যাতে তার পৃষ্ঠপোষকরা নিষ্কৃতি পান। মহামান্য আদালত যখন সিএএ পাস করার পরেও মুখ্যমন্ত্রী মহামান্য আদালতের কথা মানতে নারাজ।

তৃণমূল যেভাবে বিজেপি নেতাদের বহিরাগত আখ্যা দিয়ে চলেছে, তারা হয়ত ভুলে যাচ্ছে যে আমাদের বিশ্বকবি তিনটি মহাদেশে বাংলার নাম উজ্জ্বল করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী যিনি একজন গুজরাটি তিনি সারা দেশে এবং পৃথিবীতে এক মহামানব হিসেবে চিহ্নিত হন। বঙ্কিমচন্দ্র, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মত মানুষ কখনই কেবল একটি রাজ্যের হতে পারেন না এনারা পুরো দেশের গর্ব। যে সোনার বাংলা সারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করে এসেছে, সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীর এ হেন কথা বাঙালি সংস্কৃতির সাথে মিল খায় না।

সুইমিং পুল চালুতে এখনও সম্মতি নেই কেএমডিএ ও পুরসভার

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি. স.) : শহরের কোনও সুইমিং পুল চালুতে এখনও সম্মতি নেই কেএমডিএ ও পুরসভার ।করোনার সংক্রমণ এড়ানোর চেষ্টায় এই সতর্কতা।

লকডাউন পর্বে গত ২৩ মার্চ থেকেই কলকাতা পুরসভা ও কেএমডিএনিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন পার্ক ও সুইমিং পুল বন্ধ করে দেওয়া হয়। আনলকডাউন পর্বে এই বিধিনিষেধ একে একে শিথিল হচ্ছে। কলকাতা পুরসভার উদ্যান বিভাগের প্রশাসক দেবাশিস কুমার বুধবার জানান, "কেএমডিএ এবং পুরসভার অধীন অধিকাংশ পার্ক ভোর ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা খোলা হবে। তবে দেশপ্রিয় চিলড্রেন পার্কের মতো উদ্যানগুলি আপাতত বিকেলেও বন্ধ রাখা হবে।'

ছ''বছর ধরে আবেদন করে পাট্টা না পাওয়ায় দুয়ারে সরকারের শিবির মুখো হলেন না কাঁকসার ২ নং কলোনীর শতাধিক পরিবার

দুর্গাপুর, ২ ডিসেম্বর(হি.স.): আধার কার্ড আছে। ভোটার কার্ডও আছে। কংক্রিট হয়েছে গ্রামের রাস্তা। অথচ ছ''বছর ধরে আবেদন করেও জোটেনি বসত জমির পাট্টা। আর সেই অভিমানে দুয়ার সরকারের পরিষেবা নিতে শিবিরমুখোই হলেন না কাঁকসার ২ নং কলোনীর প্রায় শতাধিক পরিবার। কাঁকসা পঞ্চায়েতের ২ নং কলোনী। প্রায় হাজার দুয়েক লোকের বসবাস। বেশীরভাগই পূর্ববঙ্গ থেকে আসা। রয়েছে মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবার। প্রায় ৬০- ৭০ বছর ধরে বসবাস করছে। বিগত বাম জামনায় এলাকার অধিকাংশ পরিবার পাট্টা পেয়েছিল। বাকি ছিল প্রায় ১০০ টি পরিবার। পরিবর্তনের আশায় নতুন করে স্বপ্ন দেখে ছিল। অভিযোগ, গত ২০১৪ সাল থেকে ২০১৯ সাল তিনবার আবেদন করা হয়েছে। অথচ পাট্টা দেওয়া হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা আনন্দ মন্ডল, রূপালি রায় প্রমুখ জানান, 'বিগত ৬০ বছর ধরে বসবাস করছি। রাজ্যে পালা বদলের পর তিনবার আবেদন করেছি। তারপরও পাট্টা হয়নি। পাট্টা না পাওয়ায় সরকারি প্রকল্পে বাড়ীও পাচ্ছি না। কেন পাট্টা পাচ্ছি না, আমরা ধোঁয়াশায় রয়েছি।' মঙ্গলবার থেকে কাঁকসা ব্লকে দুয়ারে সরকারের পরিষেবা প্রদানের কাজ শুরু হয়েছে। বুধবার ছিল কাঁকসা পঞ্চায়েতে। এদিন সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানের নানান দফতরের স্টল থাকলেও কার্যত মাঠশুন্য ছিল শিবির। হাতগোনা শ''খানেক লোক ছিল। অভিযোগ উঠেছে, কাঁকসা পঞ্চায়েত এলাকায় দুয়ারে সরকারের সেভাবে প্রচার হয়নি। যার ফলে উৎসাহী মানুষের ভিড় কম ছিল। কাঁকসা পঞ্চায়েত প্রধান শুক্লা সিং জানান,' দু''শর বেশী মানুষ পরিষেবা নিতে এসেছিল। আরও আসছে। বাকি দিনগুলোতে হয়তো অনেকে আসবে।' তবে এদিন ২ নং কলোনীর আর এক বাসিন্দা রিনা দাস জানান,' তিনবার আবেদন করেছি। তারপরও জোটিনি। তাই আস্থা হারিয়ে গেছে এই সরকারের ওপর।

বৈঠক

● প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রতনলাল কাটারিয়াকে কালো পতাকা দেখান একদল প্রতিবাদী। সেই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক অসীম গোয়েল। ছিলেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বও। একটি রেলপ্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে ঝান্ডিলে এসেছিলেন কাটারিয়া। তাঁর বক্তব্য চলাকালীনই তাঁকে কালো পতাকা দেখানো হয়।

চার

● প্রথম পাতার পর

পর পরই স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে যান। খবর পাঠানো হয় আমতলী থানার পুলিশ এবং দমকল বাহিনীকে।খবর পেয়ে পুলিশ এবং দমকল বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।দুর্ঘটনাস্থল থেকে আহত চারজনকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন জলের ট্যাংকের চালকের অসাবধানতা এবং দ্রুতগামী তার কারণেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে পুলিশ এ ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুটি গাড়ি আটক করেছে। স্থানীয় জনগণ জানিয়েছেন বাইপাস রোডে বর্তমানে খাদ খন্দরে পরিণত হয়েছে। তদুপরি যানবাহন দ্রুতবেগে চলাচল করে। তাতে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে।অবিলম্বে বাইপাস রোড সংস্কার করা এবং যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করার জন্য স্থানীয় জনগণ প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছে।

কৃষক

● প্রথম পাতার পর

নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের এ ধরনের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে আটটি বামপন্থী সংগঠন আগরতলায় যে ঐতিহাসিক মিছিল সংঘটিত করেছে তা থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

পবিত্র বাবু জানান রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দিল্লির কৃষক আন্দোলন ক সমর্থন জানিয়ে এ ধরনের মিছিল সংঘটিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।শুধু বামপন্থী সংগঠনগুলিকে নয় অন্যান্য সংগঠনগুলিকে দিল্লির কৃষক আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন ।কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া শ্রম ও কৃষি আইন এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সকল স্তরের জনগণ ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলনে সামিল হবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেছেন ।কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে কোন ধরনের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে আন্দোলন আরও তীব্রতর আকার ধারণ করতে বাধ্য হবে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। বামপন্থী সংগঠনগুলি দিল্লির কৃষক আন্দোলনের পাশে থাকবে বলেও তিনি জানান।

কর্তৃপক্ষ

● প্রথম পাতার পর

দাবি করার কোন অধিকার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের থাকতে পারে না। এ নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে আইএলএস কর্তৃপক্ষ রোগীর পরিবারের লোকজনদেরকে মৃতদেহ দিতে অস্বীকার করে। বকেয়া টাকা কর্তৃপক্ষের কথামতো মিটিয়ে না দেওয়া হলে মৃতদেহ পরিবারের লোকজনদের হাত দেওয়া হবে না বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় ।আইএলএস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এহেন অমানবিক ঘটনা ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ্য ইতিপূর্বেও হাসপাতালের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে।পরপর এসব ঘটনা সংঘটিত করতে থাকলেও হাসপাতালের বিরুদ্ধে আইনি কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। আইএলএস হাসপাতালটি চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান এর নাম করে কসাইখানায় পরিণত হয়েছে বলেও অনেকে অভিযোগ করেছেন। সে কারণেই আইনের হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে অনেকেই দ্বিমত প্রকাশ করে চলেছেন ।অবিলম্বে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে আইএলএস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন মৃতের পরিবারের লোকজনরা।

মিলেছে

● প্রথম পাতার পর

কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এক্ষেত্রে স্যানিটাইজার ব্যবহার, মাস্ক পরিধান এবং হাত ধোয়ার ব্যবস্থা নিয়ম মেনে করতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নয়মাস ধরে স্কুল-কলেজ বন্ধ। সামনে বোর্ড পরীক্ষা, তাই দেরি করা যাচ্ছে না। তাঁর কথায়, কন্টেইনমেন্ট জোন এলাকায় স্কুল-কলেজ যথারীতি বন্ধ থাকবে। তাছাড়া নবম ও একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা পরামর্শ নেওয়ার জন্য স্কুলে যেতে পারবে। তিনি বলেন, ৭ ডিসেম্বর থেকে ১০০ শতাংশ শিক্ষক-অশিক্ষকদের উপস্থিত থাকতে হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, এ-বছর বোর্ড পরীক্ষার আগে স্কুলে কোনও পরীক্ষা নেওয়া হবে না। তবে প্রস্তুতি স্বরূপ ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের পর বোর্ড-পরীক্ষা নেওয়া হবে। এদিকে বোর্ড-পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ার বিষয়ে নিশ্চিতভাবে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। তাই, সকলকে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন প্রান্তে। অন্যান্য যুবক-যুবতীরাও উতাবহিত হবেন বলে আমি আশাবাদী।

মুখ্যমন্ত্রী মা ত্রিপুরাসুন্দরীর কাছে শতাব্দীর উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেন। সাথে আশা রাখেন, তিনি কর্মসূত্রে যেখানেই যান ত্রিপুরার নাম ঊর্ধ্বে তুলে ধরবেন।

রাজ্যপাল

● প্রথম পাতার পর

রায়কে উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বলে মনে করা হয়েছে। কারণ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে অসম এবং ত্রিপুরায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীতে ছেয়ে গেছে। তার মধ্যে রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ নতুন করে চিন্তার বিষয় বলে মনে করা অস্বাভাবিক নয়।

এনডিআরএফ-এর

আটের পাতার পর

(এনডিআরএফ)। ইতিমধ্যেই তুরুনেলভেলিতে পৌঁছে গিয়েছে এনডিআরএফ-এর তিনটি টিম। থোথুকুড়িতে পৌঁছে গিয়েছে এনডিআরএফ-এর দু''টি। ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়বে এমন জায়গা থেকে মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় অথবা রাতে শ্রীলঙ্কা উপকূল (ত্রিঙ্কোমালি এলাকা) থেকে বয়ে যাবে ঘূর্ণিঝড় "বুরেভি"। ৪ ডিসেম্বর সকালে তামিলনাড়ুর দক্ষিণে কন্যাকুমারী এবং পামবানের মাঝে স্থলভাগ থেকে বয়ে যাবে "বুরেভি"। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হবে দক্ষিণ তামিলনাড়ুতে এবং দক্ষিণ কেরলে। ২-৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে।

করোনা-টেস্ট

আটের পাতার পর

করোনা-আক্রান্ত ১,৩৮,১২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৫০১ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮,৯৩,২৬,৪৭ জন (৯৪.০৩ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪,২৮,৬৪৪ জন করোনা-রোগী।

আহত ৫ জন

আটের পাতার পর

হয়েছে। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, গাড়ির গতি দ্রুত গতিতে থাকার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Ref. No.F.3(5-3149)GEN/STORE/SHFWS/2016 Date-../../2020 SN1Q is hereby invited on behalf of the State Health and Family Welfare Society, Tripura from local bona fide agencies/distributor of Tripura for supply of "65 inch 4K Display" under STATE HEALTH & FAMILY WELFARE SOCIETY, TRIPURA The details of tender, list of items with indicative quantity and Tend Documents are made available on website (tripuranrhm.gov.in). The last date/time of su Mission of the tender documents by online up to: 07/ 12/2020 at 03:00 pm.

(Dr. Siddhar Shiv Jaiswal,1AS)
Mission Director, NHM,
Govt. of Tripura

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বপ্নের ''ভিশন ২০২০''-র ফলই রঞ্জিতে বাংলার এই সাফল্য ?

শুরুটা হয়েছিল ২০১৫ সালে। ভারতীয় ক্রিকেটের চাণক্য জগমোহন ডালমিয়ার প্রয়াণের পর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন বেঙ্গল বা সিএবি-র দায়িত্ব হাতে পেয়েছিলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ইডেনের মন্থর পিচের খোলনলচে পাল্টে দেওয়াই ছিল নতুন সিএবি সভাপতির কাছে প্রথম চ্যালেঞ্জ। তিনি পেরেছিলেন। ক্রিকেটের নন্দন কাননের ২২ গজের হাল-হকিকত পুরোপুরি পাল্টে দিয়ে বিশ্বে তাক লাগিয়েছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তৈরি করে ফেলেছিলেন স্পোর্টিং ট্র্যাক। ২০১৬-র পুরুষ ও মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল হয়েছিল ওই পিচেই ।অন্যদিকে প্রায় তলানিতে গিয়ে পৌঁছনো বাংলা ক্রিকেটকে চাঙা করতেও বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হওয়া মহারাজ, ছয় বছর আগে ''ভিশন ২০২০'' স্বপ্ন দেখে নতুন প্রকল্প চালু করেছিলেন। কাকতালিয় হলেও এটাই সত্যি, দীর্ঘ ১৩ বছর পর ২০২০-তেই রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে পৌঁছলো বাংলা। এই সাফল্যকে কি প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়কের দূরদৃষ্টি বলা যেতে পারে ? অন্তত তেমনটাই মনে করছে বাংলার ক্রিকেট মহল। ে শ ষ বা ব. রঞ্জি১৯৮৯-১৯৯০''র মরশুমে ঘরের মাঠ ইডেন গার্ডেন্সে দিল্লিকে হারিয়ে রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলা। ওই শেষ। তারপর থেকে কার্যত নিচের দিকেই নেমেছে বাংলা ক্রিকেটের গ্রাফ। ২০০৬-২০০৭ মরশুমে রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল খেলেছিল বাংলা। দলের অধিনায়ক ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ।২০১৪-র সেই সময়২০১৪ সালে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়শন অফ বেঙ্গল বা সিএবি-র যুগ্ম সচিবের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তখনই বাংলার ক্রিকেটের হাল ধরার সিদ্ধান্ত নেন মহারাজ। কিন্তু রাতারাতি তো আর বাংলাকে রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন করা সম্ভব নয়। তাই কিছুটা সময় অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত নেন সৌরভ। ছকে ফেলেন ''ভিশন ২০২০''।ভিশন ২০২০ভারতীয় ক্রিকেটের চাণক্য জহমোহন ডালমিয়া তখন সিএবি সভাপতি। তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিকল্পনার কথা জানান অ্যাসোসিয়শনের ততকালীন যুগ্ম সচিব সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ২০২০ সালকে লক্ষ্য বানিয়ে কীভাবে বাংলার প্রত্যন্ত প্রান্ত থেকে প্রতিভা তুলে এনে, তাঁদের দিয়েই দল তৈরি করা যায়, সেই পরিকল্পনার ব্লু-প্রিন্ট জগমোহন ডালমিয়াকে দিয়েছিলেন মহারাজ। সেই পরিকল্পনায় আস্থা রেখেছিলেন প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি। প্রকল্প রূপায়নের জন্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কেই বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছিলেন ততকালীন সিএবি সভাপতি ।কী করেছিলেন মহারাজরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিভা তুলে আনাই শুধু নয়, তাদের সঠিক পথে পরিচালনার জন্য একটি দল তৈরি করেছিলেন। তাতে রণদেব বোস, সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণলালের মতো রাজ্য তথা দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের রেখেছিলেন। এটুকুতেই সন্তুষ্ট না হয়ে বাংলার ব্যাটিং ও বোলিং পরমার্শদাতা হিসেবে যথাক্রমে লেজেন্ড ভিভিএস লক্ষ্মণ এবং শ্রীলঙ্কার ও পাকিস্তানের কিংবদন্তি মুথাইয়া মুরলীধরন ও ওয়াকার ইউনুসকে নিয়োগ করেছিলেন সৌরভ ।উঠে এলেন বেশ কিছু ক্রিকেটারবলা যায়, ''ভিশন ২০২০''-র হাত ধরেই অভিমন্যু ইশ্বরণ, অভিষেক রমন, মুকেশ কুমার, আকাশ দ্বিপ, ঈশান পোড়েলের মতো ক্রিকেটারদের উত্থান ঘটে। আজ তারাই বাইশ গজ কাঁপাচ্ছেন। ভারতীয় এ দলের নিয়মিত সদস্য হয়ে গিয়েছেন ইশ্বরণ। ভারত এ-র হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন সুদীপও। ২০১৮-র অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপে ভারতের অন্যতম ভরসা হয়ে উঠেছিলেন ঈশান। আজ তাঁরাই বাংলার অন্যতম সম্পদ। অন্যদিকে ২০১৯ সালে অনূর্ধ ২৩ রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলা। দুই মরশুম আগে সিনিয়ারদের রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনালেও পৌঁছয় বাংলা ক্রিকেট দল ।কৃতিত্ব কি সৌরভেরতাই বাংলার এই সাফল্যের জন্য বর্তমান বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে কিন্তু কৃতিত্ব দেওয়া হলে কিন্তু ভুল হবে না। ঠিক যেভাবে ২০০০ সালে ম্যাচ ফিক্সিং-এ বিপর্যস্ত ভারতীয় ক্রিকেটকে টেনে তুলেছিলেন, লর্ডসের মাঠে জার্সি উড়িয়েছিলেন, যুবনীতি আমদানি করেও অভিজ্ঞ জভাগাল শ্রীনাথকে ফিরিয়ে ভারতীয় দলকে ২০০৩ বিশ্বকাপের ফাইনালে তুলেছিলেন কিংবা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাদেরই চোখে চোখ রেখে লড়াই করেছিলেন, একই ভাবে বাংলার ক্রিকেটকেও কার্যত আইসিইউ থেকে তুলে আনার ক্ষেত্রে মহারাজ যে অদ্বিতীয়ম, তা মেনে নিচ্ছেন দেশের ক্রিকেট মহল।

ফর্মে নেই তো কী হয়েছে, কিছুই হারায়নি বিরাট, কপিলের উল্টো সুর সহবাগের

নয়াদিল্লি: নিউজিল্যান্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলির রান না পাওয়া নিয়ে ভিন্নমত দুই প্রাক্তন তারকা কপিল দেব ও বীরেন্দ্র সহবাগ। কয়েকদিন আগেই কপিল বলেছিলেন, বিরাটের বয়স ৩০ বছরের বেশি হয়ে যাওয়ায় তাঁর রিফ্লেক্স ও দৃষ্টিশক্তি কমে গিয়েছে। তবে এ বিষয়ে কপিলের সঙ্গে একমত নন সহবাগ। তিনি একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাতকারে বলেছেন, ''বিরাটের হাতের সঙ্গে চোখের সংযোগ সংক্রান্ত কোনও সমস্যা নেই। এই সমস্যা রাতারাতি তৈরি হয় না, অনেকদিন ধরে বাড়তে বাড়তে একসময় বোঝা যায়। আমি নিশ্চিত, বিরাট শুধু ফর্ম হারিয়েছে। ওর আর কোনও সমস্যা হয়নি। বিরাট ভাল বলেই আউট হয়েছে। ফর্মে না থাকলে কোনও কিছুই ঠিকঠাক হয় না। এমন নয় যে বিরাট চেষ্টা করছে না। কিন্তু ভাগ্য ওর সঙ্গ দিচ্ছে না।''এবারের নিউজিল্যান্ড সফরে ১১ ইনিংসে মাত্র ২১৮ রান করেন বিরাট। এর মধ্যে টেস্ট সিরিজে চার ইনিংসে তাঁর রান মাত্র ৩৮। গড় মাত্র ৯.৫০। টি-২০ সিরিজ ৫-০ জিতলেও, একদিনের ও টেস্ট সিরিজের সব ম্যাচেই হেরে গিয়েছে ভারতীয় দল ।তবে এই পরিস্থিতিতেও বিরাটের পাশে দাঁড়িয়ে সহবাগ বলেছেন, ''নিউজিল্যান্ডে যে বলে খেলা হয়, সেটি অনেক বেশি সিম করেছে।

কেউ যদি রান না পায়, তাহলে তার সমস্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া যায়। ফ্রন্ট ফুটে বেশি খেলে, বল ছেড়ে ক্রিজে টিকে থাকার চেষ্টা করা যায়। আমার মতে, কোন বলটা ছাড়তে হবে, সেটা জানা গুরুত্বপূর্ণ।

আত্মবিশ্বাস থাকলে সেটা করা যায়। চাপে পড়ে গিয়েছে বলেই হয়তো বিরাট এটা করতে পারছে না।''

গিনিস বুকের রেকর্ডে এখনো উজ্জ্বল তিন ভারতীয় ক্রিকেটারের নাম

গিনিস বুকে অনেকেই নাম লেখাতে চায় কিন্তু সবার পক্ষে সম্ভব হয় না নাম লেখানো। গিনিস বুকে নাম লেখানোর জন্য এমন কিছু করতে হবে যা আগে কেউ করে দেখাতে পারেনি। যদি কেউ কিছু করে গিনিস বুকে নাম লেখায় তাহলে তার চেয়ে আরও ভালো করলে তবেই গিনিস বুকে নাম লেখানো যাবে। বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য নিজেদের নাম গিনিস বুকে তুলেছেন। সেই তালিকা থেকে বাদ যায়নি ক্রিকেটারদের নামও ।এমন অনেক ক্রিকেটার আছেন যারা তাদের অসাধারণ প্রতিভার জন্য গিনিস বুকে নাম লিখিয়েছেন। এমনকি তাদের সেই রেকর্ড আজ পর্যন্ত কেউ ভাঙতে পারেনি। সেই সব ক্রিকেটারদের মধ্যে রয়ছে তিন ভারতীয় ক্রিকেটারের নাম। যারা তাদের অসাধারণ কাজের জন্য গিনিস বুকে নাম লিখিয়ে নিয়েছেন ।রাজা মহারাজ সিং এমন একজন ক্রিকেটার যিনি সবচেয়ে বেশি বয়সে ভারতীয় ক্রিকেটে ডেবিউট করেন। ১৯৫০ সালে ৭২ বছর বয়েছে তিনি কমনওয়েলথ একাদশের বিপক্ষে ভারতের গভর্নরের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। এত বয়েসে এখন পর্যন্ত কোন ক্রিকেটার ডেবিউট না করায় তার নাম রয়ছে গিনিস বুকে ।মহেন্দ্র সিং ধোনি তার গিনিস বুকে আছে কারণ ২০১১ সালে বিশ্বকাপের ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে যে রিবক উইলো ব্যাট দিয়ে তিনি শেষ বলে ছয় মেরে ম্যাচ জিতিয়ে ছিলেন সেই ব্যাটটি লন্ডনে 'ইস্ট মিটস ওয়েস্ট' ইভেন্টে আর কে গ্লোবাল ১৬১,২৯৫ ডলারে কিনে নেয়। এখন পর্যন্ত কারো ব্যাট এতো দামে বিক্রি না হওয়ায় তার নাম গিনিস বুকে আছে ।বিরাগ মারে যিনি টানা ৫০ ঘণ্টা ব্যাট করে গিনিস বুকে নাম তুলে নেন। এই ৫০ ঘণ্টা ব্যাট করার জন্য তাকে ২৪৪৭ টা বল খেলতে হয়েছিল।

SHORT TENDER NOTICE No.

F.3-48/Dev/Tender-Quotation/SDFO(KGT)/2020-21/13936-37 dated 27/ 11/2020

SDFO.Kumarghat invited tender tbr chainlink mesh.cement & barbed wire vide No. .F.3- 48/Dev/Tender-Quotation/ SDFO(KGT)/2020-21/13872-909 dated 26/11/2020.Last date for submission of documents 16'h December 2020. The details of the notice are available in the web portal of the Forest department and also displayed in the notice board of the 0/o the undersigned and all the District Forest Oftice's/SDFO Office's. Sd/- Sub-Divisional Forest Officer Kumarghat Forest Sub-Division .

ICA/C-2288/2020-21

Sub-Divisional Forest Officer Kumarghat Forest Sub-Division

For kind attention of Owners/ Stock Holders of Exotic Live Species of the State:

Ministry of Environment, Forest 86 Climate Change (Wildlife Division), Government of India has issued an Advisory to streamline the process for import and possession of Exotic Live Species in India. Detailed guidelines are available in Tripura Forest Department website: www.forest.tripura.gov.in. All Owners/ Stock Holders concerned are requested to disclose stocks of Exotic live species voluntarily. Registration opens till 15th December, 2020. For online registration, please visit in the PARIVASH PORTAL www.parivash.nic.in.

ICA/D-980/2020-21

(Forest Department, Govt. of Tripura, Gurkhabasti, Agartala)

পাসপোর্ট জালিয়াতিতে অভিযুক্ত তারকা ফুটবলার

ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার রোনাল্ডিনহোকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্যারাগুয়েতে ঢোকার সময় তিনি জাল পাসপোর্ট জমা দিয়েছেন বলে অভিযোগ। গ্রেফতার করা হয়েছে রোনাল্ডিনহোর ভাই রোবার্তোকেও। প্যারাগুয়ে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার প্যারাগুয়ের রাজধানী শহর আসুনসিয়ন থেকে গ্রেফতার করা হয় দু''জনকে। রোনাল্ডিনহোর হোটেলে তল্লাশি চালায় প্যারাগুয়ের পুলিশ। সেই সময় উদ্ধার হয়ে এই জাল পাসপোর্ট। শুধু পাসপোর্ট নয়, আরও কছু জাল কাগজপত্র উদ্ধার হয় হোটেলের ঘর থেকে। প্যারাগুয়ের এক মন্ত্রী বলেছেন, ''রোনাল্ডিনহোর কাছে জাল পাসপোর্ট ও কিছু ভুয়ো কাগজ ছিল। সেগুলো প্রমাণ হিসেবে দেখিয়েছিলেন তিনি। এটা অপরাধ। সেই কারণেই ওনাদের গ্রেফতার করেছে পুলিশ।'' জানা গিয়েছে, রোনাল্ডিনহোর পাসপোর্টে নাম, জন্মের তারিখ, জন্মের স্থান সবকিছু ঠিক ছিল। কিন্তু সেখানে লেখা ছিল তিনি প্যারাগুয়ের নাগরিক। এই তথ্য ভুয়ো। এই তথ্য দেখিয়ে সেই দেশে কিছু ব্যবসাও রোনাল্ডিনহো ফেঁদেছিলেন বলে খবর। এর আগে ব্রাজিল সরকারের অনুমতি না নিয়েই সে দেশে একটি ফিশিং ট্র্যাপ তৈরি করেছিলেন প্রাক্তন বার্সেলোনার তারকা। তার জন্য তাঁকে বিশাল অঙ্কের জরিমানা করা হয়েছিল। সেই টাকা শোধ করতে পারেননি রোনাল্ডিনহো। তাই ব্রাজিল ছেড়ে বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না তাঁর।

বাপ কা বেটা...! মেসির ছেলের অসাধারণ দুই গোলের ভিডিয়ো ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদন : বাবা বিশ্বের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার। তাই বলে ছেলেকেও ফুটবলার হতে হবে এমন কোনও মানে নেই। তবে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো নিজের ছেলেকে ফুটবলার হিসাবে গড়ে তুলছেন। আর পিছিয়ে নেই লিওনেল মেসিও। এর আগে বহুবার ছোটদের ফুটবলে দুরন্ত গোল করে আলোচনায় উঠে এসেছে রোনাল্ডোর ছেলে। কিন্তু মেসির ছেলের পায়ের জাদুর ঝলক তেমন দেখা যায়নি। তবে এবার দুরন্ত দুটি গোল করে ইন্টারনেটে ভাইরাল হল মেসির ছোট্ট ছেলে ।মাত্র সাত বছর বয়স মেসির বড় ছেলে থিয়াগোর। এরই মধ্যে সে বুঝিয়ে দিল যে ফুটবলে তাঁর ভবিষ্যতউজ্জ্বল।

GOVERNMENT OF TRIPURA
JOINT RECRUITMENT BOARD OF TRIPURA (jrbt)
DIRECTORATE OF REMPLOYMENT SERVICES & MANPOWER PLANNING
OFFICE LANE, AGARTALA, PHONE: 0381-2324327

ADVERTISEMENT NO. 02/2020

Online applications are invited in the prescribed format will he available in the Recruitment Link in the °filial •Website of the Directorate of Employment Services & Manpower Planning (DESMP), Agartala (http://empttyment.tripura.gov.in) with effect from 28/12/2020 to 11/02/2020 from Indian Nationals for filling-up of the vacant posts of Multi Tasking Staffs, Group-D, (category Non-Technical), on fixed-pay basis in various departments of Government of Tripura. The vacancy details arc as under:

VACANCY DETAILS		
Name of the post	Multi Tasking Staffs, Group-D, (category Non-Technical)	
Number of Vacancies	Total= 2500 The State Government Policy on reservation shall be followed.	
Pay structure	Pre-revised Scale of Pay	Corresponding revised Scale of Pay
	PB-1 Pay Band Scale Rs. 4840 to 13,000/- Grade pay- Rs. 1400/-	Cell-1 of Revised pay Level-1 of Tripura State Pay Matrix, 2018 [Tripura State Civil Services (Revised pay) (First Amendment) Rules, 2018]
	Subject to revision by the Government from time to time.	
Age	a) Age limit for direct recruitment is 18 to *41 years as on 31st December 2020; Upper age limit is relaxable by 5 years in case of ST/SC/PwDs/ Government Servant Candidates. *Due to pandemic caused by COVID-19, an additional age relaxation of 1 year is allowed to all categories of candidates (Unreserved/reserved candidates and Government servants) as per State Government Memorandum vide No. F.20 (1)/-GA (P&T)/18 dated 15th July 2020. b) Candidates from among the discharged 10,323 ad-hoc teachers can apply regardless of their age as per the State Government Memorandum vide No. F.20(3)-GA(P&T)/2020 dated 05th November 2020.	

Interested candidates are instructed to go through the notification uploaded in the official website (http://employment.tripura.gov.in) of Directorate of Employment Service & Manpower Planning (DESMP), Agartala, for knowing the eligibility criteria, fee details, procedure for online submission of Application and other terms & conditions. Changes to this notification, if any, shall he notified separately by JRBT and will also be uploaded in the official websitc.

ICA/D-986/2020-21

(Shri Shyamal Bhattcharya, Joint Director)
Member Secretary, JRBT

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO PNIe-T- 23/EE/RD/B5GD/SPJ/2020-21/ 4972 dt. 30.11 2020

The Executive Engineer, RD Bishramganj Division, Bishramganj, 5epahijala Tripura invites on behalf of the `Governor of Tripura percentage rate Two bid system e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Tenderers /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	COST OF TENDER FORM	TIME FOR COMPLETION
1	DNIeT No:-e-DT-67/REP/RASHIKAWC/KTL/EE/RD/BSGD/2020-21.	Rs. 89,110.00	Rs. 891.00	Rs. 500.00	30 days
2	DNIeT No:-e-DT-68/REP/BISHAKAAWC/KTL/EE/RD/BSGD/2020-21.	Rs. 91,967.0	Rs. 920.00		
3	DNIeT No:-e-DT-69/AWC/BEJIMARA/KTL/EE/RD/BSGD/2020-21.	Rs. 9,67,509.00	Rs. 9675.00	Rs.1000.00	3(Three) months
4	DNIeT No:-e-DT-70/AWC/BARNARAYAN/KTL/EE/RD/BSGD/2020-21.	Rs. 9,67,509.00	Rs. 9675.00		
5	DNIeT No:-e-DT-71/AWC/KATHALIA/KTL/EE/RD/BSGD/2020-21.	Rs. 9,67,509.00	Rs. 9675.00		

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov in.

(Er. Kajal Dey)
Executive Engineer
RD Bisramganj Division Shepahijala District

ICA/C-2294/2020-21

EDUCATIONAL NOTIFICATION

As per availability of vacant seats in B.SC Nursing, B. Pharm & Various Paramedical Cogs es of different Sponsoring institutes, the Directorate of Medical Education, Govt. of Tripura, Agartala is going to conduct 2" round online counseling for admission to above mentioned Courses for the session 2020 based on the TBJEE guideline. The seat matrix is available in the website of DME (www.dmetripura.gov.in) as well as in the website of TBJEE (www.tbjee.nic.in).

Important dates for 2nd round online counseling:-

1. Choice filling in the existing portal of TBJEE Counseling-2020 as per seat matrix of 2nd round may be done by the interested candidates, who intend to change their earlier choice, by using their existing Login ID and pass word -- (w.e.f.0 4-12-2020 to 07-12-2020).
2. Allotment of seats for 2"-round--- (w.e.f. 08-12-2020 to 09-12-2020)
3. Collection of Nomination from the 0/o Directorate of Medical Education, Govt. of Tripura, Bidhurkarta Chowmuharti, Agartala for admission to the respective Institutions—(w.e.f. 10-12-2020 to I 4-12-2020)

The information below may please be noted:-

1. The following candidates are eligible for second round on line counselling. The candidates who havg participated in the 1st round online TBJEE-2020 counselling with their choice filling including those who have been allotted seats and surrendered their allotted seats within scheduled time and those who have participated in the 1st round but not allotted any seats.
2. Those who have been allotted seat earlier through TBJEE counselling but did not surrender in time, will not be considered for participating in the 2nd round counselling.
3. Candidates who got merit position in TBJEE-2020, but did not register in the 1st round of Counselling, will not be eligible for 2nd round of counseling, unless otherwise granted on special ground
4. The State Govt. reservation policy will be maintained while allotting seats.
5. The term and conditions for admission students to the allotted Institutions will be followed as laid down by the concerned institutions.
6. Allotment of seat is provisional, subject to the verification of original testimonls by the concerned Institute during admission process.
7. The Candidates are advised to regularly follow the DME website for further notification, Updates etc.
8. Any fake, Distorted , incomplete, incorrect, information of candidate if proved, his/her candidatures will be cancelled and may be convicted as per law.

ICA/D-984/2020-21

(Prof. Chinmoy Biswas)
Director of Medical Education
Government of Tripura,
Agartala

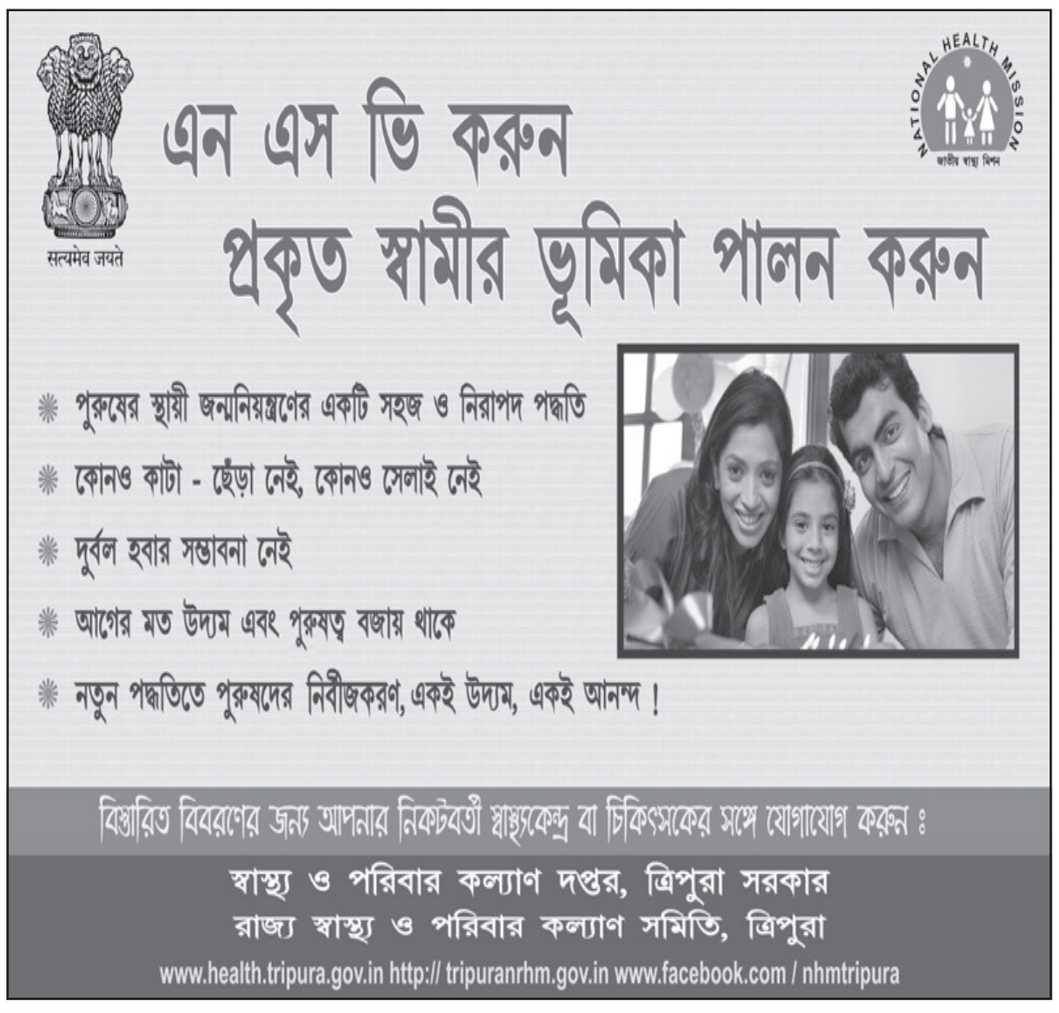

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

মেঙ্গালুরুর উপকূলে নৌকাডুবিতে মৃত দুই, খোঁজ নেই ৪ জন মৎস্যজীবীর

মেঙ্গালুরু, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): কর্ণাটকের মেঙ্গালুরুর উপকূলে, আরব সাগরে মৎস্যজীবীদের নৌকা ডুবে যাওয়ার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু''জন মৎস্যজীবীর। দীর্ঘ সময় কেটে গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত খোঁজ পাওয়ায় যায়নি আরও ৪ জন মৎস্যজীবীর। নৌকায় চেপে মেঙ্গালুরুর উপকূলে, আরব সাগরের অনেক গভীরে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন ২২ জন মৎস্যজীবী। মঙ্গলবার ২২ জন মৎস্যজীবী সমেত নৌকাটি ডুবে যায়। তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করা সম্ভব হয় ১৬ জনকে, কিন্তু ৬ জন মৎস্যজীবীর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। গভীর সমুদ্রে তাঁরা তলিয়ে যান।

মঙ্গলবার দিনভর সন্ধান চালিয়ে, উপকূলরক্ষী বাহিনীর সাহায্যে ডুবে যাওয়া দু''জন মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু, ৪ জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি বুধবার সকাল পর্যন্ত। ফলে তাঁদের বেঁচে থাকার আর কোনও আশা নেই বলে মনে করা হচ্ছে। এরইমধ্যে খারাপ আবহাওয়া ও বৃষ্টির আশঙ্কায় ৩-৪ ডিসেম্বর সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে মৎস্যজীবীদের।

করোনা-সংক্রমিত অভিনেতা সানি দেওল, রয়েছেন আইসোলেশনে

মুম্বই, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন বলিউড অভিনেতা তথা বিজেপি সাংসদ সানি দেওল। সানি দেওল নিজেই বুধবার সকালে টুইট করে জানিয়েছেন, তাঁর করোনা-রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। এছাড়াও হিমাচল প্রদেশের মানালির ব্লক মেডিক্যাল অফিসার রঞ্জিত ঠাকুর জানিয়েছেন, বিজেপি সাংসদ সানি দেওল করোনাভাইরাসের সংক্রমিত হয়েছেন। তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই, অভিনেতা ভালোই আছেন।

সানি দেওল হিন্দিতে টুইট করে জানিয়েছেন, ''আমি করোনা-টেস্ট করিয়েছিলাম, সেই টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। আমি আইসোলেশনে রয়েছি এবং শরীর ভালো রয়েছে। বিগত কিছু দিনে আমার সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁদের কাছে অনুরোধ করছি নিজেদের আইসোলেশনে রাখুন এবং পরীক্ষা করিয়ে নিন।'' পঞ্জাবের গুরুদাসপুরের সাংসদ সানি দেওল কিছুদিন ধরে হিমাচল প্রদেশে রয়েছেন। সেখানেই তাঁর শরীরে করোনার মৃদু উপসর্গ দেখা দেয়, তারপরই করোনা-পরীক্ষা করান সানি দেওল।

হায়দরাবাদের কাছে গাড়ি-ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ৬, আহত ৫ জন

হায়দরাবাদ, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): হায়দরাবাদের উপকণ্ঠে চেভেল্লা টাউনে ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৬ জন। মৃত ৬ জনের মধ্যে ৪ জন মহিলা ও একটি বালিকা রয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৫ জন। পুলিশ সূত্রের খবর, গাড়িতে চেপে বুধবার সকালে চেভেল্লা টাউন থেকে কর্ণাটকের গুরমিতকাল অভিমুখে যাচ্ছিলেন মোট ১১ জন। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ছুটছিল গাড়িটি।

আচমকাই বোরওয়েল রিগ নিয়ে যাওয়া একটি ট্রাকের সঙ্গে গাড়িটির সংঘর্ষ হয়। তীব্র সংঘর্ষে গাড়িটি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৪ জন মহিলা, বালিকা ও গাড়ির চালকের। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। আহত অবস্থায় ৫ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা

ছয়ের পাতায় দেখুন

নবনির্বাচিত আইএএস অফিসার শ্রীমতি সাতাব্দী মজুমদার আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে তাঁর অফিস চেম্বার সিভিল সচিবালয় সাক্ষাত করেছেন।

নাড্ডার দক্ষ নেতৃত্বে ক্রমাগত উচ্চতায় পৌঁছচ্ছে বিজেপি : মোদী

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): জগৎ প্রকাশ নাড্ডার দক্ষ নেতৃত্বেই একের পর এক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। সাফল্য মিলছে। ২০২২ সাল পর্যন্ত বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির দায়িত্ব সামলাবেন নাড্ডাই। তাঁর উপরেই দলের সমস্ত দায়িত্ব। ৬০ তম জন্মদিনে জে পি নাড্ডাকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নাড্ডার ভূয়সী প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বুধবার টুইটারে লিখেছেন, ''জে পি নাড্ডার দক্ষ নেতৃত্বে ক্রমাগত একের পর এক উচ্চতায় পৌঁছচ্ছে দল (বিজেপি)।''

বুধবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার ৬০ তম জন্মদিন। এদিন সকালে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতিকে দলের সকলেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী টুইট করে লিখেছেন, ''বিজেপির জাতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাজিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তাঁর দক্ষ এবং অনুপ্রেরণামূলক নেতৃত্বে নিরন্তর একের পর এক উচ্চতায় পৌঁছচ্ছে দল। তিনি সর্বদা সুস্থ থাকুন এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি।'' প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও নাড্ডাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ প্রমুখ।

কৌশাম্বীতে স্করপিও গাড়ির উপর উল্টে গেল ট্রাক, মৃত্যু ৮ জনের

কৌশাম্বী (উত্তর প্রদেশ), ২ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কৌশাম্বী জেলায় যাত্রীবোঝাই স্করপিও গাড়ির উপর উল্টে গেল বালিবোঝাই একটি ট্রাক। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। মৃত ৮ জনই স্করপিও গাড়ির যাত্রী, তাঁদের মধ্যে চালকও রয়েছেন। বুধবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কৌশাম্বী জেলার কড়াধাম কোতয়ালী এলাকার দেবীগঞ্জ মোড়ে। কৌশাম্বীর জেলাশাসক জানিয়েছেন, ''বুধবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

স্করপিও গাড়িতে মোট ৮ জন যাত্রী ছিলেন, চালক-সহ ৭ জনের দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। টায়ার ফেটে যাওয়ার কারণেই বালিবোঝাই ট্রাকটি উল্টে যায় গাড়ির উপর। তদন্ত শুরু হয়েছে।'' কোখরাজ কোতয়ালীর শহজাদপুর থেকে দেবীগঞ্জের মহেশ্বরী গার্ডেনে গিয়েছিলেন বিয়েবাড়ির অতিথিরা।

বিয়েবাড়িতে আসা স্করপিও রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল, ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ চাকা ফেটে যাওয়ার কারণে একটি ট্রাক গাড়ির উপর উল্টে যায়।

দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৭ জনের। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে আরও একজনের মৃত্যু হয়। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সুলভ টয়লেট নির্মাণ হলেও ব্যবহারের অনুমতি নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ ডিসেম্বর।। সরকারী টাকা খরচ করে গত কয়েক মাস পূর্বে আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কের পাশে ধ্বজনগরে একটি পাবলিক টয়লেট নির্মান করা হয়েছে। মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র/ ছাত্রী, স্থানীয় ব্যবসায়ী সহ সাধারন মানুষ এতে স্বাভাবিকভাবেই খুশি আবহে ছিলেন ,কিন্তু কিন্তু এখনও পাবলিক টয়লেটটি জনগণের উদ্দেশ্য এখনো ছাড় পত্র পাওয়া জায়নি।জাতীয় সড়ক নির্মাণকারী সংস্থা এই পাবলিক টয়লেট টি নির্মান করলেও জনগনের উদ্দেশ্যে খুলে না দেওয়ায় এলাকায় বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই পাবলিক টয়লেট নির্মানের কয়েক মাস হলেও এটি ব্যবহারা করতে না পারায় এলাকায় ক্ষোভ পরিলক্ষিত হচ্ছে। সাধারণ মানুষের কোন কাজেই আসছে না। স্থানীয় জনগনের দাবি অবিলম্বে ব্যবসায়ী এবং নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে দ্রুত যেন এই পাবলিক টয়লেট চালু করা হয়।।

আইজিএম হাসপাতলে বেসরকারী সিকিউরিটি গার্ডদের অভব্য আচরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। আইজিএম হাসপাতালে রোগীর পরিবারের লোকজনদের প্রতি বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মী এবং টি এস আর জওয়ানদের অভব্য আচরণ ও হেনস্তার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ,আইসিএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক রোগীর নিকট-আত্মীয় শুভ সরকার আইজিএম হাসপাতালের বারান্দায় রোগীর পরিবারের লোকজনদের জন্য রাখা চেয়ারে বসেছিল। তাতে আপত্তি জানায় এক বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মী এবং টি এস আর জোয়ান। বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য চরম আকার ধারণ করে। এরইমধ্যে রোগীর পরিবারের নিকট আত্মীয় শুভ সরকারকে দৈহিকভাবে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য রোগের পরিবারের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। নিরাপত্তারক্ষী এবং টিএসআর জোয়ানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জোরালো দাবি উঠেছে।

শিবসেনার হিন্দুত্ব নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনকারীদের তামাশা বন্ধ করা উচিত : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ২ নভেম্বর (হি.স.): হিন্দুত্ব নিয়ে শিবসেনাকে বারবার আক্রমণ করছেন অনেকেই। অনেকেই বলছেন, হিন্দুত্ব থেকে সরে গিয়েছে উদ্ধব ঠাকরের দল শিবসেনা। তাঁদের উদ্দেশে বুধবার শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত জানিয়ে দিলেন, ''শিবসেনার হিন্দুত্ব নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনকারীদের তামাশা বন্ধ করা উচিত।'' এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত বলেন, ''''আজান'' নিয়েও রাজনীতি করছেন মহারাষ্ট্রের বিজেপি নেতারা। এমনকি প্রধানমন্ত্রীও বলেছিলেন, করোনা-পরিস্থিতিতে ধর্মীয় স্থানে অতিরিক্ত ভিড় করা ঠিক নয়। যাঁরা বলছেন শিবসেনা হিন্দুত্ব ত্যাগ করেছে, তাঁদের ''তামাশা'' বন্ধ করা উচিত। বেকারত্ব, জিডিপি প্রভৃতি বিষয়ে কথা বলা উচিত তাঁদের।''''

মুম্বই সফরে গিয়ে মঙ্গলবার অভিনেতা অক্ষয় কুমারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। অক্ষয়ের সঙ্গে বৈঠকের প্রসঙ্গ টেনে এনে, যোগীকে খোঁচা দিয়ে শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত বলেছেন, ''অন্য কোনও স্থানে মুম্বইয়ের ফিল্ম সিটি নিয়ে যাওয়া এতটা সহজ নয়। দক্ষিণ ভারতের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিও অনেক বড়, পশ্চিমবঙ্গ এবং পঞ্জাবেও ফিল্ম সিটি রয়েছে। যোগীজি কী সেখানেও যাবেন এবং ডিরেক্টর ও অভিনেতাদের সঙ্গে কথা বলবেন, নাকি শুধুমাত্র মুম্বইয়ে এমনটা করবেন?

গন্ডাছড়ায় পাচার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহাকুমার আশাবাদীর চাপ্লিন ছড়ায় সীমান্ত এলাকা থেকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পাচারকালে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বিএসএফ জওয়ানরা যখন সীমান্ত এলাকায় টহল দিচ্ছিল তখন ওই সীমান্ত এলাকা দিয়ে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল। বিএসএফের টহলদারি বাহিনীর জওয়ানরা এগিয়ে আসলে পাচারকারীরা মালপত্র ফেলে পালিয়ে যায়। পাচারকারীরা পালিয়ে গেলে সেখান থেকে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী উদ্ধার করে বিএসএফ জওয়ানরা। তবে পাচারকারীদের আটক করতে সক্ষম হয়নি তারা।বিএসএফ এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে উদ্ধার করা সামগ্রীর বাজার মূল্য লক্ষাধিক টাকা।বিএসএফের তৎপরতার ফলে পাচারকারীদের পাচারের প্রয়াসে ব্যর্থ হয়েছে।এ ধরনের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলেও বিএসএফের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।উল্লেখ্য ওই সীমান্ত এলাকা দিয়ে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সামগ্রী বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে।বিএসএফের চোখে ধুলো দিয়ে পাচারকারীরা সক্রিয় রয়েছে বলে জানা গেছে।

ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় বুরেভি, চূড়ান্ত প্রস্তুতি এনডিআরএফ-এর

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): শক্তি বাড়িয়ে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় ''বুরেভি''। আগামী ৪ ডিসেম্বর (শুক্রবার) সকালে তামিলনাড়ুর দক্ষিণে কন্যাকুমারী এবং পামবানের মাঝে স্থলভাগ থেকে বয়ে যাবে ''বুরেভি''। আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভারতে ৯৫-লক্ষ ছুঁইছুঁই করোনা-সংক্রমণ মৃত্যু বেড়ে ১,৩৮,১২২

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): সক্রিয় রোগীর সংখ্যা দ্রুত কমছে ভারতে, দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নিম্নমুখী। তবে, সংক্রমণে রাশ টানা যাচ্ছে না। বাড়তে বাড়তে ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৯৫-লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৫০১ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৬,৬০৪ জন।

৫০১ বেড়ে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৩৮,১২২ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৪৩,০৬২ জন, ফলে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৮৯, ৩২,৬৪৭ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ২৮ হাজার ৬৪৪ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৬,৯৫৯ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, দৈনিক ১০ লক্ষের কাছাকাছি করোনা-পরীক্ষা হলেও, আক্রান্তের সংখ্যা ৫০ হাজারের নীচেই রয়েছে। ভারতে অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা অনেকটাই নিম্নমুখী। ভারতে এই মুহূর্তে মাত্র ৪.৫১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সুস্থতার হার ৯৪.০৩ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১.৪৫ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১০,৯৬,৬৫১টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

সক্রিয় রোগী ৪.৫১ শতাংশ, ভারতে ১৪.২৪ কোটি করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ১৪.২৪-কোটি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে সুস্থতার হার ৯৪.০৩ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৪, ২৪,৪৫,৯৪৯-এ পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১০.৯৬ লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার সারা দিনে) ভারতে ১০,৯৬,৬৫১টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ১৪,২৪,৪৫,৯৪৯টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতে এই মুহূর্তে মাত্র ৪.৫১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এসডিএমের কাছে আইপিএফটির গণডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/গন্ডাছড়া/তেলিয়ামুড়া, ২ ডিসেম্বর।। আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জম্পুইজলা মহকুমার পেকুয়ারজলা-জম্ম জয়নগর ডিভিশন এবং টাকারজলা-জম্পুইজলা ডিভিশনের যৌথ উদ্যোগে জম্পুইজলা মহকুমা শাসকের নিকট গণডেপুটেশন প্রদান করা হয়। বিরাট মিছিলের মধ্য দিয়ে এই গনডেপুটেশন মঙ্গলবার প্রদান করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ব্রজলাল দেববর্মা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহন চন্দ্র দেববর্মা, রমানাথ দেববর্মা, মহিলা শাখার কেন্দ্রীয় কমিটির সভানেত্রী সিন্ধুকন্যা জমাতিয়া, পেকুয়ারজলা-জম্ম জয়নগর ডিভিশনের সভাপতি ভগিরথ দেববর্মা, সহ-সভাপতি পুনিরাম দেববর্মা, অফিস সেক্রেটারি রাজেন দেববর্মা, যুব আইপিএফটি ডিভিশন সম্পাদক প্রদীপ দেববর্মা, টাকারজলা-জম্পুইজলা ডিভিশনের সভাপতি নিরঞ্জন কলই, সহ-সভাপতি বিশুকুমার দেববর্মা, সম্পাদক বুধিরাম দেববর্মা প্রমুখ। ২ দফা দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন বলে জানিয়েছেন আইপিএফটি নেতা ব্রজলাল দেববর্মা। মূলত বিশ্বজিৎ দেববর্মার হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা বিশ্বজিতের পরিবারের এককালীন ২৫ লক্ষ টাকা প্রদান পাশাপাশি সরকারি চাকরি প্রদানের জন্য এদিনের ডেপুটেশনে দাবি জানানো হয়েছে। অবিলম্বে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য এদিনের ডেপুটেশনে দাবি করা হয়েছে। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ২ দফা দাবি পেশ করেন আইপিএফটি নেতাকর্মীরা। এদিনের ডেপুটেশনে উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

সারা রাজ্যে ৩৪টি ডিভিশনে বুধবার আইপিএফটি স্মারকলিপি প্রদান করে। এই দিন আইপিএফটির গন্ডাছড়া ডিভিশনের পক্ষ থেকেও নিহত বিশ্বজিৎ দেববর্মার পরিবারকে এককালীন পঁচিশ লক্ষ টাকা, পরিবারের একজনকে সরকারী চাকরি সহ অতিসত্তর এডিসি নির্বাচনের দিন তারিখ ঘোষনার দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এর আগে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে একটা মিছিল গন্ডাছড়া শহর এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে গন্ডাছড়া মহকুমা শাসকের অফিসে এসে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসকের নিকট স্মারকলিপি তুলে দেন। স্মারকলিপি প্রদান কালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন আইপিএফটি রাজ্য নেতৃত্ব প্রেম সাধন ত্রিপুরা, গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটির সভাপতি উত্তম ত্রিপুরা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃত্বরা।

এদিকে, বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের বিহারে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া যা বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়া এবং গত মাসের ২১ তারিখ রিয়াং জাতিদের পুনর্বাসন নিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ এবং এই অবরোধ কে ঘিরে সংঘর্ষ আরে সংঘর্ষের জেরে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মি বিশ্বজিৎ দেববর্মার আকর্ষণীয় মৃত্যু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্বজীত দেববর্মার মৃত্যুর জন্য দায়ীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আজ তেলিয়ামুড়ার আইপিএফটি তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের নিকট এক ডেপুটেশনের মিলিত হয়। এই য ডেকশনের উপস্থিত ছিলেন ইস্ট তেলিয়ামুড়া আইপিএফটি মহুকুমা কমিটির সভাপতি সঞ্জীব দেববর্মা সম্পাদক সুনীল দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। এছাড়াও মুঙ্গিয়া কামি ব্লক সহ থানাতেডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে শেষে আইপিএফটি তেলিয়ামুড়া কমিটির সম্পাদক আমাদের জানান।

ডুকলীতে সিপিএম নেতার গাড়ি ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। বুধবার সকালে রাজধানীর আগরতলা শহর দক্ষিণাঞ্চল মধ্য ডুকলীতে সিপিআইএম নেতার গাড়িতে দুষ্কৃতীরা হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে,মহকুমা সম্পাদক নারায়ন দেবকে গাড়ি করে বাড়ি থেকে নিয়ে আসার জন্য গাড়িটি যখন যাচ্ছিল তখন দুস্কৃতিকারীরা গাড়িটি আটক করে হামলা ও ভাঙচুর চালায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এ ব্যাপারে আমতলী থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।সিপিআইএম নেতার গাড়িতে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে দল।সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।তিনি অভিযোগ করেন কিছুদিন পরপরই ওই এলাকায় শাসকদলের দুর্বৃত্ত বাহিনী এ ধরনের হামলার ঘটনা সংঘটিত করে চলেছে।

এ ধরনের রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ করতে তিনি দাবি জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে পুলিশকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন। ঘটনার নিন্দা জানিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হতে তিনি দলীয় কর্মী সমর্থকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য শুধু ডুকলীতেই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিরোধী দলের নেতাকর্মী সমর্থকদের উপর হামলা এবং অফিস ভাঙচুর , অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে চলেছে।বিরোধী দলের রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করার লক্ষ্যেই শাসক দলের দুর্বৃত্ত বাহিনী এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত করে চলেছে।এভাবে দমন-পীড়ন নীতির আশ্রয় নিয়ে বিরোধী দলকে আন্দোলন থেকে বিরত রাখা যাবে না বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর।শাসক দলের এ ধরনের কার্যকলাপ এর মধ্য দিয়ে তাদের জনবিচ্ছিন্নতার চিত্র পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বিগত ৩২ মাসে রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার জনগণের কাছ থেকে কতখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত করার মধ্য দিয়েই তারা তার প্রমাণ জনগণের সামনে তুলে ধরেছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

মহিলা পরিচালিত রেশন শপের উদ্বোধন চড়িলামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ ডিসেম্বর।। বুধবার বিশালগড় মহকুমার চড়িলাম ব্লকের উত্তর চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতাজি প্যাক্স লিমিটেড ১ নং রেশন সপের মহিলারা পরিচালনার শুভ সূচনা হয়। উত্তর চড়িলাম নেতাজি প্যাক্স এর ১ নং রেশন শপের ফিতা কেটে শুভ সূচনা করেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপ নিয়ামক অতুল দেববর্মা চড়িলাম ব্লক আধিকারিক জয়দীপ চক্রবর্তী, চড়িলাম পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন রাখি দাস কর। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চড়িলাম মন্ডল সভাপতি রাজকুমার দেবনাথ। উত্তর চড়িলাম নেতাজি প্যাক্স এর সভাপতি রঞ্জিত দাস ন উত্তর চড়িলাম নেতাজির প্যাক্স টি পরিচালনা করবেন রিঙ্কু দেবনাথ এবং সোমা দাস রায়। তাদেরকেও রিশা দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আলোচনা করতে গিয়ে সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয় দাস দত্ত বলেন রাজ্যের মধ্যে প্রথম চড়িলাম চালু হচ্ছে মহিলা দ্বারা রেশন শপ ।যা রাষ্ট্রবাদী সরকারের প্রধানমন্ত্রী মহিলাদেরকে ক্ষমতায়নের দিক দিয়ে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য যে চেষ্টা করেছিলেন। তাই চড়িলাম এ নেতাজি প্যাক্স পরিচালনার জন্য দেওয়া হলো মহিলাদের হাতে। তিনি আরো বলেন গ্রামের উন্নতির ক্ষেত্রে মহিলারা গুরুত্বসহকারে কাজ করতে পারেন তা বুঝিয়ে দিলেন। উত্তর চড়িলাম নেতাজি প্যাক্স এর সভাপতি রঞ্জিত দাস বলেন ২৫ বছর ধরে উত্তর চড়িলাম এই নেতাজি প্যাক্সকে লোকসান দেখাচ্ছেন। কিন্তু নতুনভাবে আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর কিভাবে প্যাক্স এর মাধ্যমে জনগণ সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে সেই লক্ষ্য রেখেই আমরা কাজ করছি।

সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিষদের ডেপুটেশন গোমতী জেলাশাসককে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ ডিসেম্বর।। গোমতী নদীর উপর উদয়পুর নেতাজী সুভাষ সেতু কলেবর বৃদ্ধিতে নতুন করে নির্মান করতে গিয়ে সুভাষ সেতুর পাশেই পুরাতন প্রাচীন মসজিদটি ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন -এই অভিযোগ এনে ত্রিপুরা সংখ্যা লঘু উন্নয়ন পরিষদ সরকারের এ ধরনের উদ্যোগের আপত্তি জানিয়ে সেই সাথে মসজিদ না ভেঙ্গেই সেতু নির্মানের জন্য উদ্যোগ গ্রহন করার দাবি জানিয়ে বুধবার গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক অরুন কুমার রায় এর নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন ত্রিপুরা সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিষদ এর এক প্রতিনিধি। এদিন ত্রিপুরা সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিষদ এর পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল মিলিত হয়ে গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন। এদিন স্মারকলিপি প্রদান করে ত্রিপুরা সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিষদ এর এক সদস্য জানান সেতু তৈরীতে মসজিদ কমিটির কোন আপত্তি নেই, কিন্তু শতাধিক বৎসর পুরাতন এই মসজিদ কে বাঁচিয়ে যেন সেতু করা হয় সেই বিষয়ে এ ডি এমের নিকট স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে আবেদন করা হয়। কেননা মসজিদ স্থানান্তর করা যায় না।।প্রশাসন কি সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই দেখার ।

তুইমধু বাজারে মার্কেট শেডের শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ ডিসেম্বর।। তেলিয়ামুড়া কৃষি মহাকুমা আধিকারিক অফিসের উদ্যোগে বুধবার দুপুর ২টা নাগাদ তেলিয়ামুড়া স্থিত তুইমধু বাজারে 'রুরাল মার্কেট শেড' নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক চিকিৎসক অতুল দেববর্মা; এছাড়া ছিলেন কৃষি আধিকারিক সেন্টু আচার্য; বিশিষ্ট সমাজসেবী ওয়াথারাই মলসম; মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান বিকাশ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক তথা চিকিৎসক অতুল দেববর্মা বলেন, কৃষি দপ্তরের ট্র.জ্জ.ঙ্গ.চ প্রকল্পের দ্বিতল বিশিষ্ট রুরাল মার্কেট শেড নির্মাণ করা হবে। যা নির্মাণ করতে প্রায় ৫৮ লক্ষ টাকা ব্যায় হবে বলে ধারণা। এই মার্কেট শেড নির্মাণ কাজ শেষ হলে এর নামকরণ করা হবে 'লক্ষীরাম হাতি'-''মার্কেট শেড। এতে উপকৃত হবে গোটা আঠারো মুড়া পাহাড়ের প্রত্যন্ত এলাকা গুলির জুমিয়ারা। কারন বাজার যত উন্নত হবে, জুমিয়া চাষিরাও তাদের ফসলের ন্যায্য দাম পাবে। এতে উপকৃত হবে পাইকারি ব্যবসায়ী এবং জুমিয়া কৃষকরা।তবে বুধবার ছিল বিধায়ক তথা চিকিৎসক অতুল দেববর্মার জন্মদিন। তাই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে এর পর উপস্থিত মানুষজন কেককেটে এলাকার বিধায়কের জন্মদিন পালন করে বিধায়কের উপস্থিতিতে।

কর্মী চাই

পত্রিকা সংস্থায় অফিসের কাজের জন্য অভিজ্ঞ কর্মী চাই।
যোগাযোগের সময় ঃ
দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৪টা
ফোন ঃ 9862797843
9436123720

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।